হেজাজ ভ্রমণ

খান বাহাদুর আহ্‌ছান্‌ উল্লা প্রণীত

মূল্য এক টাকা

হেজাজ ভ্রমণ।

বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর,
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য

খান বাহাদুর আহছান উল্লা

এম্, এ, এম্, আর, এস্, এ, আই, ই, এস্,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম।

সাম্য-প্রেস,
৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

মূল্য এক টাকা

হেজাজ ভ্রমণ।

—:○:*:○:

বএস্তেম্দাদে

রওশন জমীর পীর দস্তগীর

তাউয়াফে খানায়ে বাকের কদীর।

নাম হজরত ছৈয়দ গফুর শাহ্ আল্ হোছাইনি এল্ খাদেম,

কাদেরি চেশ্তী

—:○:—

নির্ঘণ্ট পত্র।

১। হজ্জের সূচনাঃ— হজ্জের উৎপত্তি
হজ্জের ফরজিয়ত
হজ্জের উদ্দেশ্য

২। ডাইরীঃ—

১৯শে জুন, ১৯৩০	গৃহ হইতে যাত্রা ও কলিকাতায় পৌঁছান আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়
২১শে জুন	[illegible] অফিসে চার্জ দেওয়া ও পাঞ্জাব মেলে আরোহণ
২২শে জুন	এলাহাবাদ ষ্টেশন, হজরত আকদছ ও তাঁহার জনৈক শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ একত্রে করাচি যাত্রা
২৪শে জুন	পথিমধ্যে আজমীর শরীফ জেয়ারত
২৫শে জুন	করাচি - হাজীক্যাম্প
২৬শে জুন	পাস পোর্ট পরীক্ষা
২৭শে জুন	একজন সঙ্গীর টিকা [illegible]
২৮শে জুন	[illegible]
২৯শে জুন	করাচির ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ
৩০শে জুন	হুমায়ুন জাহাজের [illegible]

১লা জুলাই	মাননীয় শার্প সাহেবের পরিচয় পত্র
২রা জুলাই	করাচি হইতে হেজাজ ভ্রমণের দ্রব্যাদি ক্রয়
৩রা জুলাই	জাহাজে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রেরণ
৪ঠা জুলাই	ডাক্তারী পরীক্ষা ও জাহাজে আরোহণ করাচি বন্দর পরিত্যাগ
৫ই জুলাই	সমুদ্রে তুফান, হাজিদের কষ্ট
৬ই জুলাই	হজরত আব্দুছ ও অন্য সঙ্গীদ্বয়ের সমুদ্র পীড়া
৭ই জুলাই	গোলাম হোছায়েন ছাহেবের সহৃদয়তা
৮ই জুলাই	হুজুরের কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ চীফ অফিসার সিনক্লেয়ার সাহেবের সহানুভূতি
১০ই জুলাই।	সকোত্রা অতিক্রম।
১১ই জুলাই	জলপথে জেদ্দা হইতে ইয়াম্বু যাত্রার জন্য তরহান সংবাদ প্রেরণ
১২ই জুলাই	সিন্‌ক্লেয়ার সাহেবের সহিত যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা এডেনের লাইট পোষ্ট
১৩ই জুলাই	হেল্‌থ্ ও পোর্ট অফিসারদ্বয়ের পরিদর্শন এডেন পরিত্যাগ
১৪ই জুলাই	কামরান, ভাবর হইতে মুক্তি
১৫ই জুলাই	ডাক্তারী পরীক্ষা জনৈক ইংরেজ যুবক কর্মচারীর মৃত্যু
১৬ই জুলাই	যাত্রি-জাহাজের নানাবিধ অসুবিধা
১৭ই জুলাই	জেদ্দা বন্দর, ডাক্তারের পরিদর্শন, কাষ্টম্ হাউসে দ্রব্যাদি পরীক্ষা

১৮ই জুলাই	জেদ্দায় ব্রিটিশ কন্‌সলের সহিত সাক্ষাৎ, হেজাজের অধিপতি শরীফ ভবনে উপস্থিতি, শরীফ পুত্র আমির আবদুল্লার সহিত কথোপকথন, অনুবাদক কাপ্তান নাছিরউদ্দিন ছাহেবের মধ্যবর্ত্তিত, শরীফ ছাহেবের আতিথেয়ত ও হেজাজ ভ্রমণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান ও তৎকর্ত্তৃক কাফেলার বন্দোবস্ত
১৯শে জুলাই	হজরত হাওয়ার মকবের জেয়ারত
২০শে জুলাই	জেদ্দায় অভাব
২১শে জুলাই	জেদ্দা হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়
২২শে জুলাই	জেদ্দা হইতে কাফেলা যাত্রা
২৩শে জুলাই	জাম্মালের 'মিজান'
২৪শে জুলাই	বাহরান মঞ্জেল, পথিমধ্যে কাফেলা প্রতি আক্রমণ
২৫শে জুলাই	কদিমা মঞ্জেল, জাম্মালদিগের সহিত সদ্ভাবের আবশ্যকতা ও তাহাদের সততা
২৬শে জুলাই	রাবেক মঞ্জেল, স্থানীয় আমীরের অভ্যর্থনা, পথিমধ্যে 'হারামী'
২৮শে জুলাই	মস্তুর মঞ্জেল
২৯শে জুলাই	বীরশেখ মঞ্জেল
৩০শে জুলাই	বীরুল একছানী, বদরের সান্নিধ্যে থাকিবার শত্রুগণের উপদ্রব
৩১শে জুলাই	খারিছ মঞ্জেল, পথিমধ্যে দস্যুদের পথ অবরোধ, উৎকোচ প্রদান

১লা আগষ্ট — বীর মদিনা মঞ্জেল — দূরবর্ত্তী কূপ হইতে উষ্ট্র মরুপথ দিয়া পানীয় আনয়ন

২রা আগষ্ট — বীর আলি মঞ্জেল — জম্মালগণের সহিত সংঘ যুদ্ধের উপক্রম মদিনা তৈয়ব রওজা শরীফ মছজেদে নববী নকশা শরীফের সজ্জিত রওজা শরীফে মোদিত হাদিছ সমূহ মদিনাবাসিদিগের চরিত্র আরববাসিগণের আতিথেয়তা মদিনা শরীফের মাহাত্ম্য

৩রা আগষ্ট — শরীফ পুত্র আমির আলির সহিত সাক্ষাৎ মদিনা শরীফের মজহাব

৪ঠা আগষ্ট — জেন্নাতুল বাকি জেয়ারত সেখানকার সমাধিস্থ মহাত্মাগণ, হেরম শরিফে রাত্রিজাগরণ খোদাসের ভুবনস্থ হেরম্ শরিফে মিলাদ ও রোশনি মদিনা শরিফের তবরেরোকাত

৫ই আগষ্ট — মদিনা শরিফের বিবরণ হেজাজ রেলওয়ের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর দুর্ব্বলতা মদিনা শরিফ হইতে আল্বেদা মোজাফেরে হেরম শরিফ জেদ্দা অভিমুখে যাত্রা

৬ই আগষ্ট — বীর দরবেশ মঞ্জেল

৭ই আগষ্ট — বীর রহ; বঙ্গবাসী এবং অন্য দেশীয় হাজিগণের তুলনা

৮ই আগষ্ট — খালেছ মঞ্জেল বেদুইনগণের বাধ

৯ই আগষ্ট — বীর এহছানী মঞ্জেল

১০ই আগষ্ট — বীর শেখ মঞ্জেল

১১ই আগষ্ট — মরুভূমির '৺

১২ই আগষ্ট — মস্তুর মঞ্জেল সঙ্গীদ্বয়ের উষ্ট্র পরিবর্তন

১৩ই আগষ্ট — রাবেক মঞ্জেল জনৈক এরাকী লুণ্ঠিত সিকাতে হেরম শরিফের খাদ্য দ্রব্য পণ্য, পথাভাব, অপত্যাশিত সহানুভূতি

১৪ই আগষ্ট — পুনরায় শত্রু সম্মুখে একজন যাত্রী আহত, আর একজন লুণ্ঠিত

১৫ই আগষ্ট — কদিম মঞ্জেল জনৈক যাত্রীর মৃত্যু

১৬ই আগষ্ট — পুনরায় দাহবান মঞ্জেলে গোলাম হোছায়েন ছাহেবের জনৈক সঙ্গী আহত ও অপহৃত

১৭ই আগষ্ট — জেদ্দায় প্রত্যাগমন স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ এবং ভারতবর্ষের পত্রাদি গ্রহণ

১৮ই আগষ্ট — জেদ্দা পরিত্যাগ গোলাম হোছায়েন ছাহেবের সঙ্গদয়ত

১৯শে আগষ্ট — বাহর মঞ্জেল, জনৈক এরাকী নিরুদ্দেশ

২০শে আগষ্ট — মক্কা মোয়াজ্জম হেরম শরিফ তওয়াফ, তওয়াফের প্রণালী জমজম পান ছয়ীটি সম্পাদন হেরম শরিফে জমাব জামায়াত কাব শরিফের প্রাচীনত্ব কাব কেবল হইবার আদেশ কেবলার প্রকৃত অর্থ

২১শে আগষ্ট — মোয়াল্লেম হালাল ও ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রা, মক্কা শরিফের ডাকখানা ডাকের অসুবিধা, নোট রেজেষ্টী বিঘ্নসঙ্কুল জেন্নাতুল মোয়াল্লা

জেয়ারত জেয়ারতে মছজেদল্ জেন্ ...
রত মওলাদ শরিফে ওঁ হজরত
২২শে আগষ্ট 'সেবী' আব্দুল কাদের ছাহেবের সহিত সংগ
সেবীর মুখে হেরম শরিফের অর্থাভাব ও দুরবস্থার
কাহিনী ভারতবর্ষীয় মোছলেম সম্প্রদায়ের
প্রয়োজন গারে 'হের' কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ
মকামে ইব্রাহিম হাজরে আছওয়াদের স্পর্শ
বুও কাবার গেলাফ কাবার মধ্যে ঊর্দ্ধে
দৃষ্টি নিক্ষেপ হেরম শরিফের আয়তন ও দ্বার
সমূহ মছাল্লা। খোদ্দাম ক্বাতীম চাহ
জম জম চেরাগে কাব কবুতর মছজেদল
জেন মক্কা শরিফের মাহাত্ম্য হেরম শরিফের
সংস্কারাভাব হাজিগণের তত্ত্বাবধান শরিফ
ছাহেবের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব হজ্ যাত্রি
গণের অকথ্য দুর্দ্দশা কাবা শরিফ জেয়ারতের
ফজিলত মক্কাবাসিগণের চরিত্র মক্কার
বাজার আরবের পর্দ্দা মক্কার তরবেবাক্ত
২৩শে আগষ্ট মিনা যাত্রা সেবী বংশের আদিপুরুষ
২৪শে আগষ্ট আরফাত ময়দান, বস্ত্রাবাসে অবস্থান নানা
দেশের নানা বর্ণের লোক সমাগম যুগপৎ সকলের
'লাব্বায়েক' ধ্বনি জাগতিক ভ্রাতৃত্ব। মছজেদে
ওমরা নামাজে জোহরায়েন হজ্জের খোত্বা
নাহরে জোবেদা মছজেদে আদম মোজ্দলফা
নামাজে মগরেব আয়েন্ কঙ্কর সংগ্রহ।

২৫শে আগষ্ট	মিনায় প্রত্যাগমন । শয়তানকে তিনটী প্রস্তর শলাকার উপর পাথর নিক্ষেপ । আল্লার প্রীত্যর্থে হজরত ইব্রাহিমের স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের উৎসর্গ । হজরত ইছমাইলের অলৌকিক ধৈর্য্য ও পিতৃভক্তি । কোরবানীর উৎপত্তি, মিনায় কোরবানী । এহ্‌রাম পরিত্যাগ । মিনায় তায়েফের সুমিষ্ট ফলাদির আমদানী । হাজিদিগের দফন কাফনের বন্দোবস্তের অভাব । এস্তেঞ্জাদের বিশৃঙ্খলতা
২৬শে আগষ্ট	পুনরায় কঙ্কর নিক্ষেপ । বাঙ্গালী হাজীক্যাম্পে চুরি । বাঙ্গালী হাজির কুৎসা, হিন্দী 'বত্তাল'
২৭শে আগষ্ট	মিনা পরিত্যাগ ও মক্কা শরিফে পুনরাগমন
২৮শে আগষ্ট	'নেবীর' সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হাজরে আছ্‌ওয়াদ্‌
২৯শে আগষ্ট	মছ্‌জেদে আরাম । তওয়াফে ওমর ও ছয়ীয়ে ওমর
৩০শে আগষ্ট	হেরম শরিফে হাজিগণের পথশান্তি । স্বেচ্ছাসেবকের বন্দোবস্তের প্রয়োজন ।
৩১শে আগষ্ট	বিদায় তওয়াফ । হজের তিন ফরজ ও দশ ওয়াজেব । প্রাচীন আরব । তওয়াফের প্রাচীনত্ব । কাবা প্রাঙ্গণের মহত্ত্ব ও গৌরব
২রা সেপ্টেম্বর	জেদ্দা প্রত্যাগমন । জাহাজের টিকেট গ্রহণ । জেদ্দা বন্দর ত্যাগের আয়োজন
৩রা সেপ্টেম্বর	মাতৃভূমির স্মৃতি । পুলিশ কর্ম্মচারী হোছায়েন ছাহেব হইতে পত্রাদি গ্রহণ

৪ঠা সেপ্টেম্বর	জেদ্দা বন্দরে পোর্টের ভিড়। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও ভারতের সা হাজির সুবিধার জন্য বটিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। জাহাজে আরোহণ ও জেদ্দা ত্যাগ। তিনজন হাজির মৃত্যু
৫ই সেপ্টেম্বর	কামরাণ, সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি পরীক্ষা
৬ই সেপ্টেম্বর	বাবেল মাণ্ডেব অতিক্রম
৭ই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর	সকোত্রা অতিক্রম। জনৈক হাজির অসুস্থতা
১২ই সেপ্টেম্বর	পরদিন বোম্বাই পৌঁছিবার সংবাদ কাপ্তানের অসাধিকত। বিজ্ঞান সাহায্যে জাহাজ চালনার সুবিধা
১৩ই সেপ্টেম্বর	বোম্বাই আগমন। হজ্জ কমিটির নিকট সমস্ত অসুবিধার বিবরণ সম্বলিত আবেদন পেশ এবং অসুবিধা দূরীকরণের উপায়
১৫ই সেপ্টেম্বর	বোম্বাই মেলে কলিকাতা আগমন
১৮ই সেপ্টেম্বর	চট্টগ্রাম প্রত্যাগমন ও পুনর্বার কার্যভার গ্রহণ

ভূমিকা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমি যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করি, তখন একদিন আমার পীর মোরশেদ হাজিউল হারামায়েনশ্শরিফায়েন জনাব হজরত সৈয়দ গফুরশাহ্ আল্ হোচ্ছামি আল-ওয়ারছি স্বীয় বাসস্থান পাটনা জেলার অন্তর্গত নবাব পার সরাই হইতে তথায় তসরিফ্ আনিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে হেজাজ ভ্রমণের কথা উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সাসেরাম নিবাসী ব্যারিষ্টার এহ্তেশাম্ আলি খাঁ পরিবারবর্গ সহ হেজাজ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত এবং তিনিও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে তিনি আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে সানুনয় অনুরোধ করি। ঐ সময়ে আমার ইচ্ছা ছিল যে, কয়েক বৎসর পরে চাকরী হইতে পেন্সান লইয়াই হেজাজ যাত্রা করিব। তখন স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, পরবর্তী জুন মাসেই আমাকে প্রকৃতই হেজাজ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সে সময়ে তাঁহাকে এইমাত্র জ্ঞাপন করিলাম যে, যখনই যাই, তখন তাঁহারই সঙ্গে সকল হেজাজ ভ্রমণে রওয়ানা হইব এবং তাঁহারই পবিত্র সংসর্গে বিশেষতঃ তাঁহারই সেবকরূপে একাদিক্রমে কিছুকাল ঐ পুণ্যভূমিতে যাপন করিয়া স্বীয় জীবন ধন্য করিব। যাহা হউক, ব্যারিষ্টার এহ্তেশাম্ আলি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে বৎসর হেজাজ যাত্রা করিলেন না। হজরতও সে বৎসর হজ্জ যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে

আমি বদলী হইয় চট্টগ্রাম আসিলাম এবং ১৯ই জুন ই তারিখে ওথাকার বিভাগীয় স্কুল ইন্স্পেক্টারের কর্যাভার গ্রহণ করিলাম

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে হজরত আক্দছ্ চট্টগ্রামে শুভাগমন করিলেন এবং পরবর্ত্তী হজ্জব্রতে তিনি শরিক হইবার জন্য মানস করিয়াছেন, এরূপ জ্ঞাপন করিলেন হিন্দুস্থানের জনৈক বন্ধু ব্যক্তি হেজ্জে যাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি তাহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত হেজাজ যাত্রা করিতে ও তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন সুতরাং চট্টগ্রাম আসিবার পূর্ব্বেই হজরত কেবলার হেজাজ ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়াছিল আমি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও মনে করি নাই যে, আমাকে এত শীঘ্রই এরূপ দুরাতিদূরের 'ছফর' গ্রহণ করিতে হইবে আমার বন্ধু বান্ধবগণ ও আমি হজরতকে আর একটী বৎসর মাত্র অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কায় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না, সুতরাং আমাকে প্রতীক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া তিনি স্বয়ং হেজাজ ভ্রমণ জন্য সঙ্কল্প স্থির করিলেন আমার সহিত আরও কয়েকটি বন্ধু বান্ধব হেজাজ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এত সত্বর আমার সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না আমি তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, তবে এইমাত্র বুঝিলাম যে, হেজাজ ভ্রমণের জন্য হজরতের পবিত্র সঙ্গ আমার একান্ত আবশ্যক এবং তাঁহাকে ছাড়া আমার একাকী ভ্রমণ সম্ভবপর হইবে না মনকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না বেলা ১১টা না বাজিতেই আফিসে উপস্থিত হইলাম এবং কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে তিন মাসের বেতন উঠাইবার

জন্য ডাইরেক্টর অফিসে আবেদন করিলাম এবং ছুটীর প্রত্যাশায় একাউণ্টাণ্টেণ্ট জেনরেলকে পত্র লিখিলাম অফিস হইতে আসিয়া হুজরতকে এইমাত্র জানাইলাম যে, যদি কখনও হেজাজ ভ্রমণ করি, তবে তাঁহারই পবিত্র সঙ্গ অনুসরণ করিব অন্যথা একাকী কখনও তুফানের সাগরবক্ষে ভাসমান হইব না

কেহই কিছু জানিল না, একে একে দিন গত হইতে থাকিল হজরত কেবল হিন্দুস্থানে রওয়ানা হইলেন আমার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল, তাই আমি ১৭ই মে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম পথিমধ্যে কলিকাতা হইয়া ২০শে তারিখে দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম পরবর্ত্তী ২২শে তারিখ মৌলবী মোহাম্মদ ছদাকত উল্লা আমার সহিত দার্জ্জিলিংএ সাক্ষাৎ করিলেন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার সহিত হেজাজ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবেন ক্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল কাজেই বাধ্য হইয়া মে মাসের শেষ ভাগে তাঁহাকে চট্টগ্রাম প্রত্যাগমন করিতে হইল চট্টগ্রাম হইতে আসিতেই রমজান আরম্ভ হইল, সুতরাং এ সময়ে দার্জ্জিলিং অবস্থিতি বড়ই সুখপ্রদ হইয়াছিল সেখানকার বন্ধু বান্ধবগণ আমার হেজাজগমন সঙ্কল্প অবগত হইয়া আমার নিরাপদ যাত্রার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন 'সবে কদর' রাত্রিতে দার্জ্জিলিংএর বড় মছজেদে বিশেষ সমারোহ সহকারে মৌলুদ শরিফের বন্দোবস্ত হইল মৌলুদ শেষ হইলে মোছলমান ভ্রাতৃগণ আমার নিরাপদ যাত্রার জন্য একপ্রাণে সকলেই দোয়া করিলেন পরবর্ত্তী রাত্রিতে দার্জ্জিলিংএর ছোট মছজেদে পুনরায় মৌলুদ শরিফের বন্দোবস্ত হইল তত্রত্য কয়েকজন হৃদয়বান্ বন্ধু অন্তঃকরণের সহিত আমার সর্ব্বপ্রকার কুশল ও মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য দোয়া করিলেন কয়েকটী পবিত্র আত্মার দোয়ার বলে আমার

রক্ত-হৃদয়ে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল, আমার শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া, উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সেই রেভা. আমার পালক কর্ত্তা ও কাশ্যতার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছিলেন, উক্ত রেভারেণ্ডকে এই সম্বন্ধের কথা পত্রযোগে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি সুখী হইলেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

সময়ের অল্পতাহেতু মাননীয় ডিরেক্টর সাহেবের সহিত দার্জ্জিলিংয়ে সাক্ষাৎ করিলাম এবং আমার সংকল্পের কথা জানাইয়া ৭ মাসের বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। তৎপরে অনারেবল মেম্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনিও আমার জন্য শুভ কামনা করিলেন এবং তাঁহার সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করত চার্জ্জ দিবার অনুমতি লইবার জন্য উপদেশ দিলেন। সেক্রেটারী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তিনি কাগজ পত্র পাঠাইবার জন্য কলিকাতা অফিসে তার দিলেন এবং আমাকে তার যোগে চার্জ্জ দিবার জন্য বাচনিক উপদেশ দিলেন। এত সহজে দীর্ঘ ৭ মাসের বিদায় পাইতে পারিব, তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। খোদাওন্দ করিমকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহ পদে পদে পলে অনুপলে উপলব্ধি করিতে থাকিলাম। এখন পাস্‌পোর্টের জন্য চিন্তা আসিল। নিয়মানুসারে জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট পাশ পোর্টের জন্য উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু সময় নাই যে, তাহার নিকট উপস্থিত হই। এক দিবস দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার স্থানীয় মাদ্রাসা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের সুযোগ হয়। পর দিবস তাঁহার নিকট পাস পোর্টের জন্য উপস্থিত হইলাম। তিনি অতি যত্নের সহিত পাস পোর্ট লিখিয়া স্বহস্তে সহি করত আমাকে

আশীর্ব্বাদ সহ বিদায় করিলেন। আমি করুণাময়ের গুণগান করত
বাসায় পৌছিলাম। হঠাৎ খবর আসিল, হজরত কেবলা যাহার জন্য
বোধে হেজাজ গমন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তিনি এক বৎসর
প্রতীক্ষা করিবার জন্য সময় চাহিয়াছেন, কিন্তু হজরত কেবলা তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিয়া একাকীই যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমিও সমস্ত
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া হজরত কেবলার অনুগামী হইতে প্রস্তুত হই
লাম। তিনি আমাকে বোম্বে ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করিবেন লিখিলেন।
পবিত্র ঈদুল্ফেতরের কয়েক দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং হইতে বাটী উপস্থিত
হইলাম। বাটীস্থ অনেকেই আমার হেজাজ ভ্রমণ সঙ্কল্পের কোন সংবাদ
রাখিতেন না। তাই হঠাৎ যখন আমি স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করি
লাম, তখন তাঁহারা একবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কেহ বা ২১
বৎসর প্রতীক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন, কেহ বা সংসারের আশা
পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, রম
জান অতিবাহিত হইল, ঈদ্ উপস্থিত হইল। সকলের নিকট হইতে
বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং পরদিবস কলিকাতা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত
হইলাম। বন্ধু বান্ধবকে সংবাদ দিলাম। সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা
করিয়া বিদায় লইলাম। আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া হিসাব প্র
স্তুত করিলাম। যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, পরিশোধ করিলাম এবং
আমার অভাবে পুত্রাদির প্রতিপালনের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা সর্ব্ব
সমক্ষে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। সরকার হইতে ও কোম্পানী হইতে
আমার প্রভিডেন্ট ফণ্ড ও লাইফ ইন্সিউরেন্স বাবত যাহা পাওনা
ছিল, শরিয়তের নিয়মানুসারে উত্তরাধিকারিগণ যে যেরূপ অংশ
পাওনার অধিকারী, তাহাকে তাহাই দিবার জন্য উপদেশ দিলাম।
সর্ব্বশেষে প্রতিবেশীর নিকট পুত্রাদির ভার অর্পণ করিয়া বিদায়ের জন্য

প্রস্তুত হইলাম ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল সকলে প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল ঐ নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি বৃদ্ধ ওয়ালেদ ছাহেবের সম্মুখীন হইয়া হেজাজ ভ্রমণ জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই সমবেত ছিল, হঠাৎ কান্নার রোল উঠিল ভূত্ গণ্ঠাবাং পায়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলাম দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যে হৃদয়ের ভাব বিনিময় হইতে লাগিল, মৃত্যুর পূর্বচ্ছায়া সম্মুখে প্রতিভাত হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও আত্মসংযম করিতে সক্ষম হইলাম না যাহা হউক তপ্ত অশ্রু বক্ষে লইয়া খোদাওন্দ করিমের অনন্ত করুণার উপর নির্ভর করিয়া গভীর নিশীথকালে গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম প্রত্যেকের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করত দয়াময়ের আশ্রয় লইলাম সে সময় মুহূর্ত্তের জন্য মনে হয় নাই যে, আবার সংসারের বিভীষিকার মধ্যে প্রবেশ করত অসহ্য দাবদাহে পুনরায় আমাকে নিপীড়িত হইতে হইবে কিন্তু করুণাময়ের অপার করুণা তাঁহারই কৃপাবলে দুস্তর সাগর ও ভীষণ বিপদসঙ্কুল মরু নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া তিন মাস পরে পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাগমন করি এবং আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই ইচ্ছায় জীবিত থাকিয়া তাঁহারই ইচ্ছা সম্পাদনে নিযুক্ত আছি কিন্তু হায়, যে হজরত আকদছ আমাকে হেজাজ ভ্রমণে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আজ ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমের নৈকট্যলাভ করিয়াছেন এবং চির সুখ ও শান্তির অধিকারী হইয়াছেন কে জানিত, দেশে ফিরিবার ৯ মাস মধ্যেই তিনি পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন! এখন বুঝিয়াছি, কেন তিনি আমাকে পেন্সন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবসর দেন নাই। এখন বুঝিয়াছি, কেন তিনি তাঁহার সঙ্গ প্রয়াসী বন্ধুগণের অনুরোধে আর এক বৎসর বিলম্ব না করিয়া শুধু আমাকে লইয়াই হেজাজ যাত্রা

করিয়াছিলেন। আমার হেজাজ ভ্রমণের প্রতি ঘটনার সহিত হজরত কেবলার পবিত্র স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। হজ্জ হইতে যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহা তাঁহারই পবিত্র সাহচর্য্যগুণে এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফলে।

আমার কতিপয় বন্ধু হজ্জ সম্পাদনের জন্য উদগ্রীব হইয়া আছেন। তাঁহাদের অনেকেই হেজাজের রাস্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পথি মধ্যে কি কি বস্তু অত্যাবশ্যক এবং হজ্জ সম্পাদন কতদিনে সম্ভব, জানিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁহাদেরই অনুরোধ ক্রমে এই 'হেজাজ ভ্রমণ' লেখা আবশ্যক হইয়াছে। আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই উদ্দেশ্যে রোজনামচার আকারে প্রকাশিত হইল যে, সময় কালে কোথায় কোন্ সময়ে কি কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে যেন সকলে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ইহাতে হজ্জ সম্পর্কিত দরুদ ও ফজায়েল (১) ও দোওয়া কালাম সন্নিবিষ্ট হয় নাই, যেহেতু উহাদের সংখ্যা অত্যধিক এবং এই পুস্তকের মধ্যে উহাদের সম্যক্ সমাবেশ সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যাত্রিগণ সাধারণতঃ মোয়াল্লেমদিগের অনুগমন করেন এবং মোয়াল্লেমগণই সময়ানুসারে তাঁহাদিগকে ঐগুলি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। লেখক স্বয়ং যে সকল স্থানে গমন করিয়াছেন এবং যাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, ইহাতে কেবল তৎসমস্তেরই বর্ণন প্রদত্ত হইল, সুতরাং হেজাজের সমস্ত জ্ঞাতব্য ইতিহাস ইহাতে লিখিত হয় নাই। পুস্তকখানি লেখকের বন্ধু বান্ধবগণের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইল। তজ্জন্য সাধারণের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। লেখককে তিনমাস মধ্যে হেজাজ দর্শন শেষ করিতে

(১) শাস্ত্রীয়বিধি সমূহ

হজ্জ্ মৌকুফ (১), অন্যথা নহে। যে ব্যক্তি যাতায়াতের খরচ বহন করিতে সক্ষম এবং যাহার ঋণ ও স্ত্রীর মোহরানা (২) পরিশোধান্তে ও হজ্জ্ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত সাংসারিক খরচের সংস্থান থাকে, তাহারই পক্ষে হজ্জ্ ওয়াজেব, অন্যথা নহে। স্ত্রীলোকের জন্য উল্লিখিত সর্ত্ত ব্যতীত আরও দুইটী সর্ত্ত আছে, যথা : ১। ইদ্দৎ (৩) হইতে মুক্তি এবং ২। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত গমন। হজ্জ্ ওয়াজেব হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ হজ্জ্ হইতে বিরত থাকে তবে হজরত আলির (রাঃ) রওয়ায়েত (বর্ণিত বিধান) অনুসারে "সে মৃত্যুর পর নাছারা ও ইহুদিদিগের সঙ্গী হইবে।" সমস্ত জীবনে একবার হজ্জ্ করা ফরজ, একাধিকবার হজ্জ নফল বা মোস্তাহাব। হজ্জব্রত যত শীঘ্র সম্ভব সম্পাদন করা উচিত, যেহেতু কখন কি অন্তরায় উপস্থিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। যে হজ্জ করিতে প্রস্তুত হয় তাহাকে সাচ্চা দেলে কেবল মাত্র কর্ত্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই লিল্লাহ 'নিয়ত' করা উচিত। সওদাগরী কিম্বা নাম যশের জন্য অথবা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হজ্জের 'নিয়ত' করা অবিধেয়।

হজ্জে তিনটী অনুষ্ঠান ফরজ, যথা (১) এহরাম পরিধান, (২) ৯ই জেলহজ্জ আরফাত ময়দানে সম্মিলন, (৩) তওয়াফে জেয়ারত। হজ্জে নয়টী অনুষ্ঠান ওয়াজেব, যথা (১) মিকাত হইতে এহরাম পরিধান, (২) ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতে 'ছয়ী' করা [illegible] হইতে, (৩) মোজ্‌দলফায় মগ্রেবায়েন [মগ্রেব ও এশা একত্র] নামাজ আদায় করা ও তথায় রাত্রিবাস, (৪) মিনায় অবস্থিতি ও রামি বা প্রস্তর নিক্ষেপ, (৫) ১০ই জেলহজ্জ্ তারিখে ক্ষৌরি হওয়া, (৬) হাতীমকে তওয়াফের

(১) অব্যাহতি, (২) যৌতুক, (৩) নিষিদ্ধ কাল স্বামীর মৃত্যুর পর তিন মাস দশ দিন এবং স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যাগের পর চারি মাস দশ দিন সময়কে স্ত্রীলোকের ইদ্দত বলা হয়।

অন্তর্গত কর, (৭) তওয়াফ ডানদিক হইতে আরম্ভ করা, (৮) অশক্ত না হইলে পায়দল তওয়াফ করা, এবং (৯) তওয়াফে বেদাব বেওজুতে ওয়াজেব তরক করিলে 'দম' (পশু জবেহ) দিতে হয়। হেরেমের ভিতর দোয়া পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হওয়া মোস্তাহাব। হজুরে আছওয়াদ চুম্বন করা ছুন্নত, ওয়াজেব নহে।

হজ্জ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গোনাহ্ (পাপ) হইতে তওবা ও দুশমন (শত্রুদিগকে) রাজী করা আবশ্যক। হজ্জের জন্য অর্থ হালাল হওয়া চাই। হজ্জ যাত্রা কালে আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র সকলের নিকট হইতে খোশ বিদায় লওয়া আবশ্যক, যেমন মৃত্যুর পূর্ব্বে লইতে হয়। রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে দুই রেকাত নফল নামাজ আদায় করা উচিত। গরীব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অভাব মোচন করিয়া তাহাদের দোয়ার ভাগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাত্রার পর কাহারও সহিত কলহ বিবাদ করা উচিত নহে। সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া একোদেলে খোদার রাহে অগ্রসর হওয়া উচিত। দিবা ও রাত্রিকালে এবাদতে নিযুক্ত থাকিবেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে কাহাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া অনুচিত। হজ্জ্ কবুল হইলে সে ছগেরা গোনাহ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজ্জ্দ্বারা কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চন হেতু অপরাধ এবং শেরেক সম্বন্ধীয় গোনাহ্ ব্যতীত অন্যবিধ সমস্ত গোনাহ্ মার্জ্জিত হয়।

ইছ্‌লাম কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত এই পাঁচটী ফরজ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে হজ্জ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য ও উহার ফল আত্মার উন্নতির জন্য কেন্দ্র প্রশস্ত। হাজির অহং জ্ঞানের নাশের জন্য, নফছের (প্রবৃত্তির) দমন জন্য, অভিমান বিনাশের জন্য, নির্লিপ্ত পবিত্রতার জন্য হজ্জের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা

ধনিক ইহা দ্বারা প্রেম বিকাশের [illegible] ব্যবধান, [illegible] সাধু জীবনে [illegible] ভক্ত সম্পাদন করেন, তিনি [illegible] প্রেমপাত্র হন। তিনি তাহা স্বীকার করিয়া ভক্তের হৃদয়ের [illegible] তাঁহার [illegible] দেন, তাঁহার সাক্ষাৎ মিলন [illegible] স্থির নিশ্চয় [illegible] সাক্ষাৎ সমর্থ হইতে এই পরম পবিত্র স্থানে চাঞ্জিবা দিয়া [illegible] বসিয়া থাকে। তিনি একবার ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের [illegible] আশায় তাহার মহাদরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি [illegible] হইয়াছেন, তিনি সুখী হইয়াছেন, তিনি সকল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। প্রেমিকের সঙ্গে ভক্ত [illegible] সম্বন্ধ [illegible] অন্তঃকরণে গুপ্তশক্তিগুলির উন্মেষ হয়, তিনি ভক্তবৎসল সান্নিধ্য উপলব্ধি হয়, কোলাহলময় সংসার শান্তিক্ষেত্রে পরিণত হয়। [illegible] জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ঋষিগণ এই জন্যই মুক্তকণ্ঠে [illegible] গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল কর্তব্য আদায় হয়, তাহা নহে, কেবল যে জগৎ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা নহে, কেবল কোথায় [illegible] প্রতিপালিত হয়, তাহা নহে, ইহাতে প্রেমিকের হৃদয় উৎফুল্ল হয়, নবশক্তিতে সঞ্জীবিত হয় ও প্রেমময়ের একচ্ছত্র অনুগ্রহ গ্রহণে সক্ষম হয়। ইহাতে অন্তরের কালিমা বিদূরিত হয় এবং দয়াময়ের বাঞ্ছা কলেবরের উপর সহজে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাতে কষ্ট ও সন্তাপ দুঃখ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহাতে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণতা সাধিত হয়, ইহাতে মানব জীবন কৃতকৃতার্থ হয়।

হেজাজ ভ্রমণ।

ডাইরি

১৯শে জুন, ১৯২০—

অদ্য বাটী হইতে রওয়ানা হইয়া কলিকাতায় পৌছিলাম। পথিমধ্যে একটী সঙ্গী জুটিলেন। তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত আমাকে অনুসরণ করিলেন আমরা কলিকাতায় পৌছিয়া হেজাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মাত্র এক দিন সময় ছিল, সুতরাং অতি ত্বরিতার সহিত আমাদের সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইল। বড় বাজার হইতে ভাল ঘৃত পনর সের, চিনি অর্দ্ধ মণ ও চা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে লইলাম। চাউল, ডাইল ও মসলাদি করাচী হইতেই ক্রয় করা শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। করেন্সি নোট রাখিবার জন্য নিউ মার্কেট হইতে একটী কোমরবন্দ লইলাম। চা গরম রাখিবার জন্য একটী বোতল খরিদ করিলাম। হেজাজ

ভ্রমণে চায়ের বেশী আবশ্যক ; সুতরাং গরম অবস্থায় সর্ব্বদা পানের উপযোগী রাখিবার জন্য এরূপ বোতল একান্ত দরকার হোয়াইট্ওয়ে-লেইড্ল হইতে একটী জলের ক্যান্‌ভাস ব্যাগ খরিদ করিয়া লইলাম উহাতে আট সের পরিমাণ পানীয় রাখা যায় জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য ইহা বিশেষ দরকারী করাচী বন্দর হইতে পরে একটী চামড়ার মশকও লইয়াছিলাম চামড়ার মশকে জল তাদৃশ শীতল হয় না ; ক্যান্‌ভাস্ ব্যাগে বেশ শীতল হয়।

২০শে জুন—

কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মোবারক আলি আমার সঙ্গী হইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু পরিবারবর্গের ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকায় তাহাকে সঙ্গে লওয়া সমীচীন মনে করিলাম না।

২১শে জুন—

অদ্য অপরাহ্নে তারযোগে চট্টগ্রাম অফিসে চার্জ্জ প্রেরণ করিলাম। ঐ দিবস বেলা ৪টার সময়ে বোম্বাই মেলে যাত্রা করিবার জন্য হজরত কেব্‌লা তারযোগে আদেশ দিয়াছিলেন। আমিও প্রস্তুত হইতেছিলাম, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও আমার টাকা আসিয়া পৌঁছে নাই, সুতরাং বোম্বাই মেলে যাওয়া ঘটিল না কিয়ৎক্ষণ পরে পোষ্ট আফিসে গিয়া শুনিলাম, চট্টগ্রাম হইতে ১৮০০৲ টাকার ইন্‌সিওরেন্স্ আসিয়াছে। উক্ত টাকা লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাপনান্তে খোদাওন্দ করিমকে স্মরণ করিয়া রওয়ানা হইলাম। হাবড়া ষ্টেশনে ৮টা না বাজিতেই আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি আমার সঙ্গী সহ পঞ্জাব মেলে চাপিলাম। গাড়ী ছাড়িল। নিমেষ মধ্যে বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া বহু দূরে

গিয়া পড়িলাম। সংসারের স্মৃতিগুলি আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল জীবন ও মৃত্যুর মিলন স্থানে পৌঁছিলাম কখনও শিশু সন্তানদিগের চিন্তা হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, কখনও বা অন্তিম কালের কথা মনে উঠিয়া সমস্ত স্মৃতি বিদূরিত করিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে সংসার চিন্তা ছুটিয়া গেল সম্মুখে কেবলমাত্র একই দৃশ্য প্রতীয়মান হইল হজরত কেব্‌লা কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন, তাঁহার পাথেয়ের কি বন্দোবস্ত হইল, এই সকল চিন্তা মনে পড়িতে লাগিল বিস্ফারিত লোচনে প্রতি ষ্টেশনে দেখিতে লাগিলাম হজরত কেব্‌লার কোন খবর পাইলাম না। যাহা হউক, তখন অন্তঃকরণ হইতে সংসারের আকর্ষণ দূরীভূত হইয়াছে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা মন হইতে ক্রমে বিদায় লইতেছিল একমাত্র দয়াময়ের অনন্ত দয়ার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম

২২শে জুন—

পঞ্জাব মেল এলাহাবাদ আসিয়া পৌঁছিল গাড়ী হইতে নামিলাম কে দূর হইতে ডাকিয়া বলিল, হজরত আসিয়াছেন, ষ্টেশনে উপস্থিত পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিয়া গেলাম প্রাণ মন এক নব উৎসাহে ভরিয়া গেল দৌড়িয়া আসিয়া হজরতের পদধূলি লইলাম। তাঁহার সঙ্গে আর একটী শিষ্য আসিয়াছিলেন তিনি জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী উভয়ে করাচীর টিকেট করিয়া আমাদের ট্রেনে চাপিলেন

বঙ্গদেশের হাজিগণ সাধারণতঃ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিয়া যাত্রি জাহাজে আরোহণ করেন কিন্তু আমরা বোম্বাইএর পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া করাচী রওয়ানা হইলাম এই সময়ে বোম্বাই বন্দরের হাজি ক্যাম্পে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের ভীষণ প্রকোপ ছিল বলিয়া

হাজিদিগকে বোম্বাই হইতে করাচী বন্দরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইল বোম্বাই হইতে কোন জাহাজ হেজাজ যাত্রা করিল না, সুতরাং আমাদিগকেও করাচী অভিমুখে রওয়ানা হইতে হইল

২৩শে জুন—

অদ্য "বাঁদিকুঁই" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, হেজাজ যাত্রার পূর্ব্বে একবার আজমীর শরিফে গমন করিয়া ভারতবর্ষের দরবেশ-কুলতিলক হজরত খাজা ছাহেবের আস্তানা শরিফ জেয়ারত করিয়া তাঁহারই সুপারিশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত মদিনা শরিফের মহাদরবারে হাজিরি দিব। সময়ের অল্পতা হেতু সে আশা পরিত্যাগ করিয়া সোজাসুজি করাচী পৌঁছিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ধন্য মহাপ্রভুর অসীম মাহাত্ম্য ও করুণা; এনছান (মানব) প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি মঞ্জুর করেন। যে আশা অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্বতঃই ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। গ্রীষ্মের মধ্যে বর্ষা দেখা দিল। সূর্য্যের প্রখর কিরণমধ্যে মেঘের আবির্ভাব হইল। চকিতে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। তাই বাঁদিকুঁই ষ্টেশনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবস্থিতি করিতে হইল। দয়াময়ের অপার কৃপাবলে অবস্থিতিকাল মধ্যে আজমীর শরিফের জনৈক উকিল সৈয়দ মোহাম্মদ নুর ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেখানকার পাক দরবারের এক জন খ্যাতনামা খাদেম। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে উক্ত দরবারে হাজিরি দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারই সহিত রাত্রিকালে রওয়ানা হইয়া অতি প্রত্যুষে আস্তানায় উপস্থিত হইলাম নামাজ সমাপনান্তে পবিত্র সমাধি জেয়ারত করিলাম জনাব উকিল ছাহেব আমাদের জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন

২৪শে জুন—

অদ্য বড়ই শুভ দিন—হজরত খাজা ছাহেবের পীর মোরশেদ হজরত খাজে ওছমান হারুনী ছাহেবের ওরছ শরিফ (১)। নানা স্থান হইতে আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন হিন্দু, মোছলমান, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধের সমাগমে সমস্ত স্থানটী পবিত্রতা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাতঃকালে ৮টা হইতে কাওয়ালীর বন্দোবস্ত ছিল। ঐশীশক্তি শ্রোতাদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। এক অভাবনীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল আমরাও উক্ত কাওয়ালীতে অংশী হইয়া গৌরবান্বিত হইলাম। আজমীর শরিফের পবিত্র রওজা (সমাধি) ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অদ্ভুত বস্তু। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উহার গঠন কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে এমন মনোহর অট্টালিকা ভারতবর্ষে অতি বিরল বাদ্‌শাহ্ আল্‌তামস ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বীয় ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাঁহারই উদারতায় এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাড্‌গণও ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও জয়পুরের মহারাজা ইহার জন্য অতি মূল্যবান স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়াছেন বর্ত্তমান মহারাজার শ্রদ্ধেয় পিতা প্রতি উৎসবে হজরত খাজা ছাহেবের পবিত্র দরগায় হাজিরি দিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন তিনি এই পবিত্র সমাধির প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আট শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্তও সেই পাক রূহের (আত্মার) অতুলনীয় শক্তি বিরাজমানা রহিয়াছে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক সকল সময়ে ইঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। আমরা মদিনার মহা-দরবারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই দরবেশ কুল-চূড়ামণির পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে

(১) বার্ষিক স্মৃতি উৎসব

সমর্থ হইয়া আশান্বিত হইলাম ও অতি প্রফুল্লচিত্তে খোদাওন্দ করিমের অনন্ত করুণার উপর নির্ভর করিয়া মধ্যাহ্নে করাচী অভিমুখে রওয়ানা হই লাম রওজা পার্কের সন্নিকটে একটী অতি সুন্দর মছজিদ্ আছে সম্রাট্ শাহ্জাহান উহা নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় বদান্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন

২৫শে জুন

সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্য দিয়া বাষ্পীয় যান দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। লোকজনের বাসস্থান দৃষ্টিপথে আসিল না স্থানে স্থানে জঙ্গল ও তন্মধ্যে বন্য হরিণ ও ময়ূর প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইল। বঙ্গদেশের লোকের পক্ষে এই মরু ভ্রমণ কষ্টদায়ক হইয়াছিল ইহা যাত্রীদিগের মনে হেজাজ ভ্রমণের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে করাচী ষ্টেশনে রেল গাড়ী পৌছিল আমরা তৎক্ষণাৎ জিনিসপত্র সহ হাজি ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম ঐ ক্যাম্পে বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, পঞ্জাব ও মুলতান হইতে আগত সহস্রাধিক হজ্জ্ যাত্রী অবস্থিতি করিতেছিল সরকার পক্ষ হইতে প্রশস্ত ময়দান মধ্যে পানীয় জলের বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিয়দ্দূরে সরকারী পায়খানারও বন্দোবস্ত ছিল

সান্ধ্য নামাজের পর প্রটেক্টর অব্ পিলগ্রীম্স্ (হাজি ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক) জনাব আবদুল কাদের মোহাম্মদ ওমর খান ছাহেবের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিলাম তিনি এক জন আদর্শ পুরুষ তাঁহার ব্যবহার ও সৌজন্যে অত্যধিক প্রীতি লাভ করিলাম তিনি স্বল্পকাল মধ্যে আমাদের অবস্থান ও আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ও হজরত আবুদছের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার আতিথ্যে আমরা তাঁবু বাসের কঠোরতা বিস্মৃত হইলাম ; পদে পদে দয়াময়ের অনন্ত দয়ার পরিচয় পাইতে লাগিলাম।

২৬শে জুন—

অদ্য হেজাজ ভ্রমণের পাস্‌পোর্ট (ছাড়পত্র) পরীক্ষিত হইয়া আমাদের নিকট ফেরত প্রদত্ত হইল।

২৭শে জুন—

আমাদের এক জন সঙ্গীর টিকা ছিল না। অদ্য তাঁহাকে টিকা দেওয়া হইল।

২৮শে জুন—

অদ্য টিকেট লইবার জন্য মোগল লাইনের শিপিং এজেন্টস্ ভাল্‌কার্ট ব্রাদার্স এর আফিসে পৌঁছিলাম। উপস্থিত হইয়াই শুনিলাম, প্রথম শ্রেণীর টিকেট সমস্তই ইস্যু হইয়া গিয়াছে, অতিরিক্ত টিকেটের বন্দোবস্ত অসম্ভব এই সংবাদ পাইয়া অতীব চিন্তিত হইলাম ও আফিসের হেড্ এসিষ্টান্ট জনৈক শিখ ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হইলাম ধর্ম্ম গুরুদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি হজরত আকৃদছকে আপ্যায়িত করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন ও স্বয়ং আমাদিগকে কোম্পানীর এজেন্টের নিকট উপস্থিত করিয়া সুপারিশ্ করিলেন। এজেন্ট সাহেব আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন ও হেড্ এসিষ্টান্ট সহ আমাদিগকে করাচীর জনৈক খ্যাতনামা সওদাগরের নিকট পাঠাইলেন তিনি আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং আমাদের জন্য তাঁহার প্রিয় বন্ধু মীর গোলাম হোছায়েন ছাহেবের নিকট মটরকারযোগে চলিয়া গেলেন।

উক্ত গোলাম হোছায়েন ছাহেব পরিবারবর্গ সহ হজ্জ্ যাত্রা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই ভালকার্ট ব্রাদার্স হইতে ১০ খানা প্রথম শ্রেণীর টিকেট ক্রয়

করিয়াছিলেন ইঁহারই নিকট হইতে উক্ত সওদাগর ছাহেব বিশেষ অনুনয় করিয়া আমাদের জন্য ২ খানা প্রথম শ্রেণীর টিকেট ফেরত আনিয়া দিলেন। প্রত্যেক টিকেটের মূল্য যাতায়াত জন্য ৪০০৲ চারিশত টাকা লাগিল এতদ্ভিন্ন অপর দুই সঙ্গীর জন্য আড়াই শত টাকার ২ খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করা হইল। যে উপায়ে প্রথম শ্রেণীর টিকেট সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে কৃতজ্ঞতারসে মনঃপ্রাণ আপ্লুত হয় ধন্য দয়াময়ের অনন্ত দয়া!

২৯শে জুন—

অদ্য আমরা করাচীর কালেক্টর মিঃ জে আর, মার্টিন আই, সি, এস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদের নিরাপদ যাত্রা কামনা করিয়া বিদায় দিলেন।

৩০শে জুন—

অদ্য "হুমায়ুন" জাহাজ ডকে আসিয়া পৌঁছিল এই জাহাজেই আমরা রওয়ানা হইব, স্থির করিলাম।

১লা জুলাই—

অদ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মাননীয় এইচ, সার্প, সি, এস, আই; সি, আই, ঈ, মহোদয়ের নিকট হইতে জেদ্দার হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেষ্টিজ্ কন্সাল মহাশয়ের নামে একখানি সুপারিশ-পত্র আসিয়া আমার নিকট পৌঁছিল। হেজাজ ভ্রমণে আমাদিগকে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রতি এই পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ ছিল যে দিন করাচী হাজি ক্যাম্পে পৌঁছিলাম, ঐ দিন হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল, সমুদ্র

যাত্রার পূর্ব্বে জনৈক প্রধান কর্ম্মচারীর সুপারিশনামা লইয়া যাওয়া সঙ্গত। এই বিবেচনায় পূর্ব্ব পরিচিত সার্প সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম তাহারই উত্তরে তিনি উক্ত অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছিলেন ইহাও কৃপাময়ের কৃপার পরিচায়ক

২রা জুলাই—

কবাচী হইতে তিন মাসের উপযোগী চাউল, ডাইল, আটা ও মসলাদি খরিদ করিয়া একটী বস্তার মধ্যে আবদ্ধ করিলাম একটী লোহার চুলা, একটী ষ্টোভ, এহরামের জন্য একখানা ভাল নয়ানসুখ কাপড়, কাগজী লেবু, চাট্নি, ইছবগোল, ইনোজফ্রুট ছল্ট ও তেঁতুল সঙ্গে লইলাম। বমন দমন জন্য কাগজি লেবু বিশেষ উপযোগী, সুতরাং সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাশয়ের জন্য ইছফগোল ও উহার ভূষী তেঁতুলের সরবতের সহিত বিশেষ উপাদেয়, কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ফ্রুট ছল্ট বিশেষ উপকারী। বিস্কুট, জাম, জেলী ও সাবান ক্রয় করিলাম আমাদের সঙ্গিগণ উষ্ট্রপৃষ্ঠে ব্যবহার করিবার জন্য পেসাবদান খরিদ করিল। হেজাজের রাস্তায় উহা বিশেষ উপযোগী মধ্যাহ্ণ-কালে তপ্ত বালুকা বায়ুপ্রবাহে চক্ষে আসিয়া পড়ে উহা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য চক্ষু রক্ষক চশ্‌মা ক্রয় করিলাম। ইহাও একটী অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য

৩রা জুলাই—

আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র অদ্য ডকে আনিয়া "হুমায়ুন" জাহাজে উঠাইয়া দিলাম। ঐ দিবস আমাদিগকে জাহাজে থাকিবার অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই পুলিশের চার্জ্জেই জিনিসপত্র ছাড়িয়া আসিলাম

৪ঠা জুলাই—

অদ্য মেডিকেল অফিসার আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন প্রায় হাজার লোক আরোহী ছিল তন্মধ্যে মাত্র ১৪ জন প্রথম শ্রেণীর আরোহী "হুমায়ূন' জাহাজে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর বন্দোবস্ত ছিল না প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর কেবিনে ২টী করিয়া ছিট্ ছিল আমরা একটী কেবিন অধিকার করিলাম হজরত আকৃদছ এক ছিট গ্রহণ করিলেন ও অপর ছিটে আমি থাকিলাম অপর ২ জন সঙ্গী ছেলুনের নীচে ডেকের উপর ছিল

বারটা বাজিল অমনি ঘণ্টা পড়িল কাপ্তান সাহেব জাহাজ ছাড়িবার আদেশ দিলেন যাত্রিগণ আল্লাহু আকবর রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিল মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যতাপে যাত্রিগণ বিশেষ পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজে পানীয় জল কেবলমাত্র প্রাতে ৮টা ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় প্রদত্ত হয় মধ্যাহ্নে বা অন্য সময়ে জল দিবার নিয়ম নাই তীরবর্ত্তী কয়েকজন ভদ্রলোক মিঃ গোলাম হোছায়েন ছাহেবের বিদায় উপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তিনি পিতা, পিতৃব্য ও স্ত্রী পুত্র, কন্যাসহ আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ৪টী প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করা হইয়াছিল তাঁহাদের জন্য তীরস্থ ভদ্রলোকগণ বৃহৎ কয়েক খণ্ড বরফ জাহাজের উপর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন বরফ দেখিয়া পিপাসায় কাতর শত শত লোক ঐ দিকে ছুটিল ও কাহারও নিষেধ না শুনিয়া যথেচ্ছভাবে বরফখণ্ডগুলি বণ্টন করিয়া লইল চারি দিকে ভয়ানক কোলাহল পড়িল। কিন্তু কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না করাচীর ভীষণ সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত নিঃসহায় হজ্জ্ যাত্রীদিগের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল দুঃখের বিষয়, সমুদ্র তীরে কোন স্বেচ্ছাসেবক বা মোছলেম ভ্রাতা হাজীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য উপস্থিত

ছিলেন না। সেই করুণ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের জন্য দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে সহস্র সহস্র যাত্রী উদ্যত, কিন্তু তাহাদের সাহায্যের জন্য কোন মোছলেম সমিতি কিছুমাত্র যত্ন লওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। যাত্রিগণ এই সময় কিরূপ আগ্রহের সহিত জলপান করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, কাপ্তানের আদেশে নঙ্গর উঠিল। যাত্রিগণ প্রাণ ভরিয়া জল পান না করিতেই জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিল। নিমেষ মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ সহস্র রূহ্ (আত্মা) লইয়া জাহাজ সমুদ্র পথে যাত্রা করিল।

৫ই জুলাই—

সমুদ্রে ভয়ানক তুফান ছিল। যাত্রীগণ হঠাৎ অস্থির ও বিচলিত হইয়া পড়িল। বমন ও শিরোঘূর্ণনবশতঃ অল্পক্ষণ মধ্যে সকলেই অধীর হইয়া উঠিল। সরকারী ডাক্তার, তাঁহার এসিষ্টান্ট ও ধাত্রীগণ যাত্রিগণের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত হইলেন, কিন্তু কোন উপশম ঘটিল না। হুজুর আকদছও সঙ্গিগণ সহ অস্থির হইয়া পড়িলেন। আমাদের আহারাদি বন্ধ রহিল, কেবলমাত্র চায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলাম। জাহাজের উপর কেহ যথেচ্ছ যাতায়াত করিতে পারিত না। জিনিসপত্র পড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। আরোহিগণ শয্যাশায়ী হইল। সকলেরই আহার বিহার বন্ধ রহিল।

৬ই জুলাই—

হুজুরের অবস্থা ক্রমে খারাব হইতে লাগিল। হৃদ্রোগ দেখা দিল। মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মিল। ডাক্তারের ঔষধে কোন ফল হইল না। পাকস্থলী ঔষধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে লাগিল। জ্বর দেখা দিল

অস্থিরতা বাড়িল ইংরেজ নাবিকগণ আসিয়া নানাপ্রকার আশ্বাস দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল না জাহাজ তীর হইতে ২০০ মাইল দূরে গভীর জলে চলিয়া গেল ঢেউ ক্রমে বাড়িতে লাগিল

সমুদ্র যাত্রার আনন্দ কেহই উপভোগ করিতে পারিল না আরোহিগণ আরোহণকালে যে সকল আনন্দের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, হঠাৎ তাহা শূন্যে মিলিয়া গেল অনন্ত সমুদ্রের উপর দয়াময়ের সাহায্য ব্যতীত কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না অনেকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল কেহ বা আত্মঘাতী হইতে চাহিল

৭ই জুলাই—

দয়াময়ের দয়ার অবধি নাই। তাঁহার কৃপায় আমার কোন সমুদ্র রোগ হইল না আমি অবিচলিতচিত্তে হুজুর আক্দছের ও সঙ্গিদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সঙ্গিগণ সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু হুজুরের কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না মিঃ গোলাম হোছায়েন এই সময় অতি যত্ন সহকারে হুজুরের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন খোদার দিক হইতেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে একটী ট্রাভেলিং ডিস্পেন্সারী ছিল। তিনি সর্ব্বদা ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ও পথ্যের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি প্রাতে ও বৈকালে ওট্‌মিল প্রস্তুত করিয়া আনিতেন উহাই হুজুরের একমাত্র খোরাক ছিল মিঃ হোছায়েন করাচীর জনৈক ধনাঢ্য সওদাগর ; তাঁহার ব্যবহার অতি মধুর ছিল

৮ই জুলাই—

দয়াময়ের কৃপায় অদ্য হুজুর আক্দছ কিছু সুস্থ বোধ করিলেন। জ্বর

ছাড়িয়া গেল ; ক্ষুধা দেখা দিল ; ওট্‌মিল চলিতে লাগিল। "অমৃত-ধারা" ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইল। অন্য কয়েক দিবস পরে তিনি ডেকের উপর বসিতে সক্ষম হইলেন জাহাজের চিফ্ অফিসার হুজুরের স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে আসিলেন ইঁহাব ভদ্রতায় আমরা সকলে মুগ্ধ হইলাম।

প্রবল বায়ু সম্মুখীন থাকায় জাহাজের গতি প্রতি ঘণ্টায় ১১ মাইল হইতে অর্দ্ধ মাত্রায় পরিণত হইয়াছিল তরঙ্গের মধ্যে জাহাজ টলটলায়মান ছিল ও মহাসমুদ্রের মধ্যে সামান্য একটী বয়ার ন্যায় বোধ হইতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবে, সকলের মনে এই আতঙ্ক হইতেছিল। দুস্তর সাগর মধ্যে দয়াময়ের দয়া ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না এইজন্যই নাবিকগণকে কখনও নাস্তিক হইতে দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অতল বারিধি বক্ষে জাহাজ কিরূপে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিয়াছিল, তাহা চিন্তাতীত

প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা করুণাময়ের অপার করুণা বুঝিতে পারিতেছিলাম। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তাই ভীতি আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। নিদ্রা বিদায় লইয়াছিল আমোদ প্রমোদ কাহারও মনে আসিত না ; সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধতা। খোদাওন্দ করিমের প্রলয়শক্তির আভায় প্রকৃতির উপর প্রতিভাসিত হইল।

৯ই জুলাই—

অন্য একখানি জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে আসিতেছিল। উহা দৃষ্টিপথে আসিবামাত্রই আরোহিগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। প্রাতঃকালীন সূর্য্য কত কি আশা ভরসা লইয়া উদিত হইল লোকের মন প্রফুল্ল হইল ক্ষণকালের জন্য তাহারা অস্থিরতা ভুলিয়া গেল

১০ই জুলাই—

কয়েক দিন পরে অদ্য আরোহিগণ একটু সবল হইয়া উঠিল পাকাদির বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল শত গুজব চলিতে লাগিল সকোত্রা (এই স্থানটী অতি ভয়াবহ) অতিক্রান্ত হইলে সমুদ্র কিয়ৎ পরিমাণে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল এডেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আরোহী-দিগের মনে উল্লাসের সঞ্চার হইল।

১১ই জুলাই—

অদ্য আমরা কাপ্তান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেদ্দায় মিঃ আলি রেজা সাহেবের নিকট অ-তার বার্ত্তা করিতে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে আরোহীদিগের পক্ষ হইতে জেদ্দা হইতে ইয়াম্বু পর্য্যন্ত জাহাজ যাত্রার বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ ছিল

আরোহীদিগের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, জেদ্দা শরিফ পৌছিয়া বরাবর মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা হজ্জ্ব্রত সমাপন করিবেন কিন্তু আমাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, আমরা প্রথমে জেদ্দা হইতে মদিনা মনোয়ারা রওয়ানা হইব ও রওজা পাক জেয়ারত করিয়া জেদ্দায় প্রত্যাগমন করত মক্কা মোয়াজ্জমা গমন করিয়া হজ্জ্ব্রত সমাপন করিব। সময়ের অল্পতা হেতু কয়েক জন আলেম সর্ব্বপ্রথম হজ্জব্রত সমাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু যাত্রিগণের মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। অবশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, প্রথমে রওজা পাকে উপস্থিত হইয়া পরে হজ্জ্ব্রতে শরিক হইব আমাদের ভয় হইয়াছিল যে, অত্যধিক পরিশ্রমে হয়ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে ও হজ্জের পর মদিনার দীর্ঘপথ অতিবাহনের সুযোগ ঘটিবে না এবং যদি ঐ পাক জায়গার জেয়ারত হইতে বঞ্চিত হই, তবে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থাকিবে।

যাহা হউক, সমস্ত আরোহীকে আমরা স্বীয়মতে প্রবর্ত্তিত করিতে কৃতকার্য্য হইলাম সকলেই একবাক্যে প্রথমে মদিনা শরিফ যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, জেদ্দা হইতে ইয়াম্বু পর্য্যন্ত আমরা অন্য জাহাজে যাত্রা করিব এবং ইয়াম্বু হইতে মদিনা পর্য্যন্ত বেলযোগে পৌছিব এখানে বলা আবশ্যক, "হুমায়ুন" জাহাজ জেদ্দা হইতে ইয়াম্বু পর্য্যন্ত যাইতে রাজি হয় নাই বলিয়াই আমাদিগকে উক্ত অ তার টেলিগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় ২০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল অদ্য সমুদ্র বক্ষোপরি ছোট ছোট পক্ষীকে মৎস্যের অনুসন্ধানে উড়িতে দেখিলাম যাত্রীদিগের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল আমরা ক্রমে মনুষ্যালয়েব নিকটবর্ত্তী হইতেছি মনে হইতে লাগিল সামুদ্রিক অস্থিরতা আস্তে আস্তে প্রস্থান কবিল

১২ই জুলাই—

জাহাজের চীফ অফিসার মিঃ বি সিন্‌ক্লেয়ার আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, তিনি অতি অমায়িক ব্যক্তি। তিনি যাত্রীদিগকে স্বীয় সন্তানেব ন্যায় দেখিতেন এবং প্রত্যেকের সুবিধা ও অসুবিধা যত্নের সহিত বিবেচনা করিতেন তিনি যীশুখৃষ্টের ন্যায় আপনাকে মেষপালক ও যাত্রীদিগকে মেষপাল মনে করিতেন তিনি নন্‌-সেক্টে-রিয়ান শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, আল্লাতালার একত্বে বিশ্বাস করিতেন ও সর্ব্ব ধর্ম্মকে সম্মান কবিতেন। তিনি পরলোকেও বিশ্বাস করিতেন ও সৎকর্ম্মের ফলের উপর মুক্তি নির্ভর করে তাহাও স্বীকাব কবিতেন তিনি যীশুখৃষ্টকে আদর্শ পুরুষ মনে করিতেন ও যীশুখৃষ্টের ন্যায় নিঃস্ব দরিদ্রকে সাহায্য করিতে ও তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। গির্জ্জায় নিয়মিত উপস্থিতিকে তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন না এবং

বিলাসিতা ও অহঙ্কারকে অধর্ম্ম আখ্যা দিতেন তিনি বলেন, "যিনি যতই সৎকার্য্য করিবেন. তিনি ততই সৃষ্টিকর্ত্তার নৈকট্য লাভ করিবেন শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা আত্মার মঙ্গল জন্য হইতে পারে না " তাঁহার মতের সহিত ছুফিদিগের মতের সামঞ্জস্য দেখা যায় তিনি নরকে বিশ্বাস করিতেন না এবং বলিতেন যে, যিনি দয়াময়, কেবল কৃপার আধার, তিনি কখনও এন্‌ছানের জন্য নরক যন্ত্রণার আদেশ দিতে পারেন না; দয়াময় কখনও নির্দ্দয় হইতে পারেন না। ছুফিগণও তাঁহাকে এইরূপ দয়াময় বলিয়া জানেন, কিন্তু তৎসহ তাঁহাকে সদ্বিচারক বলিয়াও জানেন যে সমস্ত দুর্বৃ্ত্ত লোক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা পৃথিবীতে কালিমা অর্জ্জন করে, তাহাদের রূহ্ পরলোকে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তাই করুণাময় তাঁহার অনন্ত করুণাবলে উহাদের দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সুপ্রবৃত্তিতে পরিণত করিবার জন্য তাহাদের প্রতি কিয়ৎকাল শাস্তির বিধান করিবেন সেই শাস্তি প্রকৃতপক্ষে শাস্তি নহে,—শান্তির দ্বারস্বরূপ। যে পর্য্যন্ত পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হয়, যে পর্য্যন্ত কালিমা সম্পূর্ণ বিদূরিত না হয়, যে পর্য্যন্ত আত্মা দিব্য রশ্মি গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয়, কেবল সেই পর্য্যন্তই উহার জন্য শিক্ষা বা শাস্তির বন্দোবস্ত থাকে তৎপর উহাদিগকে জান্নাতে (বেহেস্তে) সুখের অধিকারী করা হয় ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত কৃপা, সদ্বিবেচনা ও সদ্বিচারের পরিচায়ক। যে দয়াল সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্যের বিচার না করেন, সর্ব্ব অবস্থায় কেবল দয়াই প্রকাশ করেন, সে দয়াল কাহারও নিকট প্রশংসনীয় নহেন। সৎপথে চালনা করিয়া অসৎপথ হইতে বিরত রাখিয়া যিনি কৃপা দান করেন, তিনিই প্রকৃত কৃপাময় অদ্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এডেন হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী লাইট্ পোষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল এখানে বলা আবশ্যক যে, সামুদ্রিক সময় করাচীর সময় হইতে ২½ ঘণ্টা অধিক স্লো বা কম। করাচীতে ৮টা ২০ মিনিটে মগরেব হয়।

বাতি দেখিয়া যাত্রিগণ হর্ষোৎফুল্ল হইল এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে বন্দরে পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হাওয়া ক্রমে উষ্ণ বোধ হইল এবং আরবীয় মরুভূমির স্মৃতি মনে জাগিতে লাগিল। জাহাজে এক জন বাট্‌লার থাকে প্রথম শ্রেণীর আরোহীরা ইচ্ছা করিলে উহার নিকট আহার্য্যের অর্ডার দিতে পারেন। 'হুমায়ূনে'র বাট্‌লার ছিলেন এক জন গোয়ানিজ তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নাবিকদিগের খানা যোগাইতেন। আমরা উঁহাদের সহিত খানায় যোগদান করিতাম না। বাট্‌লার হইতে কেবলমাত্র কাফি ও সময় সময় পুডিং লইতাম চা ও সোডাওয়াটার উহাঁরই নিকট হইতে আসিত কেবিনে ফিল্টার ছিল। তাহা হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইত। প্রতি কেবিনে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ স্বাদু জল সরবরাহ করা হইত। সুতরাং কষ্টের কোন কারণ ছিল না। ডেকের উপর রান্নার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আমরা স্বহস্তে রান্না করিতাম প্রত্যেককে নিজ নিজ চুলার বন্দোবস্ত করিতে হইত সরকার হইতে কাহাকেও চুলা দেওয়া হইত না। তৃতীয় শ্রেণীর হাজিদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ সমুদ্র জলই ব্যবহার করিতে হইত। পায়খানার বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে ছিটগুলি অতি ছোট, পর্দ্দা নাই বলিলেও চলে প্রস্রাব করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, স্নানের জন্য প্লাটফরম বা পর্দ্দা নাই ডেকের উপর অগণিত লোক কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিট্‌ নাই "জোর যার মুল্লুক তার" সকলেই এই নীতি অবলম্বন করেন

১৩ই জুলাই—

রাত্রিকালে আমরা এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলাম হেল্‌থ্‌ অফিসার ও পোর্ট অফিসার প্রাতে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন এবং নামমাত্র

পরিদর্শনান্তে তীরে চলিয়া গেলেন। তীর হইতে সহর দুই মাইল দূরে অবস্থিত আমরা জাহাজে বসিয়া ছোট ছোট নৌকা হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম মাঝিগুলি অপভ্রষ্ট আরবী ও কিছু কিছু হিন্দুস্থানী ভাষা বলিতে পারে। সামুদ্রিক মাছ, আলু, বেগুণ প্রভৃতি তরকারী, বিলাতী পানী, জাম, জেলি, চুরুট, সাবান ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য উহাদের নিকট পাওয়া যায়, তবে মূল্য অত্যধিক। বেলা ১১টার সময় জাহাজ এডেন বন্দর পরিত্যাগ করিল রাত্রিকালে একটী মেল জাহাজ দৃষ্টি গোচর হইল জাহাজখানি বৈদ্যুতিক দীপমালায় সুশোভিত ছিল আমাদের জাহাজ যতই কামরাণ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই লাইট্ পোষ্ট্ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল নদী সঙ্কীর্ণ, উভয় পার্শ্বে পাহাড় লক্ষিত হইল তাপ ক্রমে অত্যধিক বোধ হইতে লাগিল। আমরা এডেন হইতে বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিলাম। ভারতীয় পোষ্টকার্ড ও লেফাফা এডেন পর্য্যন্ত প্রচলিত এডেন হইতে জেদ্দা নগরে তার প্রেরিত হইল। জাহাজের উপর কোন চিঠির বাক্স না থাকায় যাত্রীদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রতি জাহাজে কেরাণীর চার্জ্জে একটী বাক্স থাকা উচিত এবং বোম্বাই বা করাচী, এডেন, কামরাণ ও জেদ্দা বন্দরে বাক্সটী খুলিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

১৪ই জুলাই—

অদ্য আমরা অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় কামরাণ উপস্থিত হইলাম দুই দিনের খোরাক লইয়া উপকূলে যাইতে যাত্রীদিগকে আদেশ দেওয়া হইল। একখানি লঞ্চ্ ও দুইখানি নৌকা আসিয়া হাজিদিগকে দলে দলে লইয়া তীরে উপস্থিত হইল। ঐ সময় "ভাবরা" বন্ধ ছিল; সুতরাং কোন যাত্রীকে ক্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল না জনৈক

অফিসার আমাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক "ডাবরা" হইতে মুক্তি দিলেন। আমরা ক্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও রাত্রিকালে তথায় অবস্থান করিলাম

১৫ই জুলাই—

মেডিক্যাল অফিসার প্রাতে ১১টার সময় উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত যাত্রীদিগকে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ দেশ হইতে কত যাত্রী আসিয়াছে, তাহা নোট করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইল আমরাও আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ১টার সময় জাহাজে উঠিলাম কামরাণে গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ যাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল "ডাবরার" বিশেষ কোন অর্থ নাই যাত্রিগণের পরিচ্ছদ কেবলমাত্র একটু জলসিক্ত করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয় চরের উপর খাদ্য দ্রব্যাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না তখন যাত্রীদিগের কষ্টের একশেষ হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অদ্য জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী রক্ত আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করেন উহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর ছিল এবং যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া এক দিন বরফে, রাখা হইল ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা হইল তৎপর কাপ্তেন সাহেবের নায়কত্বে অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কফিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তীরে লইয়া গিয়া প্রোথিত করিল ঐ সময় পোর্ট অফিসারকে পাদ্রীর কাজ করিতে হইয়াছিল আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃদ্ধ ও অনাহারী যাত্রিগণ সুস্থ শরীরে কাল অতিবাহিত করিল, কিন্তু খৃষ্টান যুবক পথ্যাদির মধ্যে থাকিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাই কথায় বলে, মালেকুল মওতের' নিকট লোক বা জাতি বিচার নাই খোদাতালা ফরিমেন

অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য তিনি যাহাকে যখন ইচ্ছা উঠাইয়া লইতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা জীবন দান করিতে পারেন জাহাজ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় জেদ্দা অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৬ই জুলাই

জাহাজ অতি ধীর গতিতে পাহাড় ও চরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। যাত্রিগণ উদ্বিগ্নভাবে জেদ্দ বন্দরের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কারণ জাহাজে নানাবিধ অসুবিধায় যাত্রীদিগকে স্থলের জন্য উদ্গ্রীব করিয়া তুলিয়াছিল যাত্রি-জাহাজে নানাবিধ অসুবিধা আছে সেগুলি দূর করা একান্ত আবশ্যক এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটী অসুবিধার কথা উল্লিখিত হইল :—

১। যাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য চুলার বন্দোবস্ত নাই।

২। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য মাত্র একটি পায়খানা আছে প্রস্রাবের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই

৩ স্নানের জন্য স্বতন্ত্র স্থান বা পর্দ্দা নাই।

৪। সমুদ্র হইতে পানি উঠাইবার সহজ বন্দোবস্ত নাই।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য স্বতন্ত্র বাবুর্চ্চিখানা নাই। মোছলমান বাবুর্চ্চিরও বন্দোবস্ত নাই।

৬ রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষার জন্য মাত্র একটি চাকর ও একটি ধাত্রী নিযুক্ত।

৭। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে পানের ও ওজুর পানি সরবরাহ করিবার জন্য মেহ্তর ব্যতীত স্বতন্ত্র মোছলমান চাকর নাই।

৮। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের ব্যবহার জন্য কুর্ছি বা অন্য কোন আসবাবের বন্দোবস্ত নাই

182 He 924.7.

১৭ই জুলাই—

অদ্য অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় আমরা জেদ্দা বন্দরে পৌঁছিলাম। যাত্রিগণ উদ্বিগ্নভাবে জেদ্দা বন্দরে অবতরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যাত্রীদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই কিম্বা কোন সংক্রামক রোগের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। তাই ডাক্তার সাহেব আসিয়া যাত্রীদিগকে দ্বিতীয় কোয়ারেন্টিন হইতে মুক্তি দিলেন আমরা জিনিসপত্র লইয়া তীরে উঠিলাম প্রত্যেক যাত্রীকে মাত্র দশ আনা হিসাবে নৌকা ভাড়া দিতে হইয়াছিল তীরে উঠিব মাত্র জিনিসপত্র কাষ্টম আফিসে চলিয়া গেল। সামান্য পরীক্ষা হইল আমরা জিনিসপত্র লইয়া জেদ্দা নগরে যাওয়ার অনুমতি পাইলাম কাষ্টম আফিসে কোন প্রকার শুল্ক দিতে হইল না সুখের বিষয়, আমাদের উপর কোন নির্য্যাতন ঘটে নাই আমাদের নিকট হইতে পাসপোর্টগুলি স্থানীয় অফিসার লইয়া গেলেন। মক্কা শরিফের মোতাবেরফ (১) ছৈয়দ হোছেন ছাহেব আমাদের তত্ত্বাবধান লইবার জন্য, জনৈক উকীল পাঠাইয়াছিলেন তিনি আমাদিগকে জেদ্দা নগর মধ্যে একটী ত্রিতল বাটীর প্রকাণ্ড কামরায় স্থান দিলেন

১৮ই জুলাই—

অদ্য প্রাতে আমরা জেদ্দার অধস্তন বৃটিশ কনছাল্ হেকিম ছৈয়দ হোছেন দারুল এতেমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার সদ্ব্যবহারে জেদ্দার ব্রিটিশ এজেন্ট্ আফিসে উপস্থিত হইলাম ইনি সৈনিক বিভাগের মেজর পদধারী জনৈক উচ্চতম কর্ম্মচারী আমি মাননীয় এইচ, সার্প্ মহোদয়ের সুপারেশনামা সহ আমার কার্ড পাঠাইলাম তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান আসিল আমি হুজুর আক্‌দছের সহিত

(১) কাবাশরিফ প্রদক্ষিণ-প্রণালী-প্রদর্শক

এজেণ্ট্ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলাম আমাদের সহিত করাচীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মোহাম্মদ গোলাম হোছায়েন ও সিন্ধুদেশের জনৈক মৌলবী এবং মুলতানের এক জন সওদাগর উপস্থিত ছিলেন শেষোক্ত দুই ব্যক্তি আফিসে থাকিলেন। আমরা তিন জন এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এজেণ্ট্ সাহেব আমাদের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিলেন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন

ঐ দিবস ঘটনাক্রমে মক্কা হইতে বৃটিশ প্রতিনিধি কাপ্তেন নাছিরউদ্দিন আহ্মদ্ ছাহেব জেদ্দায় বৃটিশ কনছালের কোন কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া ছিলেন। এজেণ্ট্ সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া আমাদিগকে হেজাজের বাদশাহ শরিফ হোছেন ছাহেবের নিকট লইয়া গিয়া কাফেলার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন. সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় শরিফ ছাহেব মক্কা হইতে আসিয়া কয়েক দিনের জন্য জেদ্দায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনুমতিক্রমে আমরা প্রথমে শরিফ ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমির আবদুল্লা ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম কথাবার্ত্তায়, আচারব্যবহারে ইঁহাকে সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। ইঁহার বয়স অনুমান ৩০ বৎসর পরিচ্ছদের মধ্যে বিশেষ আড়ম্বর ছিল না; তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তিনি আরবী ভাষায় কথোপকথন করিলেন ও কাপ্তেন নাছিরউদ্দিন আহ্মদ্ ছাহেব উর্দ্দু ভাষায় তাহা ভাষান্তরিত করিতে লাগিলেন আমাদের কথাবার্ত্তাও আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। আমির-পুত্র বলিলেন, "হিন্দুস্থান হইতে আমাদের খোরাক আসে আমরা চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি জিনিসের জন্য হিন্দুস্থানের উপর নির্ভর করি আমাদের দ্বারা যেরূপ সাহায্য সম্ভব, অতি সন্তোষের সহিত করিব।" তৎপর আমরা শরিফ ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার বয়স অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর; চক্ষুর্দ্বয় তেজঃপূর্ণ ও বুদ্ধিমত্তার পরি-

চায়ক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াই হস্তচুম্বন পূর্ব্বক আচ্ছালাম আলায়কুম জ্ঞাপন করিলাম তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অতিথদের সহিত আমাদিগকে দগের গদির উপর বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তিনি বলিলেন, "আপনারা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সুপারেশ-নামা আনিয়াছেন সেই জন্যই যে আমি আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি, কেবল তাহা নহে, রওজা পাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য যদি এক জন সাধারণ লোকও আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে আমি তাহাকেও সাহায্য প্রদান করিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি যিনি মোছলেমের গৌরব-রবি, যিনি খোদাওন্দ করিমের অতি প্রিয় হবিব, তাঁহার রওজা শরিফে আপনাদিগকে নিরাপদে পৌঁছাইতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব যদি না করি, তবে আমি কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইব আমি খোদাওন্দ করিমের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি আমার কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে আদায় করিতে সক্ষম হই" ইহা বলিতে বলিতেই ইয়াম্বু হইতে তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম আসিল যে, আমাদের জন্য ইয়াম্বুতে কাফেলা প্রতীক্ষা করিতেছে শরিফ ছাহেব কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি বহু দিবসাবধি তুর্কি দরবারের এক জন সদস্য ছিলাম তুর্কিদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে শরিয়তের আদেশ পালনে অনেক সময় উঁহাদের উদাসীনতা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, হেজাজের তত্ত্বাবধান অ-মোছলেমের হাতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী কিন্তু উহা বিশেষ দুঃখপ্রদ হইবে যদিও আমি দীনাতিদীন, তথাপি মোছলেম নামধারী পবিত্র স্থান মোছলেমের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া অ মোছ্-লেমের হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি অগ্রসর হইয়াছিলাম" ইহা দ্বারা শরিফ ছাহেবের কূটনীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক।

আমরা অতি আনন্দের সহিত শরিফ ছাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম ও জেদ্দা হইতে মদিনা শরিফ যাইবার সহজ পথ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনারা জাহাজ হইতে আমার নিকট তার দিয়াছিলেন যে, আপনারা এখান হইতে ইয়াম্বু পর্য্যন্ত জাহাজে যাইবেন এবং তথা হইতে মদিনাতক কাফেলার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি তদনুসারে সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছি, তবে যদি ইয়াম্বু না গিয়া এখান হইতে সোলতানী রাস্তা দিয়া যাইতে চাহেন, তবে তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।" তদুত্তরে আমরা বলিলাম, "আপনার প্রতিই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করি আপনি যে রাস্তা নিরাপদ মনে করেন, আমরা সেই রাস্তাই অবলম্বন করিব।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ইয়াম্বু হইতে মদিনা শরিফ মাত্র ৭ দিনের রাস্তা এবং জেদ্দা হইতে মদিনা শরিফ ১৩ ১৪ দিনের পথ। ইয়াম্বু হইতে অল্প পরিশ্রমে মদিনা শরিফ পৌঁছান যায় তবে আজকাল রেলওয়ের কোন স্থিরতা নাই। প্রতিদিন গাড়ী যাতায়াত করে না। কখনও ২ ৪ দিন, কখনও বা ২ ১ সপ্তাহ লাইন বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর হইতে লাইনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফ পোষ্ট অনেক স্থানে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে 'লাইন ক্লিয়ার' অনেক সময় পাওয়া যায় না। আপনাদের সম্মুখে সময় অতি অল্প। যদি ঘটনাক্রমে অধিক দিবসের জন্য রেল বন্ধ থাকে, তবে মদিনা শরিফ হইতে ফেরত আসিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে মক্কা শরিফে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আর যদি সোলতানী রাস্তা দিয়া যান, তবে ১৪ দিন মধ্যে নিশ্চয়ই মদিনা শরিফে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং রওজা শরিফ জেয়ারত করিয়া হজ্জের ২।৩ দিন পূর্ব্বে নিশ্চয়ই মক্কা শরিফে উপস্থিত হইতে পারিবেন।" শরিফ ছাহেবের উপদেশানুসারে আমরা সোলতানী রাস্তাই অবলম্বন করা স্থির

করিলাম। তৎক্ষণাৎ শরিফ ছাহেব "শেখুল জাম্মাল" (১) দিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও আমাদিগের জন্য চায়ের আদেশ দিলেন চা পানান্তে আমরা নামাজের জন্য ফিরিয়া যাইতে অনুমতি চাহিলাম তিনি তদুত্তরে তাঁহারই সহিত নামাজ পড়িবার অনুরোধ করিলেন হস্তে তালি দিবা-মাত্রই এক জন খাদেম সুপরিচ্ছন্নবেশে উপস্থিত হইল অজু অন্তে আমরা গালিচার উপর দণ্ডায়মান হইলাম ইমাম ছাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন আমরা পেছনের কাতারে ছিলাম শরিফ ছাহেব আমাদিগকে সম্মুখের কাতারে লইয়া খাড়া হইলেন কেবলমাত্র তাঁহার নিজের জন্য একটী স্বতন্ত্র জায় নামাজ ছিল বলিতে কি, তাঁহার ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম নামাজ অন্তে সংবাদ আসিল, তিন জন 'শেখুল জাম্মাল' অনুমতির জন্য বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান অনুমতি পাওয়া মাত্রই তাহারা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ও হস্তচুম্বন করিয়া শরিফ ছাহেবের সম্মুখে খাড়া রহিল শরিফ ছাহেব বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে তাহারা চৌকির উপর আসন গ্রহণ করিল তিনি উহাদিগকে আমাদের সম্মুখে এইরূপ আদেশ দিলেন, "দেখ, ইঁহারা অতি সম্মানিত লোক ইঁহাদিগকে লইয়া এখনই কাফেলা রওয়ানা করিতে হইবে এবং নিরাপদে মদিনা শরিফে পৌঁছাইয়া হজ্জের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত করিতে হইবে যদি পথিমধ্যে ইঁহাদের উপর কোন অত্যাচার বা নির্য্যাতন ঘটে, তবে জানিবে যে, উহা আমারই উপর বর্ত্তিবে যদি সময় মত হজ্জের পূর্ব্বে পৌঁছাইতে না পার, তবে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব ও তাহার প্রতিশোধ লইব।" শেখুল জাম্মালগণ একবাক্যে বলিল, "আমরা জীবন দিয়া ইঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিব আমাদের দেহে প্রাণ থাকিতে ইঁহাদের উপর কোন অত্যাচার হইতে দিব না।"

(১) উষ্ট্র চালকগণের নেতা

আমরা শরিফ ছাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "গত কল্যই দুই শত উট লইয়া শেখুল জাম্মালগণ মদিনা শরিফ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এযাবৎ এখানে এক কাফেলার উপযোগী উট ছিল না। বহু যাত্রী উষ্ট্রাভাবে পদব্রজে মক্কা শরিফাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে এখনও অনেকে জেদ্দায় অবস্থান করিতেছে এই সমস্ত উট না আসিলে আমি কাফেলা রওয়ানা করিতে সক্ষম হইতাম না যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে এক জন শেখ অতি নিপুণ আমার ও আমার পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার কৃতিত্বের সহিত উষ্ট্রচালন করিয়াছে তাঁহাকে আমরা বিশেষভাবে বিশ্বাস করি। আপনারাও তাহার সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। খোদার মর্জ্জি, আপনাদের উপর কোন উপদ্রব হইবে না ও সময় মত হজ্জ সমাপন করিবার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম কি বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রতি পদবিক্ষেপে দয়াময়ের অনন্ত অনুগ্রহ আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে; আমাদের সুবিধার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতেই সুবন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে অতঃপর শরিফ ছাহেবের নিকট বিদায়ের অনুমতি চাহিলাম। তিনি কফির জন্য আদেশ দিলেন। অবিলম্বে ফিনজান (১) আসিয়া উপস্থিত হইল পানান্তে শরিফ ছাহেব চুরুট দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন তাঁহার ভদ্রতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আচ্ছালাম আলায়কুম জ্ঞাপন করত বিদায় হইলাম

১৯শে জুলাই—

আমরা অদ্য প্রাতঃকালে সহরের বহির্ভাগে হজরত উম্মে হাওয়ার

(১) কফি পানোপযোগী ছোট পেয়ালা।

পবিত্র সমাধি জেয়ারত করিলাম কবরটী অতি দীর্ঘ এবং তাহার চারি গাত্রে কয়েকটী দরজা আছে কথিত আছে, প্রাচীন কালের লোক অতি দীর্ঘকায় ছিল। তাই কবরটী এত দীর্ঘ

'জেদ্দা' শব্দের অর্থ মাতামহী কথিত আছে, হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার (আঃ) মধ্যে প্রথমতঃ বিচ্ছেদ ঘটে হজরত আদমকে (আঃ) সিংহল দ্বীপে ও হজরত হাওয়াকে (আঃ) অনেক কাল জেদ্দায় অবস্থিত করিতে হইয়াছিল, অনন্তর আরফাতের নিকটবর্ত্তী আরফা উপত্যকায় উভয়ের পুনর্ম্মিলন হয়। হজরত আদম (আঃ) জগতের পিতামহ ও হজরত হাওয়া (আঃ) মাতামহী বলিয়া আখ্যাত এই জন্যই জেদ্দার এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে সিংহল দ্বীপের আদম গিরি (আদামস্ পিক্) মোছলমানদিগের একটী পুণ্যস্থান

২০শে জুলাই—

এখানে পানীয় জলের বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে। বর্ষাকালে কূপে বা তালাবে যে জল জমিয়া থাকে, হজ্জের সময় উহাই বিক্রীত হয় এক মশক জলের মূল্য দুই আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় বহু লোকের সমাগম হেতু জল পঙ্কিল হইয়া উঠে যদিও উহাতে স্নানের অনুমতি নাই, তবু উহার সংরক্ষণের জন্যও বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত নাই আক্ষেপের বিষয়, যে স্থানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম, যে স্থানে গ্রীষ্মতাপ অত্যধিক, যে স্থানে দ্বিতীয় পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই, সে স্থানে স্থানীয় সরকার পক্ষ হইতে নিরীহ হাজীদিগের প্রাণরক্ষার্থ কোন বন্দোবস্ত করা হয় না। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরেও জলের কলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জেদ্দার মত এরূপ বিরাট স্থলেও সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই সমস্ত জগতে অগণিত মোছলেমের বাস, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত কোন ধনী

বা বাদশাহ এই অসংখ্য ধর্ম্মপরায়ণ নিরীহ লোকদিগের প্রাণরক্ষার্থ বদান্যতা প্রকাশে কখনও অগ্রসর হন নাই যে সমস্ত লোক স্বদেশ প্রেমের দোহাই দেন,—মোছলমানের জন্য মৌখিক আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কি কখনও চিন্তা করিবার অবসর পান যে, প্রতি বৎসর শত সহস্র লোক ধর্ম্মের জন্য কত কঠোরতার মধ্য দিয় হজ্জ্ব্রত সম্পাদন করেন ? তাঁহারা কি মনে করেন না যে, ইহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করিলে পরম করুণাময় তাঁহাদিগকে দিব্য সুখে পুরস্কৃত করিবেন ?

ইংরেজ সরকার বাহাদুরের চিন্তা করা উচিত যে, তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ নিঃসহায় প্রজা ভারতের বাহিরে প্রতি বৎসর ধর্ম্মের জন্য কত দুঃসহ নির্য্যাতন সহ্য করে, সামান্য মেলা বা তামাস গাহের স্বার্থ রক্ষার্থ কত শত টাকা তাঁহাদের হস্তে ব্যয়িত হয়, আর এই মহাব্রতের জন্য কি কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের বিধেয় নহে ? আফ্ছোছ ! আরব দেশে শিক্ষার অভাব,—তাই নিঃসহায় ব্যক্তিগণের প্রপীড়ন সংবাদপত্রে স্থান পায় না, কাউন্সিল পার্লিয়ামেণ্ট্ এই সমস্ত দুর্ঘটনার পরিচয় পান না। জানি না, কত কালে মোছলেম্ প্রাণ ইছ্লামের জন্য কাঁদিতে শিখিবে। জানি না, কত কাল পরে মোছলেম সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিখিবে, জানি না, কত কাল পরে আমরা মোছলেম নামের উপযুক্ত হইব !

২১শে জুলাই—

জেদ্দা হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র ব্যতীত সমস্তই বাক্সে বন্ধ করিয়া মোয়াল্লেমের জিম্মায় রাখিয়া গেলাম। স্বতন্ত্র উষ্ট্র-পৃষ্ঠে এক মাসের উপযোগী চাউল, ডাইল, ঘৃত ও চা লইলাম এবং স্বীয় উষ্ট্র পৃষ্ঠে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি রাখিলাম :—গরম চা রাখিবার বোতল ১টী, বিস্কুট এক বাক্স, জেলী এক টীন, চামড়ার মশক ১টা, ছোরাহি ৪টা,

পানির জন্য ক্যানভাস্ ব্যাগ ১টা, ছোট তোষক ১টা, ছোট তাকিয়া ১টা, আচকান ১টা, পায়জামা ২টা, লুঙ্গী ও তহমদ ৪টা, গঞ্জি ২টা, টুপি ১টা, জুতা এক যোড়া, কাপড়ের জায় নামাজ ১টা, তছবিহ্, কোরান শরিফ, দালায়েল খায়রাত, মজমুয়া দরুদ শরিফ, হজরতের ছাওয়ানেহ্ ওমরি, অল্প কিছু সুপারী, লবঙ্গ, এলাচি ও দারুচিনি, গ্লাস ২টা, ছুরি ১ খানা, স্থঁচ স্থতা, গোলাপ ১ বোতল, স্নিগ্ধ তৈল এক শিশি, তৈয়ম্মমের জন্য কিছু পাক মাটী, তাওলিয়া ২ খানা, রুমাল ২ খানা, ঝাড়ন ২টী, এলুমিনিয়মের ডেক্চি ৩টী, বর্ত্তন ৪ খানা, পেয়ালা ৪টী, মোমবাতী ২টা, ষ্টোভ ১টা, কিছু ফিটকারী, বদনা ১টা, হরিদ্রা, গোলমরিচ, লঙ্কা ও ধনিয়ার ছুফুফ (চূর্ণ) দেশীয় সাবান ১ টুক্‌রা, দন্তমঞ্জন, আয়না, চিরণী ও আতর, মেছওয়াক ২ খান', বর্ম্মী চটী ১ যোড়া

পথিমধ্যে তরমুজ, খোরমা ও খেজুর যথেষ্ট পাওয়া যায় পিপাসার জন্য তরমুজ বিশেষ উপকারী, কিন্তু খেজুর অপর্য্যাপ্ত খাওয়া নিষেধ উহাতে আমাশয় রোগ জন্মে। জেদ্দার নিকটবর্ত্তী মঞ্জেল সমূহে পানীয় জল কর্দ্দমাক্ত উহা পরিষ্কারের জন্য ফিটকিরী বিশেষ উপযোগী পায়খানার জন্য আমরা একটী বড় ক্যানভাস্ পরদা ও ৪টী লোহার শিক্ সঙ্গে লইয়াছিলাম রৌপ্য মুদ্রা অত্যধিক ভারী ১০৲ টাকা মূল্যের নোট ও চাঁদীর রেজকী রাখাই শ্রেয়ঃ তামার পয়সা বা নিকেলের রেজকী আরব স্থানে প্রচলিত নহে নোট সর্ব্বত্র আদরণীয় গিনি হারাইবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং না লওয়াই ভাল জেদ্দা নগরে স্থগ্‌দুফের (১) উপযোগী ছোট ছোট তোষক ও তাকিয়া যথেষ্ট পাওয়া যায় ; এখান হইতে লওয়াই ভাল সঙ্গে পাতলা কম্বল বা শীতলপাটী থাকিলে সুবিধা হয়। এহ্‌রামের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই বা করাচী হইতে বড় বহরের নয়ানসুক

(১) উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিবার আসন বিশেষ

ও বার্ম্মিজ চটী লইয়া যাওয়া আবশ্যক সঙ্গে কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখাও উচিত। পথিমধ্যে রজকের বন্দোবস্ত নাই; দেশীয় সাবানের বিশেষ আবশ্যক। কোন কোন মঞ্জিলে মোটা চাউল, ডাইল লবণ, চিনি ও চা পাওয়া যায়, তবে মূল্য অত্যধিক মক্কা, জেদ্দা ও মদিনা সহরে ঘৃত পাওয়া যায় কিন্তু মহার্ঘ।

কোন স্থানেই হোটেলের সুবন্দোবস্ত নাই, সুতরাং আহারাদির জিনিসপত্র সঙ্গে রাখা আবশ্যক. মদিনার পথে স্থানে স্থানে দুম্বা ও ছাগলের মাংস ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী মঞ্জেলে কখন কখন স্বাদু মৎস্য পাওয়া যায়। ছাগলের মাংস সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য নহে উহাতে আমাশয় রোগের আশঙ্কা আছে। শাক, সব্জি মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। সঙ্গের জিনিসপত্র স্বতন্ত্র উষ্ট্রপৃষ্ঠে লইতে পারিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। সুগ্ দুফে ভারী দ্রব্য রাখা যায় না। রাখিলেও জামালগণ বিশেষ আপত্তি করে তবে পানীয় জল, সাধারণ নাস্তা ও তেলওয়াতের জন্য কোরান শরিফ প্রভৃতি রাখা একান্ত আবশ্যক

২২শে জুলাই—

•শেষ বেলা একটার সময় ১৮০টি উট লইয়া কাফেলা রওয়ানা হইল প্রত্যেক উটের উপর সুগ্ দুফ বা শির্বারি ছিল। প্রত্যেক সুগ্ দুফে বা শির্বারিতে দুই দুই জন যাত্রী যাইতে পারে। সুগ্ দুফগুলি অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। তাহাতে শয়নের বন্দোবস্ত আছে ও উহার উপরে আবরণ আছে শির্বারিতে ছাতার আড়ালে বসিয়া থাকিতে হয়, শয়নের বন্দোবস্ত নাই উটের উপর একখানি খাটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় মাত্র, তাহাতেই আরোহিগণ বসিয়া থাকে। খাটিয়ার নীচে যথেষ্ট রসদ রাখা যায়। সুগ্ দুফে রসদ লওয়া যায় না; কেবলমাত্র সোরাহি, চা, বিস্কিট ও সামান্য নাস্তা

যাওয়া যায়। ধনী লোক সাধারণতঃ সুগ্‌দুফে যাওয়া পছন্দ করেন। জিনিসপত্রের জন্য স্বতন্ত্র উট ভাড়া করিয়া লন গরীব লোক শিবরিতেই গমন করে; কারণ তাহাতে কম খরচ পড়ে ও মাল আসবাবের জন্য স্বতন্ত্র উটের প্রয়োজন হয় না। এক এক জাম্মালের এক বা ততোধিক উট থাকে কাফেলার পরিচর্য্যার জন্য এক হইতে তিন জন পর্য্যন্ত শেখুল জাম্মাল থাকে

আমরা রাত্রিকাল নগরের বাহিরে যাপন করিলাম

২৩শে জুলাই—

আজ প্রাতে ১১টার সময় কাফেলা নগর তোরণের বাহির হইতে যাত্রা করিল বৃটিশ এজেন্ট্ মহোদয়ের পক্ষ হইতে ছৈয়দ হোছায়েন ছাহেব আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তিনি শেখুল জাম্মালকে আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি মনোযোগী হইতে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন আমি হজরত আক্‌দছ্ সহ এক সুগ্‌দুফে রওয়ানা হইলাম অন্য সুগ্‌দুফে আমাদের অন্য দুই জন সঙ্গী যাত্রা করিলেন অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিলাম সুগদুফের উভয় দিকের ভারের তারতম্য হইলে উষ্ট্র জাম্মাল "মিজান," "মিজান" (১) শব্দে চীৎকার করিত সুতরাং নিদ্রার সর্ব্বদাই ব্যাঘাত হইত মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপ মরুভূমির মধ্যে দুঃসহ বোধ হয় রাত্রির প্রথম ভাগেও তাপ যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে, কেবল শেষ রাত্রিতে একটু সামান্য শৈত্য বোধ হয় এবং ঐ সময় নিদ্রা আসে। দুঃখের বিষয়, তখনও "মিজান" শব্দের বিরাম হয় না। খোদাওন্দ করিমের অনন্ত করুণা না হইলে যাত্রিগণ কখনও এই অসহ্য সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইত না

---

(১) ভারকেন্দ্র স্থির রাখ

জাম্মালগণ খালি পায়ে উত্তপ্ত বালুকায় উপর দিয়া চলিতে বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করে না। জগতে ইহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি আর আছে কিনা, সন্দেহ। ইহারা পাহাড়ের মধ্যে ছুটিতে যেরূপ পটু, মরুভূমিতে চলিতেও তেমনি সুচতুর। ইহারা আহার্য্য ও পানীয়ের জন্য প্রতীক্ষা করে না, কখনও অনাহারে, কখনও অল্পাহারে সময় যাপন করে। অনেক সময় ২৪টী খেজুরের উপর নির্ভর করিয়াই ইহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে। হেজাজে বেদুইন জাতির বসতি না থাকিলে হজ্জব্রত সম্পাদন করা অসম্ভব হইত। ইহাদের প্রকৃতি উগ্র বটে, কিন্তু ইহাদের গুণের কথা মনে করিলে শরীর, মন ও আত্মা কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়।

২৪শে জুলাই—

অদ্য প্রত্যূষে দাহ্‌বন্‌ নামক প্রথম মঞ্জেলে কাফেলা উপস্থিত হইল। জেদ্দা হইতে মদিনা শরিফের পথে ১২টা মঞ্জেল আছে; যথা :—(১) জেদ্দা শরিফ, (২) দাহ্‌বন্‌, (৩) কাদিমা, (৪) রাবেক, (৫) মস্তুরা, (৬) বীর-শেখ, (৭) বীর এহ্‌ছানী, (৮) খালিছ, (৯) বীর ছুফিয়া, (১০) বীর রাহা, (১১) বীর দরবেশ, (১২) মদিনা মনোয়ার।

পথিমধ্যে একটী শিবির ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং উহার আরোহিগণ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। উহাদের জিনিসপত্র দস্যুগণ লুটপাট করিয়া লওয়ায় উহারা জেদ্দায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। শেখুল জাম্মাল এব্‌নে মব্‌জুক, যাহার উপর শরিফ ছাহেব আমাদিগকে হাওলা করিয়া দিয়াছিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কাফেলা চালাইবার আদেশ দিল।

২৫শে জুলাই—

অদ্য প্রাতে ৮টার সময় আমরা দ্বিতীয় মঞ্জেল কাদিমায় উপস্থিত

হইলাম এবং মধ্যাহ্নে ১২টার পর তাহা পরিত্যাগ করিলাম। যেখানে পানীয় জলের কূপ আছে, সেখানেই সাধারণতঃ মঞ্জেল করা হয়। মঞ্জেলে পৌঁছিলে দরিদ্র বেদুইনগণ জ্বালানি কাষ্ঠ ও পানি লইয়া বিক্রয় জন্য উপস্থিত হয় দুই জনের পাকের পরিমাণ কাঠের মূল্য দুই আনা হইতে চারি আনা এক মশক পানির মূল্যও তদ্রূপ

আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উট হইতে নামিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া নামাজান্তে পাকের আয়োজন করিতাম সাধারণতঃ খিচুড়ী বা মুসুরের ডাইল ও ভাত পাক হইত কখনও কখনও দুম্বার মাংস পাওয়া যাইত উহার মূল্য প্রতিসের দুই টাকা চাউল, ডাইল, ঘৃত, আটা ও মসলাদি আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম পথিমধ্যে ঐ সকল দ্রব্য দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য প্রতিদিন পাকের পূর্ব্বে চায়ের বন্দোবস্ত হইত। পিপাসা নিবারণ জন্য চা বিশেষ উপযোগী বেদুইনগণ চায়ের অতি ভক্ত জাম্মালদিগকে প্রতিদিন চা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। উহারা আমাদের সঙ্গেই চা পান করিত। আমাদের দুইটী সুগদুফের জন্য দুইটী জাম্মাল ছিল উহাদিগকে প্রতিদিন খোরাক ব্যতীত দুই টাকা বখ্‌শিশ্ দিতে হইত বখ্‌শিশ্ পাইলে উহারা সন্তোষের সহিত কাজ করিত উহাদিগকে খানার সহিত প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃত দিতে হইত সর্ব্বাগ্রে উহাদিগকে খাওয়াইয়া পরে আমরা খাইতাম। হেয় জ্ঞান করিলে উহারা বড়ই অসন্তুষ্ট হয় ও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে অনেক সময় উহারা আমাদের বিছানার উপর শয়ন করিত এবং কখনও কখনও আমাদের আহার কালে আসিয়া সঙ্গে বসিত ইহাদের মধ্যে সাম্য এবং ভ্রাতৃভাব বিশেষরূপে বর্ত্তমান। ইহারা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয় এবং কেহ কুবাক্য প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে কোন প্রকার

পরিচর্য্যা পাওয়া যায় না। আমরা ইহাদের জন্য নাস্তা ও হট্‌বোতলে গরম চা রাখিতাম পথিমধ্যে গরম চা পাইলে ইহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইত আমরা শুধু প্রাতঃকালেই রন্ধন করিতাম রাত্রিকালে কাফেলা থামিত না, সুতরাং রন্ধনও হইত না প্রাতে প্রস্তুত কিছু রুটি রাখিয়া দিতাম, তাহাতেই রাত্রির আহার চলিত। অবশ্য জাম্মালদিগকেও উহার অংশ দেওয়া হইত আমাদের দুই সুগ্‌দুফে ৮টী সোরাহী ও ২টী মশক ছিল আরোহণ করিবার পূর্ব্বে ঐ গুলি পূর্ণ করিয়া লইতাম, পথিমধ্যে পান চলিত। জাম্মালেরাও উহা হইতে পান করিত ইহারা প্রায়ই গ্লাস ব্যবহার করিতে চাহিত না সোরাহিতেই মুখ লাগাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। ইহাদের এই একটী বিশেষ গুণ দেখিয়াছি যে, আমাদের অগোচরে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিত না, আহার্য্য ও পানীয় প্রয়োজন হইলে আমাদের সম্মুখে আসিয়াই অসঙ্কোচে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিত, নিষেধ করিলেও ভ্রূক্ষেপ করিত না

২৬শে জুলাই—

অদ্য প্রত্যূষে আমর 'রাবেক' পৌঁছিলাম। এই স্থানে এক জন আমির বাস করেন তাঁহার একটী কেল্লা ও কতকগুলি উষ্ট্রারোহী সৈন্য আছে আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য শরিফ ছাহেব উঁহাকে পূর্ব্বেই একখানি পত্র দিয়াছিলেন তাহার ফলে আমির ছাহেব আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার দুইটী পুত্র কয়েক জন উষ্ট্রারোহী সৈন্য লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন

সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয় পানীয় জল অপরিষ্কার এবং বিস্বাদ, তদুপরি কোন মঞ্জেলে থাকিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। উন্মুক্ত ময়দানে সুগ্‌দুফের নীচে বিশ্রাম করিতে হইত। দুই পার্শ্বে দুইটী সুগদুফ রাখিয়া

উপরে কম্বল ঝুলাইয়া যৎসামান্য ছায়া করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবস্থান করিতাম জোহরের নামাজ অন্তে কাফেলা রওয়ানা হইত ও পরদিন প্রত্যুষে পরবর্ত্তী মঞ্জেলে পৌঁছিত পথিমধ্যে খাদ্য দ্রব্যাদি অল্পই মিলিত কেবল তরমুজ ও খেজুর পাওয়া যাইত।

অদ্য পথিমধ্যে দস্যুগণ গুলি ছুঁড়িয়াছিল তজ্জন্য কাফেলা কয়েক স্থানে থামিতে বাধ্য হইয়াছিল আমাদের এক জন জাম্মাল সামান্য আহত হয় রাত্রে গোলাম হোছেন ছাহেবের ২০০৲ টাকা মূল্যের ১ খানা গহনা চুরি গিয়াছিল তিনি পরিবারবর্গসহ অতি ধুমধামের সহিত যাইতেছিলেন

২৭শে জুলাই—

আমরা 'রাবেক' মঞ্জেলে ১৮ ঘণ্টা সময় অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্ণ ২টার সময় উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম সম্মুখে জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ কাফেলা প্রতিরোধ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমির ছাহেবের শাহ্জাদা-দ্বয় আমাদের সহিত স্বতন্ত্র উষ্ট্রপৃষ্ঠে রওয়ানা হইলেন যে পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে না পারিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন

প্রতি মঞ্জেলে প্রত্যেক যাত্রীকে আট আনা ট্যাক্স দিতে হইত ঐ টাকা স্থানীয় শেখের প্রাপ্য উহাকে জমির খাজানা বলিলেও চলে।

মিছ্‌কিন্ হামেসা হাজীদের সঙ্গে চলে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয় কিম্বা বখ্‌শিশ্ দিয়া বিদায় করিতে হয়।

২৮শে জুলাই—

পরবর্ত্তী মঞ্জেল 'মস্তরায়' পৌঁছিলাম।

২৯শে জুলাই—

অদ্য প্রাতে "বীরপথ" নামক স্থানে পৌঁছিলাম এদেশে সাধারণতঃ কূপের নামে মঞ্জেলের নামকরণ হয় 'বীর' অর্থ কূপ।

৩০শে জুলাই

অদ্য "বিকল এহ্ছানা" নামক মঞ্জেলে পৌঁছিলাম আমাদের উভয় পার্শ্বে অনুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী স্বাভাবিক দৃশ্য বেশ সুন্দর এই স্থান হইতে 'বদর' মাত্র ১২ মাইল দূরে অবস্থিত বদর যুদ্ধ ইতিহাস বিখ্যাত বদর যুদ্ধে এক পক্ষে কোরায়েশগণ ও অন্য পক্ষে হজরত ছিলেন উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। হজরত জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং কোরায়েশগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল বদরকে মোছলেমগণ বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখে হাজিগণ এই স্থান হইতে "খাকে শাফ" তবরোক্ স্বরূপ লইয়া যায় ও অসুখের সময় ব্যবহার করে

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই মঞ্জেল হইতে পানীয় জল ক্রমেই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হইতে লাগিল জেদ্দার নিকটবর্ত্তী মঞ্জেল সমূহের জল অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত ও কষায় বদর হইতে মদিনা পর্য্যন্ত মিষ্ট জল পাওয়া যায় আঁ হজরত এই সকল স্থানে অনেক সময় ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই পদরেণুর বরকতে স্থানগুলি গৌরবান্বিত হইয়াছে। ইহারই ফলে সুস্বাদু জলের সৃষ্টি হইয়াছে এদিকের খেজুর গুলিও অতি সুমিষ্ট এবং স্থানীয় লোকগুলিও অধিকতর ভদ্র ও শিষ্ট এই সমস্ত স্থানের ইতিহাস ভারত গভর্ণমেণ্টের সার্ভে বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর অল্‌হজ্জ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ছাহেব নক্সবন্দী তাঁহার প্রণীত "সফরে হারামায়েন ও শারিফায়েন" নামক কেতাবে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন পুস্তকের মূল্য চারি টাকা বাঙ্গালার ক্যাণ্টন-

মেণ্টের পুস্তক বিক্রেতা হাজি মোহাম্মদ মহীউদ্দিন ছাহেবের নিকট ইহা প্রাপ্তব্য।

এই স্থানে সংবাদ আসিল যে, বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালীর অন্তর্গত লোহালিয়া গ্রামের হাজি খঞ্জন মৃধা অতি প্রত্যুষে লোটা লইয়া বির্কেশেখ মঞ্জেলে প্রাতঃক্রিয়ার জন্য গিয়াছিল কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসে নাই, সঙ্গিগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন খবর পায় নাই। আমাদের রবজুক্ বেন মোহাম্মদ এই সংবাদ জানিত, অপর কাহাকেও জানায় নাই। সে রফিক্ (১) দিগকে বুঝাইয়া দিল যে, কিছুক্ষণ পরে উহাকে পাওয়া যাইবে। কাফেলা রওয়ানা হইবার পূর্ব্বক্ষণে খঞ্জন মৃধার অপ্রাপ্তির সংবাদ মোয়াল্লেমের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, কোন ফল ঘটে নাই লোকটীর নিকট ২০০৲ টাকা ছিল সম্ভবতঃ উহার লোভেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল পথিমধ্যে একটী বেলুচিরও জিনিসপত্র লুটপাট হইয়াছিল এবং গোলাম হোছাগেন ছাহেবের এক বস্তা চাউল ও ডাইল চুরি গিয়াছিল

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ী থানার অধীন বামাইল নিবাসী আবদুল জব্বার নামক এক ব্যক্তি জাম্মাল মোহাম্মদ কর্ত্তৃক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিল তাহার মুখে রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল জাম্মালকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে

নোয়াখালী নিবাসী কয়েক জন হাজি বোম্বে নং বন্দর আবদুল্লা আজমী নামক মোয়াল্লেম দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল পথিমধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার কেহই ছিল না অনেক সময় সরল বিশ্বাসী হাজিগণ মোয়াল্লেম দ্বারা এইরূপে প্রতারিত হয়। তাহারা নিরীহ হাজিদিগের নিকট হইতে টাকা কড়ি লইয়া জেদ্দা শহরের কোন মোয়াল্লেমের নাম

(১) সঙ্গ

করিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেয়। পরে তাহারা জেদ্দায় আসিয়া উক্ত নামের প্রকৃত কোন মোয়ালেম না পাইয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে ও অবশেষে পথিমধ্যে জাম্মালদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত ও অপমানিত হয়।

৩১শে জুলাই

অদ্য 'খালিছ' মঞ্জেলে প্রত্যুষে ৪টার সময় উপস্থিত হইলাম এখানে আসিবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক কাফেলা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল শেখুল জাম্মাল এবনে মরজুক্ আসিয়া খবর দিল যে, সম্মুখে ৮০০ শত বেদুইন কাফেলাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শেষে স্থিরীকৃত হইল যে আরোহী প্রতি এক এক মজিদী (১) দান করিলে বেদুইনগণ বাধা দিতে বিরত হইবে তৎক্ষণাৎ আমরা সকলে টাকা দিয়া শত্রু হস্ত হইতে কোন প্রকারে নিস্তার লাভ করিলাম অতঃপর আর একটী দস্যুদলের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবার উভয় পক্ষ হইতে গুলি চলিয়াছিল সকলের সন্দেহ হইয়াছিল যে, শেখুল জাম্মাল মরজুক্ ও তাহার অনুচরবর্গ দ্বারাই নিরীহ হাজিদলের নিকট হইতে টাকা লইবার উদ্দেশ্যে নিশীথকালে এইরূপ আক্রমণ ও গোলা গুলির সজ্জ করা হইয়াছে কিন্তু ইহার প্রকৃত তথ্য বুঝা যায় নাই সম্ভবতঃ শত্রু পক্ষের সহিত জাম্মাল ও শেখুল জাম্মালের ষড়যন্ত্র ছিল

যাহা হউক, এবার আমরা টাকা দিতে রাজি হইলাম না যুদ্ধের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইল। কয়েকটি সম্ভ্রান্তবংশীয় আরোহিণী যুদ্ধের ভয়ে বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, কাফেলা বাধা মানিল না, ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকটী গুলি আমাদের অতি নিকটে

(১) ওছমানীয় রৌপ্য মুদ্রা —ভারতীয় ২ টাকার সমান

আসিয়া পড়ে, কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় আমরা আহত হই নাই। অবশেষে শত্রুগণ প্রস্থান করে

বৈকালে ৪টার সময় আমরা "খালিছ" পরিত্যাগ করিলাম। রাত্রি ৯টা না হইতেই শত্রুরা পুনরায় সম্মুখীন হইল। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইল আমরা অবগত হইলাম, ইয়াম্বু হইতে আগত যাবাদেশীয় কাফেলাগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামে বেদুইন কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া আছে এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত কাফেলা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না আমাদের কাফেলায় উট-প্রতি শত্রুগণ ৬৲ টাকা হিসাবে দাবী করিল। কেহ কেহ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন এবং যাবাবাসীদিগের কাফেলায় যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন আবার কেহ বলিলেন, যাবাবাসিগণ ধনশালী। বেদুইনগণ উহাদের নিকট হইতে বহু ধন ও রসদ লইবার প্রয়াসী; সুতরাং তাহাদের সহিত যোগদান করা অনেকের মনঃপূত হইল না অবশেষে আমরা দাবীকৃত টাকা দিয়া অগ্রসর হইলাম আমাদের মধ্যে হজরত কেবলা শত্রুগণের সম্মুখীন হওয়া বাদানুবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু শেখুল জাম্মাল তাঁহার জীবনের আশঙ্কা প্রদর্শন করে তবুও তিনি শত্রুর সম্মুখীন হইয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু একটী আরোহীও তাঁহাকে সঙ্গ দিতে সাহসী হইল না অবশেষে সকল আরোহী একমত হইয়া হজরত কেবলাকে শত্রুর সম্মুখীন হইতে বিরত করিলেন

১লা আগষ্ট—

অদ্য প্রাতে ৭টার সময় 'বীর সফিয়া' নামক মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে বেলা ৯টার সময় অবগত হইলাম যে, পানীয়

জলের কূপ ২ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান হইতে আরোহীদিগকে স্বয়ং পানি আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অন্যান্য মঞ্জেলের ন্যায় এখানে কোন বেদুইন স্ত্রী পুরুষ পানি বিক্রয়ার্থ মশক লইয়া "মৈয়া মৈয়া" (১) শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করে নাই। অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বাল্তি, মশক ও বদনা লইয়া তপ্ত বালির উপর দিয়া ২ মাইল দূরে উপস্থিত হইতে হইল। সেখানে কূপ হইতে স্নানাদি সমাপন করিয়া সিক্ত বস্ত্র মস্তকে রাখিয়া অতি কষ্টে ভীষণ আতপ তাপের মধ্যে জল আনয়ন করিলাম সেদিনকার ন্যায় বিপদ জীবনে কাহারও কখন ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। প্রকৃতই নফ্ছের (প্রবৃত্তির) দমনের জন্য ইহা অতি উপাদেয় শাস্তি।

খাদেম (২) ও মখদুমের (৩) পার্থক্য হজ্জ ভ্রমণই ভুলাইতে সক্ষম। যাহা হউক, বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় অতি কষ্টে আমরা মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম। বিশ্রাম লইবার সময় ঘটিল না ঘর্ম্মাক্ত দেহে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের মধ্যে পাকের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইল

এক দিকে অনবরত মস্তক জলসিক্ত করা হইতেছে, অপর দিকে বালুকার মধ্যে চুলা প্রস্তুত করিতে হইতেছে। কখন কখন বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া সমস্ত বিফল করিয়া দিতেছে দুই ঘণ্টাকাল অনবরত চেষ্টার পর খিচুড়ী প্রস্তুত হইল। আমি অগ্নিতাপে দগ্ধীভূত হইয়া বারংবার শরীর ও মস্তক জলসিক্ত করিতে লাগিলাম অন্যান্য আরোহিগণ জলের অভাব দেখিয়া আমাকে বিরত করিলেন

সূর্য্য ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিল। মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। অতি কাতর ভাবে মুগুদের

---

(১) পানি। (২) সেবক। (৩) মনিব।

নীচে জাম্মালদিগের শয্যাপার্শ্বে ক্ষণেকের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম আমাদের রফিক দারোগা লোৎফে হোসেন ছাহেব রাত্রির উপযোগী রুটী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন খানা প্রস্তুত না হইতেই সঙ্গীয় জাম্মাল ২টী আহার্য্যের জন্য আসিয়া উপবেশন করিল ঐ সময় আমরা মুমূর্ষু। ক্ষুধা ও পিপাসা যুগপৎ শরীর ক্লান্ত করিয়াছে। তদুপরি অসহ্য সূর্য্যতাপ সকলকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপর আবার বেহুইন জাম্মালদিগের চীৎকার ও মিছ্কিন্‌দিগের হল্লা। তখন সময় সময় মনে হইতে লাগিল, আজ বুঝি দেহ হইতে রূহ বিদায় লইবে ও চিরতরে অগ্নিকুণ্ডের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবে। মৃত্যুকে সকলে সাদরে আহ্বান করিতেছিলাম কিন্তু পরীক্ষার শেষ কোথায়? অতি কষ্টে নফ্‌ছকে দমন করিয়া জাম্মালদিগের অভিপ্রায় পূর্ণ করা হইল প্রস্তুত খিচুড়ী হইতে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া আমরা ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া বসিলাম কোন প্রকারে তাহা উদরস্থ করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী একটি কাফির দোকানে গিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে পানা (১) লইলাম। সেখানে তপ্ত বালুকার উপর একটী মাত্র ছিন্ন খর্জ্জুর পত্রের চ্যাটাই বিছান ছিল বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া তদুপরি শয়ন করিলাম ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম। অসহ্য পিপাসায় কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে গরম কাফি পান করিতে লাগিলাম এক ঘণ্টাকাল না যাইতেই জাম্মালদিগের হৈ হৈ শব্দ কর্ণগোচর হইল অমনি সকলকে পুনরায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল আবার তপ্ত বালুকার উপর দিয়া প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যে সুগ্‌দুফে পৌঁছিতে হইল। কোন প্রকারে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া সুগ্‌দুফে আরোহণ করিলাম। বেলা ২টার সময় কাফেলা রওয়ানা হইল

(১) আশ্রয়।

২রা আগষ্ট—

অতি প্রত্যুষে "বীর আলি" নামক মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম এখানে একটী সুরম্য মছজেদ আছে হজরত আলি এই মছজেদের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত মছজেদের সম্মুখে একটী ফুলের বাগিচা আছে বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে এই দৃশ্যটী আরোহীদিগের নিকট অতি মনোরম বোধ হইয়াছিল জেদ্দা পরিত্যাগের পর শ্যাম-দূর্ব্বাদলশোভিত নানা বর্ণে রঞ্জিত পুষ্পোদ্যান আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই সুতরাং ইহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা কিছু সময়ের জন্য উষ্ট্র হইতে অবরোহণ করিলাম প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে নিকটবর্ত্তী কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া নামাজ আদায় করিলাম ও অল্পক্ষণ পরে কাফেলার দিকে অগ্রসর হইলাম আমাদের পশ্চাতে জনৈক সঙ্গী আসিতেছিলেন। তাঁহাকে একাকী পাইয়া দুইজন বেদুইন অর্থলোভে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় সুখের বিষয়, তাঁহার নিকট টাকা পয়সা ছিল না তিনি আমাদিগকে দেখিবামাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন আমরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম . ইতিমধ্যে বেদুইনদ্বয় হতাশ্বাস হইয়া প্রস্থান করে ক্রমে কাফেলা অগ্রসর হইতে লাগিল কিছুকাল পরে মদিনা মনুওয়ারার রওজা শরিফের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিবামাত্রই যাত্রিগণ আনন্দে আত্মহারা হইল কাফেলা অল্প কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল এবং পর্ব্বত মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র উপত্যকা দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। আরোহিগণ সম্মুখে রওজা শরিফ রাখিয়া অন্য পথে যাইতে অস্বীকার করিল পথিমধ্যে জাম্মালদিগের সহিত যাত্রীদের তীব্র বাদানুবাদ চলিল। মল্লযুদ্ধের উপক্রম হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া যাত্রিগণ শেখুল জাম্মাল এব্নে মবজুকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল।

বেলা মধ্যাহ্নের পর যাত্রিগণ মদিনা 'তৈয়বায়' উপস্থিত হইল

মোয়াল্লেম আসিয়া আমাদিগকে স্বীয় স্থানে লইয়া গেলেন। আমরা একটা ত্রিতল অট্টালিকায় আশ্রয় লইলাম মোয়াল্লেম মদিনাবাসী। তাঁহার ব্যবহারে আমরা আপ্যায়িত হইলাম হজরত কেবলার প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ও স্বীয় ব্যয়ে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত করিলেন আহারান্তে আমরা নিকটবর্ত্তী রওজা শরিফের আজান শুনিতে পাইলাম তৎক্ষণাৎ রওজা শরিফে উপস্থিত হইয়া "বাবে-ছালামে" প্রবেশ করিলাম ও রওজা শরিফ জেয়ারত করিয়া আছর' নামাজে যোগদান করিলাম

মদিনা শরিফ।

মদিনা শরিফ মক্কা শরিফ হইতে ২৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মক্কা শরিফ হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে অনধিক দুই সপ্তাহ মধ্যে ছোলতানী রস্তা দিয়া মদিনা শরিফে পৌঁছা যায় অন্য পথে জেদ্দা হইতে জাহাজ বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে মদিনা শরিফে অনধিক এক সপ্তাহ মধ্যে উপনীত হওয়া যায়। মদিনা শরিফ রছুলে মকবুলের আশ্রয়ভূমি, প্রেম, ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থান এবং সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অদ্বিতীয় কর্ম্মক্ষেত্র এখানে মছজেদে নববী ও আঁ হজরতের রওজা শরিফ অবস্থিত মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগকে ওজু সমাপনান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত ছোরমা ও আতর ব্যবহার করিয়া পবিত্রভাবে উক্ত পবিত্র মছজেদের দিকে অগ্রসর হইতে হয় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া "আচ্ছালাতো ও আচ্ছালামো ইয়া রছুলাল্লা" পড়িয়া হুজুরের দরবারে হাজিরীর অনুমতি প্রার্থনায় কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয় তৎপর "বিছমিল্লা' বলিয়া 'বাবচ্ছালাম' নামক দ্বার দিয়া মোয়াল্লেমের সহিত নির্দ্দিষ্ট দোওয়া পড়িতে পড়িতে মছ

ভেদে প্রবেশ করিতে হয়। তথায় প্রবেশ করত যে স্থানে নবী করিম নামাজ পড়িতেন, তথায় বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দুই রেকাত "তাহিয়াতুল মছজেদ" নামাজ পড়িতে হয়। নামাজান্তে সসম্মানে রওজা শরিফে উপস্থিত হইয়া ছালাম ও দরুদ শরিফ পড়িতে হয়। শাফায়াৎ (১) প্রার্থনা অন্তে ডাইন দিকে একটু সরিয়া হজরত আবু বকরের (রাঃ) মকবেরা শরিফের সম্মুখে ছালাম ও দোওয়া পড়িতে হয়। তৎপর একটু ডাইনে সরিয়া হজরত ওমরের (রাঃ) মকবেরা শরিফের নিকট পুনরায় ছালাম পড়িতে হয়। এইরূপে মোয়াল্লেমের সহিত রওজা শরিফের সমস্ত প্রকোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে জেয়ারত করিয়া দুই রেকাত নফল নামাজ আদায় করিতে হয়। তৎপর দরুদ শরিফ ও আস্তাগফার পড়িয়া তেলাওয়াত করার নিয়ম। মদিনা শরিফে অবস্থিতি কালে নামাজের জামায়াতে যোগদান ও সর্ব্বদা দরুদ শরিফ পাঠ বড়ই পুণ্যজনক।

রওজা শরিফ।

আঁ হজরত রেহলতের (২) পূর্ব্ব সময় হজরত আয়েশার ঘরে অবস্থিতি করিতেন। রেহলতের পর এইস্থানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল। হজরত ওমর (রাঃ) কাঁচা ইট দিয়া রওজা শরিফ সংস্কার করিয়াছিলেন। ওলিদ নূতন ভাবে নক্সাদার (৩) পাথর দিয়া উহার রওনক (৪) বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং চারি দিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ৫৫০ হিজরীতে জামালউদ্দিন ইস্পাহানী চন্দন কাঠ দিয়া ঝাঁঝরীযুক্ত একটা প্রকোষ্ঠ তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে শরিফ ইবনে আবুল হিজা রওজা শরিফের গেলাফের জন্য একটা শুভ্র চাদর মিসর হইতে প্রস্তুত করিয়া আনাইয়াছিলেন। উহাতে লাল রংএর রেশম দিয়া ছুরা এয়াছিন

(১) সুপারিশ (২) দেহত্যাগ (৩) বিচিত্র (৪) শোভা

গেল ছিল উহা রওজা শরিফের উপর প্রসারিত হইয়াছিল তৎপর হইতে প্রত্যেক বাদশাহ রওজা শরিফের জন্য এক একটী গেলাফ পাঠাইয়া দিতেন ৬৭৮ হিজরীতে বাদশাহ কালাউন ছালেহীর রাজত্বকালে রওজা শরিফের বর্ত্তমান সবুজ বর্ণের কোব্বা প্রস্তুত হইয়াছিল উহা মছ্জেদে নববীর ছাদ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ তৎপর ১০০০ হিজরীতে ছোলতান ছোলায়মান খাঁ রওজা শরিফের মধ্যে শ্বেত প্রস্তর দ্বারা ফরস্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এখনও উহা বর্ত্তমান আছে ইঁহারই সময়ে রওজা শরিফের বর্ত্তমান জালিদার কুঠরী নির্ম্মিত হইয়াছিল

মছজেদে নববী

আঁ হজরতের সময় এই মছজেদ অতি মোখ্তেছর (১) ছিল তাঁহার বেহলতের পর উহার একটী ছতুন (২) ভাঙ্গিয়া পড়ে হজরত্ আবু বকর (রাঃ) উহার সংস্কার করেন তৎপর ১৭ হিজরীতে হজরত্ ওমর (রাঃ) ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। তাঁহারই সময়ে কাঁচা ইট দিয়া ইহার দেওয়াল প্রস্তুত হইয়াছিল ও খর্জ্জুর শাখা দ্বারা ইহার ছাদ সম্পন্ন হইয়াছিল। আরবের অধিকাংশ বস্তিতে এইরূপ গৃহ দৃষ্টিগোচর হয় আরব দেশে বর্ষার ভয় নাই সুতরাং পাকা ছাদ আবশ্যক হয় না

২৪ হিজরীতে হজরত ওছমান (রাঃ) মছজেদটীর আয়তন আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তৎপর ওলিদ এব্নে আবদুল মালেক এই মছজেদটা নূতন ভাবে নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইহার সংস্কার কার্য্য বাদশাহদিগের হস্তে অর্পিত হয় নাই ওলিদের পক্ষ হইতে মছজেদের তত্ত্বাবধান ওমর এব্নে আজিজের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ওলিদ উঁহাকে নিম্ন-

(১) সাধারণ রকমের। (২) স্তম্ভ

লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—"মছজেদের নিকটবর্ত্তী স্থান ও ঘর উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া ও কেহ আপত্ত করিলে তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দাও কেহ মূল্য লইতে অস্বীকার করিলে উহা ফকির মিস্‌কিনকে খয়রাত করিয়া দাও" বিশেষ যত্ন ও দক্ষতার সহিত মছজেদের কার্য্য আরম্ভ হইল উহার দৈর্ঘ্য ২০০ গজ ও প্রস্থ ১৬৭ গজ নির্দ্দিষ্ট হইল ছাদ, দেওয়াল ও থামগুলি নক্‌সাদার ও সোনালী করা হইল রুমের বাদশাহ ৪০ জন রাজমিস্ত্রী ও ৪০ জন করতী (১) পাঠাইলেন ও তৎসহ ৮০০০ হাজার চাঁদীর জিঞ্জিরদার বড় বড় কান্দিল পাঠাইলেন মছজেদের চারি কোণে চারিটী মিনার উঠিল ৮৮ হিজরীতে মছজেদের কার্য্য আরম্ভ হইয়া ৯১ হিজরীতে সমাপ্ত হইল

১৬১ হিজরীতে খোলাফায়ে আব্বাছিয়ার মেহেদি নামক জনৈক বাদশাহ মছজেদটীর উত্তর দিকে আরও ১০টী ছতুন (২) বৃদ্ধি করেন উহাদের কারু কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্পন্ন হইল তৎপর মামুন রশিদ ব্যতীত অন্য কেহ মছজেদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেন নাই

খোদ্দামে মছজেদে নববী

হেরম শরিফের হেফাজত জন্য নিম্নলিখিত খোদ্দামগণ নিয়োজিত আছেন। উহাঁরা পূর্ব্বে ওছমানিয় গভর্ণমেণ্ট হইতে বেতন পাইতেন এবং এক্ষণে শরিফ ছাহেবের খজিনা (৩) হইতে বেতন পান। এজন্য বার্ষিক অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। দুঃখের বিষয়, তুর্কী গভর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হারে যথাসময়ে বেতন দিতেন, বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ বন্দোবস্ত নাই নিম্নে খোদ্দামের সংখ্যা বর্ণিত হইল ঃ—

---

(১) সহকারী। (২) স্তম্ভ (৩) কোষাগার।

(১) শায়খোল হেরম ১, (২) নায়েবে হেরম ১, (৩) খাজেনে হেরম ১, (৪) দারবানে হেরম মোহ্তরম্ ২৪, (৫) খোজা ৩৩, (৬) ইমাম ২৮০, (৭) খতিব ৪০, (৮) মোয়াজ্জেন ১৩৮, (৯) মশালচি ৯০০, (১০) ফর্রাশ ১০, (১১) ইঞ্জিনিয়ার ১, (১২) নহাকেজ ১, (১৩) ছাকী ১০।

মছজেদে নবীর নামাজ

ফজরের নামাজ সাফেয়ী জামায়াতের প্রথম স্থরু হয় ; হানিফী জামায়াত সর্ব্ব শেষে খাড়া হন অন্যান্য ওয়াক্তে হানিফী জামায়াত সর্ব্বাগ্রে খাড়া হন, তৎপর মালেকী ও হাম্বেলী এবং অবশেষে সাফেয়ী ইমামগণ দাঁড়ান জুম্মার নামাজে ও পর্য্যায়ক্রমে ইমামগণ খোৎবা পাঠ করিয়া থাকেন জুম্মার নামাজ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয় সে সময়ে মছ্জেদে নববী একেবারে জনাকীর্ণ হয় জামায়াতের শোভা অবর্ণনীয় যিনি একবার উহাতে শরিক হইয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন। সাড়ে বারটার পর হইতে জামায়াতের স্থরু হয়

দরূদ শরিফের ফজিলত

কোরান পাকে উল্লেখ আছে,—"আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁহার ফেরেস্তাগণ নবীর (আঃ) উপর দরূদ পড়িয়া থাকেন" ইহাতে সহজে বোধগম্য হয় যে, রছুলের উপর দরূদ পাঠের ফজিলত কত অধিক দরূদের ফজিলত সম্বন্ধে নিম্নে একটী হাদিছ বর্ণিত হইল :—যে রছুলের উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাতালা তাহার উপর ১০ বার দরূদ পাঠান ও তাহার ১০ গোনাহ্ মাপ হয় এবং উহার জন্য বেহেস্তের ১০টী দরজা খোলা (১) করা হয়।

(১) প্রশস্ত

রওজা শরিফে কয়েকটা প্রকোষ্ঠ আছে পার্শেই আঁ হজরতের রওজা পাক হজরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রাঃ), তৎপর হজরত ওমর ফারুকের (রাঃ। এক রওজা হইতে অপর রওজ দৃষ্ট হয় না প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ অন্দর হইতে বন্ধ খোদ্দাম ব্যতীত জায়েরীন (১) রওজা শরিফের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না রওজা শরিফ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে যে স্থানে হজরত ফাতেমা অবস্থিতি করিতেন, তাহারই স্মৃতিরক্ষার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে ছালাম আদায় করিবার বিধান আছে হজরত ফাতেমার (রাঃ) মজার শরিফ 'জেন্নাতে বাকীতে' অবস্থিত। যে স্থান দিয়া আসিয়া হজরত জিব্রাইল (আঃ) আঁ হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাহার স্মরণার্থ নির্দ্দিষ্ট কক্ষ আছে ছোলতান আবদুল হামিদ খান ইহার উন্নতিসাধনকল্পে সাত কোটী টাকা খরচ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন ইহার প্রস্তর গুলি ওয়াদিয়ে আকিক হইতে আনীত হইয়াছিল এই অলৌকিক প্রাসাদের জন্য সমগ্র মোছলেম জগৎ তুর্কীর বাদশাহদিগের নিকট চিরঋণী প্রায় দশ বিঘা জমি লইয়া হেরম শরিফের উচ্চ প্রাচীর উহা বেষ্টন করিয়া আছে। উহার ৬টী বাব বা দরজা আছে হেরমে মদিনা শরিফের প্রত্যেক কোণে অতি উচ্চ ও সৌষ্ঠবযুক্ত মিনার আছে। উহাদের নাম যথা :—পশ্চিমে বাবো-ছালাম ও বাবোর্রহমত ; পূর্ব্বে বাবোল জিব্রাইল ও বাবোন্নেছা, উত্তরে বাবোল মজিদি ও বাবোল মথজন মিনার গুলি হইতে যখন আজান দেওয়া হয়, তখন সমস্ত সহরে আওয়াজ পৌছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিনারা গুলির স্তরে স্তরে বৃত্তাকারে আলোকে সুশোভিত করা হয়। দূর হইতে উহার সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যে কালে রেল বা বাষ্পীয় পোত ছিল না, যে কালে জাহাজের যাতায়াত ছিল না, যে কালে বিজ্ঞানের রশ্মি সামা-

(১) জেয়ারত জন্য উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

বদ্ধ ছিল, যে কালে মরুভূমি এবং পর্ব্বতমালার মধ্যে এরূপ স্বর্ণখচি অমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্য সুশোভিত সুরম্য হর্ম্ম্য কিরূপে রচি হইয়াছিল, তাহা কল্পনারও অতীত ভারতে অনেক বিখ্যাত প্রাস প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু কোনটীই ইহার সমকক্ষ নহে।

হেরমে নববীব সীমার মধ্যে ২৬০টী প্রস্তর স্তম্ভ আছে দিল্লী দেওয়ানে আম্, দেওয়ানে খাছ্ ও মতি মছ্জিদ এবং আগ্রার সুশুভ্র তা মদিনার হেরম শরিফের নিকট মস্তক অবনত করে। কোন অশরী শক্তির সাহায্যেই যে এই অলৌকিক প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্থি নিশ্চয়। ইহার অন্তবর্ত্তী স্থান শ্বেত প্রস্তরে আবৃত। প্রাসাদটীর উচ্চ অত্যধিক ছাদটী অনেকগুলি গম্বুজে পরিশোভিত কোন স্থানে কাঠের ব্যবহার নাই; থাকিলেও এত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত না

প্রাসাদেব দক্ষিণ কক্ষে মহা সম্মানিত রওজা শরিফ অবস্থিত উহা মধ্যে হানিফী, সাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বেলী মছল্লা আছে। হানিফী সাফেয়ী সম্প্রদায়ের নামাজের জন্য বিভিন্ন বেদী নির্দ্দিষ্ট। হাদিছ সমু রওজা শরিফের উপর বড় বড় অক্ষরে খোদিত; নিম্নে উহাদে কয়েকটী অর্থ সহ লিখিত হইল:—

হাদিছ—

(১) মা বায়্না বায়্তী ওয়া মেম্বারী রাওজাতুন্ মেন্ রেয়াজেল্ জান্নাতে

(২) মান্ জারানী বায়াদা মোমাতি ফাকা আন্নামা জারানী যি হায়াতী।

(৩ মান্ জারা কাব্রী ওয়াজাবাত্ লাহু শাফায়াতী

(৪) ছালাতুন্ ফি মছজেদী হাজা আফজালুম্ মেন্ আল্ফে ছালাতি ফিমা ছেওয়াহা ইল্লাল্ মছজেদিল্ হারামে।

(৫) মান্ হাজ্জ ওয়ালাম্ ইয়া জুরনী ফাকাদ্ জাফানী

অর্থ—

(১) আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যে জান্নাতের বাগিচা সমূহের একটী বাগিচা অবস্থিত

(২) যাহারা আমার মওতের পর আমাকে জেয়ারত করিয়াছে, তাহারা যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে

(৩) যাহারা আমার কবর জেয়ারত করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার শাফায়েত ওয়াজেব হইয়াছে

(৪) আমার মছজেদে এক নামাজ আদায় করা মছ্জেদল হেরম ব্যতীত অন্য মছজেদে হাজার নামাজ আদায় করা অপেক্ষা আফ্জল্ (১)

অন্যত্র রওজা শরিফের প্রকোষ্ঠে নিম্নলিখিত হাদিছ বৃহদাকারে লিখিত আছে ঃ—

(৫) যে হজ্জ করে কিন্তু আমার জেয়ারত করে না, সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি জফা (অত্যাচার) করিয়াছে

মোছলেমের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শাফায়াতের দ্বিতীয় সুযোগ নাই হজরত রছুল করিম উপরের লিখিত হাদিছ দ্বারা তাঁহার মহব্বতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন যে এক বার রওজা মোবারক জেয়ারত করিয়াছে, সেই শাফায়েত পাইয়াছে। আর যে কাবা পাক জেয়ারত করিয়া রওজা শরিফে উপস্থিত না হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ লাভের মাহ্রু-মিয়াৎ (২) হেতু তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন উম্মতের জন্য যিনি এতাদৃশ মহব্বত ও স্নেহ রাখেন, প্রত্যেক মোছলমানের কর্ত্তব্য যে, হজ্জের পূর্ব্বে বা পরে রওজা শরিফে হাজিরী দিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করত গৌরবান্বিত হন। আক্ষেপ যে, রছুলে খোদা আমাদের সাক্ষাতের জন্য এরূপ উদ্গ্রীব আর আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এরূপ কৃপণ।

(১) অধিকতর পুণ্যযুক্ত (২) অকৃতকার্য্যত।

রছুলে মক্‌বুলের জেয়ারত আফ্‌জল এবাদত ও করিব ওয়াজেব বলিয়া গণ্য কেহ কেহ এই জেয়ারতকে আয়েন জেয়ারত বলিয়া মনে করেন উপরের লিখিত হাদিছ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, যে জেয়ারতের জন্য এইরূপ তাকাদা করা হইয়াছে, তাহার সম্পাদন লাজেম ও ওয়াজেব হজরত রছুলে মক্‌বুলের উপর জুলুম করা খোদার উপর জুলুম করার তুল্য ও খোদার উপর জুলুম করা কুফরী সদৃশ,

গেলাফে রওজাএ মনোয়ারা অতি মূল্যবান জিনিস ওছমানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই গেলাফের সম্পূর্ণ খরচ বহন করিতেন একটী গেলাফ প্রস্তুত করিতে বহু বৎসরের আয়াস ও পরিশ্রম লাগিত কাবা শরিফের গেলাফের ন্যায় ইহা প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত হয় না।

রওজা শরিফের পার্শ্বে তেলাওয়াতের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেখানে কোরান শরিফ ও দরুদ শরিফ অতি যত্নে রক্ষিত আছে অপর একটী স্থান কূপের জন্য মনোনীত আছে অনবরত লৌহচক্র সাহায্যে উহা হইতে পানীয় জল উথিত হয় এবং তত্রত্য নির্ম্মল সোরাহীতে অতি যত্নে রক্ষিত হয় প্রত্যেক গম্বুজের নীচে একটী সুবৃহৎ কাচের ঝাড় আছে। উহার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য অনেকগুলি 'শামাদান' আছে এক একটী ঝাড়ের স্বতন্ত্র বর্ণ ও স্বতন্ত্র শোভা। কোনটীর মূল্য পাঁচশত মুদ্রার ন্যূন নহে প্রাসাদের মধ্যে ঐরূপ অনেকগুলি ঝাড় সন্নিবিষ্ট আছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বৈদ্যুতিক আলোতে ঝাড়গুলি শোভিত হয়, তখন প্রাসাদটী অলৌকিক শোভায় শোভান্বিত হইয়া থাকে এমন কি স্বর্গপুরীও উহার নিকট বিনিন্দিত হয় প্রত্যেক গম্বুজ কয়েকটী স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এক একটী স্তম্ভ বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তরে গঠিত স্তম্ভের প্রথম ও শেষ ভাগ সুবর্ণ কারুকার্য্যে খচিত গম্বুজের মধ্যস্থিত অংশ স্বর্ণাক্ষরে জড়িত উহাতে কোরান শরিফের সমস্ত আয়াতগুলি স্পষ্টরূপে প্রকটিত। রওজা

শরিফের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তর-খচিত বস্ত্রাবরণে সুশোভিত। প্রত্যেক আবরণ বা পর্দ্দার উপর মূল্যবান হাদিছ-সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রওজা শরিফের চতুর্দ্দিক পিত্তল নির্ম্মিত শলাকা দ্বারা বেষ্টিত এক একটী শলাকা এক একটী অক্ষরের পরিচায়ক শলাকাগুলি একদিকে দ্বার অবরোধ করিতেছে, অপর দিকে কোরান পাকের আয়াত বর্ণনা করিতেছে রওজা শরিফের পার্শ্বে একটী উচ্চ চবুতরা আছে উহার উপর খাদেমগণ উপবিষ্ট থাকেন

প্রাসাদের দূরবর্ত্তী কোণে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ও তাহাতে স্বতন্ত্র পাইপ সংলগ্ন এখানে মল মূত্র পরিত্যাগের সুবন্দোবস্ত আছে এই প্রকোষ্ঠ হইতে আসিতে হইলে অজু দ্বারা পাক হইয়া আসিতে হয় প্রাসাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইতে পারে আলোক ও বায়ু সমাগমের সন্তোষজনক বন্দোবস্ত আছে। প্রাসাদের বহির্দ্দেশে গ্রীষ্মাধিক্য কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অতি সুশীতল সেখানে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি ক্ষুৎপিপাসা ভুলিয়া গিয়া দিব্যসুখে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। সেখানকার পানি যেরূপ সুস্বাদু ও সুশীতল, সেরূপ পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ সর্ব্বদা স্বর্গীয় সুগন্ধে যাত্রীদিগের হৃদয় মন ও আত্মা প্রফুল্ল থাকে। মদিনাবাসী বালক, যুবা, প্রৌঢ় সকলেই সর্ব্বদা সোরাহী স্কন্ধে পরিষ্কৃত তাওলিয়া ও পেয়ালা লইয়া যাত্রীদিগের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ভ্রমণ করেন তাঁহাদের ব্যবহার অতি মধুর ; তাহাদের বাক্যালাপ অতি মিষ্ট ও তাঁহাদের সঙ্গ অতি পবিত্র

বেদুইনদিগের ন্যায় মদিনাবাসীরা উগ্র স্বভাবাপন্ন নহেন ইঁহারা সুপরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শুভ্রকায়, হাজিদিগের পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা আনন্দিত ও অল্প পুরস্কারেই সন্তুষ্ট মদিনাবাসগিণ আঁ হজরতের নামে

ফেদা (১) সকলেই দিনান্তে একবার রওজা শরিফে হাজিরী দেওয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন ইঁহারা যাত্রীদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদা অগ্রসর অনেক দরিদ্র লোক আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র রওজা শরিফের মধ্যে কালাতিপাত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, আঁ হজরতের আশ্রয়ে থাকিলে কেহ ক্ষুৎপিপাসার পীড়নে পীড়িত হয় না অনেক যাত্রী গোপনে বা প্রকাশ্যে খয়রাতাদি করিয়া থাকেন তাহাতেই ইহাদের অভাব যথেষ্ট পূর্ণ হয় মোট কথা, যিনি একবার রওজা শরিফ জেয়ারত করিয়াছেন, তিনি সংসারের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা চিরতরে ভুলিতে পারিয়াছেন, তিনি এক অদৃষ্ট আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি বেহেশ্‌তের আস্বাদ দুনিয়াতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হজরত রছুল করিমের (দঃ) সুদৃঢ় স্নেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ইছ্‌লামের রহস্যভেদ করিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইয়াছেন

আরববাসীদিগের আতিথেয়তা।

আরববাসীদিগের আতিথেয়তা চির প্রসিদ্ধ হাজিগণ কাফেলা যোগে হেজাজ ভ্রমণ করেন; সুতরাং বেদুইনদিগের গার্হস্থ্য অবস্থা ও অতিথি পরায়ণতার বিষয় অবগত হইতে পারেন না যে সমস্ত লোক বেদুইন-দিগের বস্তিতে ভ্রমণ করিয়াছেন ও তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়াছেন, তাঁহারা শতমুখে ইহাদের প্রশংসা করিয়াছেন বিখ্যাত ভ্রমণকারী আল্লামা এবনে বতুতা ও ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইহাদের আতিথেয়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন

কোন আরববাসীর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রথমে বিছ্-

(১) তপ্তাত-চিত্ত

মিল্লাহ্ বলা আবশ্যক বিছ্মিল্লাহ্ না বলিলে গৃহস্থ ও অতিথি উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক মনে করা হয় হাজেরীনের (১) সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মেহ্মান্ "আচ্ছালামু-আলায়কুম্ ও রাহ্মা-তুল্লাহে বারাকতুহু" বলেন ও তদুত্তরে হাজেরীন "এয়া মারহাবান ও আহ্লান এয়া ছাহ্লান" বলিয়া ছালামের জওয়াব দিয়া হাত বাড়াইয়া দেন মেহ্মান্ মোছাফেহা দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন করমর্দ্দন করা সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ বারংবার মেজাজ পুরছি (২) করা হয় এবং তদুত্তরে 'আলহাম্‌দো লিল্লাহে' বলিয়া জওয়াব দেওয়া হয় এইটী কেবল এতদ্দেশীয় প্রথার অনুসরণ নহে, প্রকৃত পক্ষে হাম্‌দরদির (৩) পরিচায়ক মেহমানদিগের প্রতি আরববাসিগণ অত্যন্ত সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করে তাহারা আপন আপন জান ও মাল মেহমানের জন্য উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা স্বয়ং ভোজন করিবার পূর্ব্বে মিস্‌কিন দিগকে তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অবশিষ্ট নিজেরা মেহমানসহ ভক্ষণ করে। এদেশের ন্যায় তাহারা মিস্‌কিনদিগের প্রতি ঘৃণা বা গালি বর্ষণ করে না এমন কি, একটী রুটী হইলেও তাহার কিয়দংশ ইহারা যত্নের সহিত সর্ব্বপ্রথম মছাফেরকে খয়রাত করে। বিপদাপন্ন হইয়া কেহ ইহাদের আশ্রয় লইলে ইহারা প্রাণপণে তাহার সাহায্য করে আমাদের দেশে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন বিপদাপন্নের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করে, আরববাসিগণ বিদেশীয় মেহমানের প্রতি তদপেক্ষা বহু গুণ বেশী শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে তাহারা রাস্তা ঘাটে ধনীর উপর অত্যাচার করে সত্য, কিন্তু গৃহ মধ্যে আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্মুখীন হওয়া যেরূপ গৌরব মনে করে, ধনীর ধন লুণ্ঠনেও সেইরূপ মনে করে। তাহারা মনে করে, অপর্য্যাপ্ত

(১) উপস্থিত ব্যক্তিগণ (২) শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা। (৩) সহৃদয়তা

ধন কোন ব্যক্তির জমা রাখিবার অধিকার নাই; অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য করাই ধনের উদ্দেশ্য তাই ধনীর ধন লুণ্ঠন করা ইহারা অসঙ্গত মনে করে না।

পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আগত নানা বর্ণের মোছলেম নানা ভাষায় স্বীয় প্রাণের কাতরোক্তি দিবারাত্র রওজা শরিফের সম্মুখে জ্ঞাপন করিতেছে। এতদর্থে কেহ বা যুক্তকরে দণ্ডায়মান, কেহ বা উপবিষ্ট, আর কেহ বা প্রস্তরোপরি লুণ্ঠিত, আবার কেহ কেহ বা তপ্ত অশ্রুধারে স্বীয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। কেহ বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, কেহ বা সুমধুর দরুদ শরিফ পাঠ করিতেছে, আর কেহ বা হস্তোত্তোলন করিয়া মোনাজাত করিতেছে। কেহবা পিত্তল শলাকা ধরিয়া চুম্বন আর কেহ বা রোদন করিতেছে। এ দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, তাহাকে ইহা ভাষা দ্বারা বুঝান বড় কঠিন সকলেই যেন কি এক বিচ্ছেদ-ব্যথায়, হা হুতাশ করিতেছে! সকলেরই মধ্যে যেন এক অনৈসর্গিক শক্তি প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সংসার-চিন্তা হইতে দূরে আনিয়া যেন সকলকেই পরলোকের ভাবনায় মগ্ন করিতেছে! কত পাপ স্মরণ পথে উপস্থিত হইয়া প্রেমিক প্রবর শাফিয়ে মাহশারের (১) সাহায্যের ও দয়ার প্রতিশ্রুত অনৈসর্গিক ভাবে জ্ঞাপন করিতেছে! সেখানে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্য বোধ করিয়াছেন, তাঁহার অযাচিত প্রেমিকতার পরিচয় পাইয়াছেন, ইছলামের সত্যতার আশ্বাসবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন সেই মহাদরবারে উপস্থিত হইতে কাহারও নিষেধ নাই। সেখানে সকলেই সমভাবে আদরণীয়, ধনী-নির্ধন, পাপী-নিষ্পাপ সকলেই

---

(১) হাশরের দিনে সুপারিশ কর্ত্তা

উঁহার পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার অধিকারী। সকলেই একবাক্যে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে সকলেই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া পূর্ণ মনোরথ হয়। কে বলে, মৃত্যুর পর আত্মা চিরতরে লোকালয় পরিত্যাগ করে? কে বলে, সে মহাপুরুষ এখনও রওজা শরিফে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া মদিনা তৈয়বাকে আজ পর্য্যন্ত প্রশংসিত না করিতেছেন? কে বলে, সেই প্রেমের অবতার প্রেমিক যাত্রীদিগকে প্রেমের নিগূঢ় বন্ধনে আকৃষ্ট না করিতেছেন? কে বলে, তিনি এখনও মরুময়ী পৃথিবীকে সঞ্জীবিত না করিতেছেন? কে বলে, এখনও তিনি মোছলেম প্রাণে অনন্ত ভবিষ্য সুখের আশ্বাসবাণী প্রদান না করিতেছেন? কে বলে, সেই মহাপ্রতিনিধি উম্মতকে আশ্রয় দিবার জন্য এখনও অদৃশ্য হস্ত বিস্তার না করিতেছেন? ধন্য সেই পবিত্র রওজা! ধন্য সেই মদিনা শরিফ, যেখানে সেই অনন্ত আকর্ষণের প্রভাব এখনও দেদীপ্যমান। আলেমমণ্ডলী মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে মদিনা তৈয়বাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন আঁ হজরত হেজরতের পূর্ব্বে খোদাওন্দ করিমের দরগাহে নিম্নলিখিত যে মো'নাজাত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা মদিনা শরিফের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে:—"হে খোদা! যখন আমি তোমার প্রিয়ভূমি মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আমাকে এমন কোন স্থানে পৌঁছাইয়া দাও, যে স্থান ইহা হইতে তোমার নিকট প্রিয়তর।" আঁ হজরতের মাজার শরিফ যে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে প্রশংসিত, তাহা তাঁহারই কথা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে:—

"যে ব্যক্তি আমার মছজেদে নামাজ পড়িবে, সে একটী হজ্জের ছওয়াব পাইবে এবং যে ব্যক্তি কাবাতে হাজিরী দিয়া আমার জেয়ারত জন্য মছজেদে নব্বীতে উপস্থিত হইবে, সে দুইটী হজ্জের ছওয়াবের অধিকারী হইবে"

"যে ব্যক্তি মদিনা তৈয়বাতে অবস্থিতি করিয়া উহার কঠোরতা সহ্য করিয়া আছে, মৃত্যুর পর আমি তাহার নিকট হাকিব "

হজরত ইমাম মালেক ফরজ হজ্জ একবার সমাপনান্তে মদিনা শরিফে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি জীবনকাল মধ্যে দ্বিতীয় হজ্জে আর উপস্থিত হন নাই, এই ভয়ে পাছে মৃত্যুকালে মদিনা শরিফের পবিত্র মৃত্তিকা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ স্থানে হাজির ছিলেন এবং আঁ হজরতের প্রধান আশেক ছিলেন। জেন্নাতল বাকীতে তাঁহার মাজার আছে।

৩রা আগষ্ট—

অদ্য শরিফ ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আমির আমিরআলী ছাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া শরিফ ছাহেবের ভদ্রতা ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম আমিরআলী ছাহেব মদিনা মনুওয়ারার জন্য আমিব (প্রতিনিধি) মনোনীত হইয়াছেন ইঁহার স্থলে পূর্ব্বে জনৈক তুর্কী ফখ্‌রী পাশা প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন আমির আমিরআলী ছাহেব আমাদিগকে ভদ্রতা ও সৌজন্য দ্বারা বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আমাদের কাফেলার প্রতি বেদুইন কর্ত্তৃক যে সমস্ত উৎপীড়ন হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, অন্যান্য কাফেলার তুলনায় আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী আরামে মদিনায় পৌঁছিয়াছি। আমাদের একদিন পূর্ব্বে ইয়াম্বু হইতে অপর একটী কাফেলা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল উহাদের প্রতি উৎপীড়নের একশেষ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রে সহরের মধ্যে হাজিদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আরও কষ্টপ্রদ বলিলেন। যাহা হউক, আমির ছাহেবকে আমরা

অত্যন্ত ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত দেখিলাম তিনি বলিলেন শীঘ্রই তিনি হজ্জে আমাদের সহিত শরিক হইবেন এবং পথিমধ্যে সম্ভব হইলে আমাদের সহিত একত্র হইবেন শরিফ ছাহেব জেদ্দা হইতে মদিনার আমির ছাহেবের নিকট আমাদের পক্ষ হইতে একটী অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন। উহারই ফলে আমির ছাহেব আমাদিগের বিশেষ তত্ত্বাবধান লইয়াছিলেন ও কাফি এবং চুরুট দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন আমির ছাহেবের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প রাজবিধিতে তাঁহাকে বিশেষ সুদক্ষ বলিয়া বোধ হইল না তাঁহার প্রকৃতি অতি সাধু ও লোকে তঁাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বেদুইন বা স্থানীয় শেখগণ তাঁহাকে বিশেষ ভয় ও সম্মানের চক্ষে দেখে না ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় (আমির আবদুল্লা ও আমির ফয়ছুল) রাজনীতিতে ও শাসন কার্য্যে অতি সুনিপুণ। তাঁহাদের জন্য প্রজাগণ সর্ব্বদা ভয়বিহ্বল থাকে ও তাঁহাদের আদেশ সকলেই শিরোধার্য্য করে

হানিফী, সাফেয়ী ও মালেকী মতাবলম্বীদিগের স্বতন্ত্র জামায়াতের বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু যে কোন জামায়াতের নামাজ আদায় করিতে কাহারও নিষেধ নাই কোন দিন হানিফী মজহাব, কোন দিন বা সাফেয়ী মজহাব সর্ব্বাগ্রে নামাজ আদায় করেন প্রথম জমায়াত শেষ হইলে দ্বিতীয় জমায়াত ও দ্বিতীয় জমায়াত শেষ হইলে তৃতীয় জমায়াত আরম্ভ হয় মজহাব ত্রয়ের মধ্যে কোন ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই ইহাও ইছলামের উদারতার এক মহৎ পরিচয়

৪ঠা আগষ্ট—

অদ্য জনাব হজরত কেবলাকে সঙ্গে লইয়া আমরা অপরাহ্ণ "জেন্নাতুল বাকী" জেয়ারত করিলাম জেন্নাতুল বাকী রওজা শরিফ হইতে এক

মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থান অতি মোতাবর্ব্ক (১) এখানে শতাধিক মজারাত আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মজারাত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—(১) হজরত ওছমান (রাঃ), (২) হজরত ফতেমা ; (৩) ছৈয়েদনা হালেমা, (৪) ছৈয়েদনা ইব্রাহিম এব্নে রছুল ; (৫) ছাহাবায়ে আশরায়ে মোবাশ্বরা ; (৬) ইমাম মালেক, (৭) উম্মেহাতুল মোমেনীন অর্থাৎ আঁ হজরতের আজওয়াজে মোতাহারাত যথা—(ক) হজরত আয়েসা ছিদ্দিকা (রাঃ) ; (খ) হজরত ছাফিয়া (রাঃ), (গ) হজরত ছওদা (রাঃ) ; (ঘ) হজরত উম্মে হাবিব (রাঃ) ; (ঙ) হজরত হাফছা (রাঃ) ; চ) হজরত উম্মে হালেমা (রাঃ), (ছ) হজরত মায়মুনা (রাঃ) ; (৮) ছৈয়েদাতনা বেনাতে রছুলুল্লাহ ; (ক) উম্মে কুলছুম (রাঃ) ; (খ) রোকেয়া (রাঃ), (গ) জয়নব (রাঃ), (৯) আব্বাছ (রাঃ) ; আম্মে রছুল আকরম ; (১০) ইমাম হাছন (রাঃ), (১১) হজরত জয়নাল আবেদীন (রাঃ) ; (১২) হজরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ) ; (১৩) ছৈয়েদনা এমাম জাফরী ছাদেক (রঃ) ; (১৪) খাতুন জেন্নাত ফাতেমাতুজ্জোহরা (রঃ) ; (১৫) আম্মাত রছুলোল্লাহ্।

মছতুরাত অর্থাৎ আঁ হজরতের আহ্লিয়া ও কন্যাগণের মজারাত মধ্যে জায়রীনের প্রবেশ নিষিদ্ধ রাহ্বর (খাদেম) মজারের বাহিরে ছালাম পাঠ করেন প্রত্যেকের মজারের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছালাম পড়া হয় ও খয়রাত দেওয়া হয়। প্রত্যেক মজারের হেফাজতের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাদেম ও মহাফেজ নিযুক্ত আছেন

আমরা মোয়াল্লেম সহ প্রত্যেক স্থানে ছালাম আদায় করিয়া মিস্কিনদিগকে খয়রাত করিলাম। অদ্য দারোগা লোৎফে হোছেন ও মুলতানবাসী কয়েকটী সঙ্গীর সহিত আমরা হেরম শরিফে রাত্রি যাপন

(১) বিশেষ পবিত্র

করিলাম রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় হেরম শরিফের দরজা বন্ধ হয় রাত্রি কালে এবাদত করিতে হইলে উহার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমতি লইতে হয় পূর্ব্বে এই অনুমতি লওয়া সহজসাধ্য ছিল না সময়ের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এখন যে কোন হাজী বা যাত্রী সামান্য ব্যয়ভার বহন করিতে পারিলেই রাত্রিকালে হেরম শরিফে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে তুর্কী সুবাদার কর্ণেল ফখ্‌রী আফেন্দি মদিনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার সময় এমাম, মোয়াজ্জেন ও খাদেমগণ যথারীতি মাসিক বেতন পাইতেন আমির ছাহেবের নায়কত্বকালে কাহারও বেতন যথারীতি প্রদত্ত হয় না। সকলেই বিশেষ অভাবগ্রস্ত যাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বে সুপারিশ পত্র লইয়া গিয়াও প্রধান প্রধান ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইতেন না, আজকাল যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তি অল্প কিছু খরচ করিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনেকের বেতন বৎসরকাল পর্য্যন্ত বাকী আছে আক্ষেপের বিষয়, যে সমস্ত পূতচরিত্র ব্যক্তি এই পবিত্র স্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য কাহারও অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয় না যিনি একবার ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়াছেন, যিনি একবার ইঁহাদের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান শাসনের অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছেন অতি আক্ষেপের বিষয়, যে স্থান মোছ্‌লেমের পক্ষে অতি শ্রদ্ধেয়, যে স্থানে তত্ত্বাবধান স্বয়ং শরীফপুত্র আমীরের হস্তে ন্যস্ত, আজ সে স্থানের অবস্থা কত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে জগতের মোছ্‌লেমগণ একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, যে স্থান সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি আদৃত ও সম্মানিত, আজ সে স্থানের গৌরব কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে! যে সমস্ত ওলেমা দারিদ্র্যপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া উহার তত্ত্বাবধান

করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি একবার করুণ দৃষ্টিপাত কর; স্বীয় আরামের অংশ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিয়া ইঁহাদিগকে অনাহারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা কর; যাঁহার উম্মত বলিয়া গৌরব কর, তাঁহার খাদেমানের দুর্দ্দশা মোচনে অগ্রসর হইয়া মোছ্‌লেম নামের পরিচয় দাও; একবার জড়তা পরিত্যাগ করিয়া এই মহাতীর্থের গৌরব রক্ষায় যত্নবান হও; পার যদি, স্বচক্ষে একবার মদিনাবাসীদিগের দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা অবলোকন করিয়া ভ্রাতৃবৎসলতার পরিচয় প্রদান কর, সেই মহাপুরুষের পবিত্র রূহ্‌কে আনন্দিত করিয়া হাশর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার পথ পরিষ্কার কর! মনে রাখিবে, মোছ্‌লেম মদিনার গৌরবেই গৌরবান্বিত; যে দিবস মদিনার উপর ঘুণাক্ষরেও অনাদর আসিবে, সেই দিবস ইছলামের উ র কলঙ্ক-কালিমা প ড়িবে

সাধারণ্যে কথিত হইয়া থাকে যে, ফখ্‌রী পাশা মদিনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে রওজা শরিফে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান প্রস্তরগুলি রওজা পাক হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন এখন সেই অমূল্য বস্তুগুলি কোথায় কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, কেহ তাহা অবগত নহেন

হেরম শরিফের মিলাদ।

১২ই রবিওল আউয়াল বাদ নামাজে ফজর মছজেদে নববীর সম্মুখে অতি ধুমধামের সহিত মিলাদের মজলেস্ করা হয়। তাহাতে আঁ হজরতের বেলাদৎ বা শাহাদৎ অতীব আদরের সহিত বয়ান করা হয় এবং তাজিমের সহিত কেয়াম করা হয় এইরূপ ২৭শে রজব বাদ নামাজে-আছর অতি ধমধামের মাহফেল করা হয় শুধ পার্থক্য

এই, যে ঐ তারিখে কেবল আঁ হজরতের মেয়রাজ শরিফের বয়ান করা হয়

হেরম শরিফের রৌসনী।

রৌসনী সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে হেরমে নব্বীর তুলনায় স্বর্গপুরীও লজ্জা পায় অগণিত দীপশিখা নানা আকারে নানা দিকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত তাহাতে সর্ব্বসমেত ৫৬টী বেলোয়ারী ঝাড আছে প্রত্যেক ঝাডে ৪৪টি বাতির বন্দোবস্ত আছে ঝাডের শাখা কতক সোনালী ও কতক রূপালী। এতদ্ভিন্ন অগণিত শামাদান ও কান্দিল আছে ২৭শে রমজান শবেকদর, ১২ই রবিওল আউয়াল ও ২৭শে রজব রাত্রে আলোকের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়

মদিনা শরিফের তবর্‌রোকাত।

এখানে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তবর্‌রোকাত গেলাফে রওজা পাক। এতদ্ভিন্ন রওজা পাকের খাক্‌, মোমবাতির টুকরা, [যাহা হোজরা শরিফের ভিতর জ্বলে] চন্দন, মেহেদী, হেরম নব্বীর কূপের পানি, জায়তুনের তৈল [যাহা রওজা পাকে জ্বলিয়া থাকে], মেহ্‌ওয়াকে মদিনা, খাকে শাফা, আজওয়া, ছায়হানী ও বরণী খেজুর তবর্‌রোকাতের মধ্যে গণ্য।

৫ই আগষ্ট—

অদ্য কাফেলা জেদ্দা প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত। প্রায় সহস্র ব্যক্তি হজ্জ যাত্রা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। উহাদের মধ্যে পঞ্জাবী, সিন্ধী ও বাবা-

বাসী অত্যধিক আমরা প্রাতঃকালে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি খরিদ করিলাম তন্মধ্যে খেজুর, মেহেদী, ছোরমা ও তছবিহ্ উল্লেখযোগ্য মদিনা নগরে নানাবিধ খেজুর পাওয়া যায় স্থানীয় বাসেন্দাগণ কেবল খেজুরের উপরই জীবনধারণ করিতে পারে কোন কোন খেজুরের মধ্যে বীজ নাই বলিলেও হয় কোন কোন খেজুর অতি মোলায়েম ও পুষ্ট আবার কোনগুলি দেখিতে পোড়া রংএর কথিত আছে, পূর্ব্বকালে কোন কোন স্থানে খর্জ্জুর ফল সূর্য্যতাপে জ্বলিয়া যাইত, সুতরাং কাহারও খাদ্যোপযোগী হইত না আঁ হজরতের দোয়ার বলেই ঐগুলি খাদ্যোপযোগী হইয়াছে সেই অবধি গাছে পোড়া খেজুর ধরে বটে, কিন্তু ঐগুলি সুপক্ক ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। উহা দ্বারা মালিকগণ যথেষ্ট আয়ের অধিকারী হয় এখানে বলা আবশ্যক যে, যে মরুভূমির মধ্যে কোন প্রকার শস্যাদি জন্মে না, সেই মরুভূমির মধ্যেই খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূহ অতি পরিপুষ্ট ও ফলশালী হইয়া থাকে আমাদের দেশে খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের আকৃতিগুলি অতি বৃহৎ ও ফলগুলি অতি ক্ষুদ্র আরব দেশের বৃক্ষগুলি অতি শীর্ণকায় কিন্তু অতিশয় ফলশালী ফলগুলি বৃহদাকার, অতি সুমিষ্ট ও উপাদেয় ইহার কারণ এই পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক নির্ণয় করিয়াছেন কিনা জানি না দয়াময় কি উপায়ে মরুবাসীদের জীবন রক্ষা করিতেছেন, তিনি ব্যতীত অপরের বুঝিবার ক্ষমতা নাই প্রকৃত পক্ষে হেজাজের প্রত্যেক বস্তুই রহস্যময় আরবের ইতিহাস গভীর অভিনিবেশ ও যুক্তিতর্কের সহিত পাঠ করিলে মানব সৃষ্টি কর্ত্তার অনন্ত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে

হজরত ফাতেমার নামে মদিনা নগরে একটী বাগিচা আছে এই স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেহেদী পাওয়া যায় হাজিগণ অতি যত্নে তবরুকাত স্বরূপ উহা দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যায়। মদিনা একটী সুন্দ

নগরী পূর্ব্বকালে এশিয়া মাইনর, মেসোপোতামিয়া ও এরাক হইতে নানাবিধ শস্য ও পণ্যদ্রব্যাদি এখানে আমদানী হইত তুর্কী যুদ্ধের পর হইতে ঐ সমস্ত আমদানী বন্ধ হইয়াছে ট্রেন যথারীতি চলে না; সুতরাং বাণিজ্য দ্রব্যাদির আমদানী রফ্‌তানীর বিশেষ সুবিধা নাই এখন মিসর হইতে কতক দ্রব্য আসে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যাহা হউক, এখনও মদিনা শরিফে যে সমস্ত বিদেশীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের অনেক সহরেও তাহা পাওয়া যায় না

হেজাজ রেলওয়ে।

এই পুস্তকের প্রথমে যে নক্স প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে হেজাজ রেলওয়ের সীমা বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে সোলতান্ আবদুল হামিদ খানের সময় এই রেলওয়ে প্রস্তুত হয়। বেদুইনগণ তাহাদের আয়ের পথ বন্ধ হইবে, এই আশঙ্কায় এ যাবৎ ইহার শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে দামেস্ক হইতে মদিনা শরিফ যাতায়াত করা যায়, কিন্তু মদিনা শরিফ হইতে মক্কা শরিফ বা জেদ্দ শরিফ পর্য্যন্ত লাইন এখনও প্রস্তুত হয় নাই তুর্কী গভর্ণমেণ্টের সহিত শরিফ ছাহেবের যে লড়াই হইয়াছিল, তাহাতেই হেজাজ রেলওয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনেক স্থানে টেলিগ্রাফের পোষ্ট উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া খবরাদি তারযোগে সকল সময় আসিতে পারে না লাইন ক্লিয়ার পাইতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে যাহা হউক, জেদ্দা ও মক্কা শরিফের সহিত লাইনটীর সংযোগ হইলে হাজীদিগের সত্বর যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইত

মদিনাবাসিগণ অতি শান্ত ও ধর্ম্মভীরু। তাহারা সত্যপ্রিয়, নামাজ রোজার পাবন্দ ও সর্ব্বদা রওজা শরিফে হাজিরী দিতে উদ্‌গ্রীব। অনেকেরই সংসারের প্রতি তাদৃশী লিপ্সা নাই দিবারাত্র রওজা শরিফে অবস্থিতি করিতে ইহারা বেশ আনন্দ অনুভব করে কোন গুরুতর বিপদ সম্মুখীন হইলে রওজা শরিফের মধ্যে আসিয়া অনেকে পানা (১) গ্রহণ করে নানা দেশ হইতে মোছলেমগণ আসিয়া মদিনা শরিফে অবস্থিতি করিতেছেন ও ক্রমে মদিনাবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি দ্বারা সম্মিলিত হইতেছেন নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের অনেক লোকই পুরুষানুক্রমে এখানে বসতি করিতেছেন

বর্ত্তমান আমির আমির আলীর শাসনকালে বেদুইনগণ তাদৃশ সুখী নহে। শুনা যায়, ইহার পূর্ব্বে ফখ্‌রী পাশার শাসনকালে দেশে সর্ব্ব প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তখন যাত্রিগণ এক দেশ হইতে অন্য দেশে নির্ভয় হৃদয়ে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারিত বেদুইন শিখগণ ফখ্‌রী পাশাকে বিশেষভাবে ভয় করিত ও লুটপাট করিতে সাহসী হইত না তুর্কী গভর্ণমেন্ট হজ্জযাত্রিদের সুবিধার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন বর্ত্তমান সময় বেদুইনগণ স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহারা হেজাজের শরিফকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে না স্থানীয় আমিরের সহিত অনেক সময় তাহাদের বিসম্বাদ চলে। যে পর্য্যন্ত হেজাজ গভর্ণমেণ্ট কঠোরতার সহিত শাসন কার্য্য চালনা করিতে না পারিবেন, যে পর্য্যন্ত বেদুইন ও শেখদিগের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি সাধিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত স্থানীয় আমির রওজা শরিফের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম না হইবেন, যে পর্য্যন্ত হজ্জযাত্রীদিগের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা না ঘটিবে, সে পর্য্যন্ত আরবের ভবিষ্যৎ গভীর

(১) আশ্রয়

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিবে হজ্জের দিন আগত প্রায় হাজিগণ হজ্জ সমাপন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন, আবার অন্য দিকে রওজা শরিফ পরিত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক। সুতরাং যখন কাফেলা প্রস্তুত হইতে থাকিল, তখন অনেকেই আত্ম বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্ বেদাকের (১) জন্য অশ্রুবিগলিত নয়নে মধ্যাহ্নকালে বাবে ছালামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম ও মছজেদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দুই রেকাত নামাজ আদায় করিলাম হুজরা শরিফের মোছল্লার উপর এই নামাজ আদায় করা বড়ই আফজল বলিয়া কথিত মোয়াল্লেম সম্মুখে খাড়া হইলেন ও 'আলবেদা' পড়াইবার জন্য আমাদিগকে রওজা শরিফে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন আমরা আস্তে আস্তে আঁ হজরতের পাক দরবারে উপস্থিত হইলাম। মোয়াল্লেমের সহিত 'আলবেদা' পড়িলাম হৃদয় কম্পিত হইল; শরীর অবশ হইয়া পড়িল কত বার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি অপ্রতিহত ভাবে আমাদের কয়েকটী অন্তঃকরণকে কিরূপ ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। দুনিয়াবী তক্‌লিফাতের (২) সহিত সেই কষ্টের উপমা নাই। মাতৃ-পিতৃ বিয়োগের সহিত সেই বিয়োগের তুলনা হয় না। বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদের সহিত সেই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃতই মদিনা শরিফ কোন্ এক মহাশক্তিতে সঞ্জীবিত। প্রকৃতই হেরম শরিফের উচ্চ প্রাচীর মধ্যে কোন্ এক মহাকর্ষণ অন্তর্নিহিত। প্রকৃতই রওজা পাকের প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক দিব্যশক্তি বর্ত্তমান। সেই শক্তি মনঃপ্রাণ অন্তঃকরণকে তোলপাড় করিয়া থাকে, সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। প্রতি লোমকূপে এক অপূর্ব্ব প্রেমাকর্ষণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইছলামের তথ্যের সাক্ষ্য দিতে থাকে।

---

(১) বিদায় (২) পার্থিব কষ্ট

আমরা আর একবার শেষ বারের মত রওজা শরিফের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম হৃদয়পটে বিদায়ের ছবি অঙ্কিত হইল তাহার প্রতি অংশে ব্যথার স্মৃতি বিজড়িত ছিল তখন যে ভাব মনে জাগিয়াছিল, তাহা এতকাল পরে প্রকাশ করা অসম্ভব উহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার জনৈক বন্ধুর কলমে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহারই সহিত ঐ সময় এই বিদায় উপলক্ষে পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তাঁহার প্রণীত কবিতাটী উদ্ধৃত হইল ঃ—

(১)

আজ, সিন্ধুপারে, কতদূরে হেজাজভূমি,
ও মন . দেখে নেরে, নয়ন ভ'রে ধন্য মানি।
নীচে তপ্ত পাথর, শুষ্ক বালি,
উর্দ্ধে আকাশ সোণালী,
মাতিয়েছে মোর সবে মিলি, কেন কি জানি '
নেরে ও মন! নেরে দেখে ভাগ্য মানি!

(২)

আজ কত আশার, কত তৃষার সমাধি ভূমি,
ওরে মন আঁখি ঝরে যার তরে দিবা রজনী;
যার পুণ্য গন্ধে সকল ধরা
যুগে যুগে মাতোয়ারা,
আজি দাঁড়িয়ে সেথা কাঙ্গাল পারা যুক্ত পাণি,
নেরে ও মন দেখে নেরে ভাগ্য মানি।

(গোয়াজেম হোছায়েন)

যাহা হউক, অতি কষ্টে আমরা রওজা শরিফ হইতে বিদায় লইয়া কাফেলা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম কাহারও মুখে কোন কথা

সকলেই স্পন্দহীন হইয়া জড় ও মূক্‌বৎ মধ্যাহ্ন তপনে অগ্রসর হইল আমরাও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে খোদাওন্দ করিমের দরগায় মদিনা শরিফ হইতে বিদায়ের জন্য অনুমতি চাহিলাম

মোজাব্বেরে হেরমে মদিনাশরিফ —হাজিদিগের সাহায্যার্থ মক্কা শরিফে মোয়াল্লেম ও মদিনা শরিফে মোজাব্বের নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র মোজাব্বের নির্দিষ্ট আছেন ইঁহারা নামাজান্তে প্রতি রোজ ছালামে শরিক হন ও রওজা শরিফের প্রতি প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন দোওয়া পাঠ করেন ফারুকী ছালাম হইতে সিদ্দিকী ছালাম পর্য্যন্ত ইহারা প্রত্যেক বিষয়ে হাজিদিগের সহায়তা করেন ইঁহাদের স্বভাব অতি মধুর মক্কার মোয়াল্লেমদিগের ন্যায় ইঁহাদের অতিরিক্ত লালসা বা লোভ নাই হাজিগণ সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দেয়, তাহাতেই ইঁহারা সন্তুষ্ট হন। হাজিদিগকে মোজাব্বেরগণ অন্ততঃ একবার অতি ধুমধামের সহিত জেয়াফত করেন ইঁহাদের ভদ্রতায় জায়েরিনগণ বিশেষ সুখলাভ করে মক্কার মোয়াল্লেমগণ হাজিগণকে একবার করগত করিয়া আপন আপন কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং কেবল বিদায় কালেই উপস্থিত হইয়া জবরদস্তির সহিত স্বীয় পাওনা আদায় করেন। তাওয়াফ বা ছায়ীর সময় ইঁহারা অন্য লোকের সাহায্যে দোওয়া পাঠ করান, স্বয়ং অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকেন মদিনা শরিফের মোজাব্বেরগণ কখনও হাজিদিগের প্রতি জোলুম করে না তাহাদের ব্যবহার সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে

৬ই আগষ্ট—

গত কল্য মদিনা মনুওয়ারা হইতে অপরাহ্ন ২টার সময় রওয়ানা হইয়া অদ্য প্রাতে "বীরদরবেশ" নামক মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম ও

মধ্যাহ্নের পর পুনরায় রওয়ানা হইলাম পথিমধ্যে কোন লুটপাট ঘটে নাই সাধারণতঃ হাজিদের মদিনা শরিফ পৌঁছিবার কালেই বেদুইনগণ উৎপাত করিতে থাকে, যেহেতু ঐ সময় তাহাদিগের নিকট টাকা পয়সা ও রসদ যথেষ্ট থাকে প্রত্যাগমন কালে. বেদুইনগণ হাজিদিগকে পুনরায় কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। তাহারা যাহার নিকট একবার হস্তপ্রসারণ করে, পুনরায় তাহার নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করে তাহারা উগ্র প্রকৃতির হইলেও যথেষ্ট দয়ালু ও সমস্ত পৃথিবীর মোছলেমগণকে ভ্রাতৃবৎ মনে করে

৭ই আগষ্ট—

আজ আমরা "বীররাহা" নামক মঞ্জেলে প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলাম ও তথা হইতে অপরাহ্নে পুনরায় রওয়ানা হইলাম পথিমধ্যে কাফেলা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও দুই ঘণ্টাকাল প্রতীক্ষার পর পুনরায় অগ্রসর হইল অনেক বাবাবাসী আমাদের সহিত মিলিত হইল। ইহারা সাধারণতঃ বালক ও যুবক শ্রেণীভুক্ত। বাবাবাসিগণ সংসারে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই হজ্জব্রত সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক মনে করে। বাঙ্গালীদের ন্যায় ইহারা ব্যয়কুণ্ঠ নহে,—যথেষ্ট ধন ও রসদ লইয়া হজ্জব্রতে অগ্রসর হয় কোন বাজারে বাবাবাসী উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যায়।

৮ই আগষ্ট—

অদ্য "খালেছ" মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম। পানি সরবরাহ এখানে তাদৃশ না থাকায় প্রতি মোশক এক টাকা মূল্যে খরিদ করিলাম আমাদের জন্য প্রতিদিন কয়েক মোশক পানির আবশ্যক হইত।

বৈকালে ৩টার সময় কাফেলা পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হইল শত্রুপক্ষ হইতে গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল যাহা হউক, কিছুকাল পরে কাফেলা অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল।

৯ই আগষ্ট—

আমরা অদ্য প্রত্যূষে "বীর এহ্ছানী' নামক মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম

১০ই আগষ্ট—

অদ্য "বীরশেখ" নামক মঞ্জেলে অবস্থিতি করিলাম।

১১ই আগষ্ট—

অদ্য লুঃ চলিতে আরম্ভ হইল সমস্ত দেহ সূর্য্যতাপে ক্ষতবিক্ষত হইবার উপক্রম হইল। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল বলিতে কি, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। অদ্য তিনটী যাত্রীর দফন কাফন হইল হেজাজ মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে তাঁহারা চিরতরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমরা দুই দিবসের পানীয় জল সহ অতি কষ্টে এখান্ হইতে রওয়ানা হইলাম

১২ই আগষ্ট—

অদ্য "মাস্তরা" মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম আজ সংবাদ আসিল যে, ইয়াম্বু হইতে মদিনার রাস্তার মধ্যে কয়েক জন যাবাযাত্রী ও কয়েক জন কাঙ্গাল আহত হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীয় মীর আকিমদ্দিন ও দারোগা লোৎফে হোছেন উভয়ই সুখদোখ হইতে পড়িয়া গেলেন

জাম্মাল বলিল, উট অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে ও চলিতে অক্ষম। আমরা ভীত হইয়া পড়িলাম ও উষ্ট্রের তত্ত্বাবধান জন্য বিশেষ পুরস্কার দিয়া অন্য উটের বন্দোবস্ত করিলাম গত কল্য হইতে অদ্য সূর্য্যতাপ কমিয়াছে বেশ শীতল বোধ হইল অনেক কাল পরে অদ্য আকাশে মেঘের রেখা দেখা দিল।

১৩ই আগষ্ট—

অদ্য "রাবেক" পৌঁছছিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিকালে বন্দুকের আওয়াজ শুনা গিয়াছিল জনৈক এরাকী আরোহীর নিকট হইতে রসদ ও ৩০০৲ টাকা লুট হইয়াছিল। শত্রুদিগের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছিল ও ফলে দুইটী লোক হত হইয়াছিল

মিকাতে হেরম।

যে স্থান হইতে হাজিগণ হেরম শরিফে প্রবেশের পূর্ব্বে এহ্‌রাম এক্তেয়ার করে, উহাকে মিকাতে হেরম বলা হয় কামরান হইতে আসিবার সময় জবলে হাদিয়া নামক পাহাড় দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় এই স্থানকে ইয়াল মলম বলে রাত্রিকালেই হউক আর দিবা-ভাগেই হউক, উহা দৃষ্টিগোচর হইলেই জাহাজের কাপ্তান সাহেব সিটি দিয়া থাকেন যে সকল যাত্রী জেদ্দা হইতে বরাবর মক্কা মোয়াজ্জমা জেয়ারত করিবার ইচ্ছা করে, তাহারা এস্থান হইতে এহ্‌রাম পরিধান করে কিন্তু যাহারা বায়তোল্লা শরিফ না গিয়া জেদ্দা হইতে বরাবর মদিনা শরিফ যাত্রা করে, তাহারা মদিনা হইতে প্রত্যাগমন কালে বাবল-মন্দেপ হইতে এহ্‌রাম পরিধান করে। তাহাদের জন্য এস্থানই মিকাতে হেরম বলিয়া গণ্য। এই স্থানটী রাবেকের নিকটবর্ত্তী এহ্‌রাম পরি-

বার পূর্ব্বে গোছল করিতে হয় তৎপর এহ্রাম পরিধান করিয়া নফল নামাজ আদায় করিতে হয়। তৎপর দোওয়া পড়িতে হয়। হজ্জ করিবার পূর্ব্বে সাধারণ পোষাক পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ পোষাক পরিধান করিতে হয় উহাকে এহ্রাম বলে যে এহ্রাম পরিধান করে, তাহাকে মোহরেম বলে। এহ্রাম বলিতে সাধারণতঃ একটী তাহমদ ও একটী চাদর বুঝায় পরিধেয় তাহমদ ৫ হাত হইলেই চলে গাত্রাবরণ চাদর ৬ হাত লম্ব হইয়া থাকে এহ্রামের জন্য সাদা কাপড় অর্থাৎ লংক্লথ বা নয়ানসুক শ্রেষ্ঠ। অবস্থা বিশেষে দুই খণ্ড কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখণ্ডও ব্যবহৃত হইতে পারে সূতি কাপড়ের পরিবর্ত্তে পশমি ও সাদা কাপড়ের পরিবর্ত্তে কাল, নীল বা সবুজ রংএর কাপড় ব্যবহার করা যাইতে পারে এহ্রামাবদ্ধ হওয়ার পর আছকান পিরহান, পায়জামা প্রভৃতি সেলাই করা কাপড় ও মোজা বা জুতা পরা নিষিদ্ধ বার্ম্মিজ বা তৎসদৃশ চটি (যাহার উপরি-ভাগ খোলা) ব্যবহার করা যাইতে পারে টুপী বা পাগড়ী নিষিদ্ধ স্ত্রীলোক কোরত, পায়জামা, বোরকা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারে

হজযাত্রিগণকে এহ্রাম পরিধানের পর হইতে সর্ব্ববিধ পাপাচার, অত্যাচার ও বিলাসিতা হইতে বিরত থাকিতে হয় বাহ্যাড়ম্বরশূন্য হইয়া কেবল আল্লাতালার এয়াদ করাই মোহরেমের একমাত্র কর্ত্তব্য। মোহরেমের পক্ষে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি নিষিদ্ধ —(১) খোসবু এস্তে-মাল করা. (২) চাদর বা অন্য কাপড় দ্বারা মাথা বা কপাল আবৃত করা। (৩) শরীরের কোন অংশে জোরে চুলকান বা রক্তপাত করা (৪) তাকিয়া ব্যবহার (৫) নখ কাটা (৬) কেশ উৎপাটন তৈল মর্দ্দন করিতে হইলে এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক) (৭)

পক্ষী প্রভৃতি শিকার। (৮) কুবাক্য প্রয়োগ। (৯) রাগ করা। (১০) চুল আঁচড়ান উপরোক্ত কার্য্যগুলি মকরুহ বলিয়া গণ্য নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে প্রত্যেক ভঙ্গের জন্য ছাদ্‌কা দিতে হয়।

এখানে চিন্তা করা আবশ্যক যে, যাহার শরীরের প্রতি এরূপ কঠোর দৃষ্টির আদেশ, তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির উপর কত কঠিন শাসন আবশ্যক এই সময় শরীর ও মন উভয় পাক রাখিয়া একোদ্দেশ্যে একই চিন্তা পোষণ করা আবশ্যক একচর্য্যা ও তন্ময়তা আনয়নই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যাকালে আমরা স্নান করত এহ্‌রাম পরিলাম ও আবশ্যক নামাজ আদায় করিলাম আমাদের জিনিষপত্র ফুরাইয়া আসিয়াছিল স্থানীয় বাজারে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি খরিদ করিলাম:—

মোটা চাউল	প্রতি সের	১৲
চিনি	" "	৩৲
আটা	" "	১৲
তৈল	" "	৩৲

অদ্য আমাদের টাকা পয়সা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল পথে কি হইবে, তাহাই জল্পনা কল্পনা করিতেছিলাম। এমন সময় করাচি নিবাসী জনৈক হাজী মোহাম্মদ গোলাম হোছেন সাহেব আমাদের সহিত অযাচিত ভদ্রতার পরিচয় দিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাদিগের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন ও বারংবার তাঁহার ভ্রাতৃবৎসলতায় শরিক হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন খোদাওন্দ করিমের অসীম দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম ও অতি বিনয়ের সহিত শোকরিয়া আদায় করিলাম আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইল

১৪ই আগষ্ট—

আজ আমরা 'রাবেক" পরিত্যাগ করিলাম অদ্য রাত্রে কাফেলা পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল জনৈক হাজি বেদুইন কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিল ও অপর একটি যাত্রীর রসদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল এখানে বলা আবশ্যক যে, শত্রুগণ সম্মুখীন হইলে কাফেলা হইতে "হারামী হারামী" চীৎকার উত্থিত হয় এবং শেখুল জ ম্মালের আদেশ ব্যতীত কাফেলা অগ্রসর হয় না। অনেক সময় কাফেলার সহিত হারামী লোক চলিয়া আইসে এবং কখনও নিকটবর্ত্তী বস্তী হইতেও আইসে। কাহারা বা দলবদ্ধ হইয়া আইসে এবং কাহারা বা জিনিষপত্র বিক্রয়ের ভানে চলিয়া আইসে সাধারণতঃ ইহাদের সহিত স্থানীয় শেখ বা সুবাদারদিগের যোগ থাকে।

১৫ই আগষ্ট—

অদ্য আমরা 'কাদিমা" পৌছিলাম এখানে জনৈক যাত্রীর দফন কাফন হইল

১৬ই আগষ্ট—

অদ্য "দাহবান" পৌছিলাম খবর আসিল, বিগত রাত্রে একজন মবাবাসী যাত্রী হত হইয়াছে অদ্য প্রত্যুষে আমাদের রফিক মোহাম্মদ গোলাম হোছায়েন খান ছাহেবের জনৈক সঙ্গী প্রাতঃক্রিয়ার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। একটা বেদুইন আসিয়া তাঁহাকে বন্দুকের ধাক্কা দেওয়ায় তিনি হঠাৎ পড়িয়া যান ও রক্তাক্ত হন। ইত্যবসরে শত্রু তাঁহার নিকট হইতে টাকার থলি লইয়া প্রস্থান করে থলিয়াতে ৪০টী টাকা ছিল।

১৭ই আগস্ট—

অদ্য প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় আমরা জেদ্দা নগরের বাহিরে পৌঁছিলাম শহরে গিয়া স্থানীয় পুলিশ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করত ভারতবর্ষ হইতে আগত চিঠিপত্র গ্রহণ করিলাম। এখান হইতে শহর তিন মাইল দূরে অবস্থিত আমরা অশ্বতর পৃষ্ঠে শহর হইতে ফিরিয়া আসিলাম

অদ্য শেখ এব্‌নে মরজুক্‌ অতি বিনয়ের সহিত আমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ-সম্বলিত পত্র প্রার্থনা করিল শরিফ ছাহেব তাহার সহোদর ভাইকে আমাদের কাফেলা জেদ্দা হইতে প্রথম রওয়ানা হইবার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত জেম্মাস্বরূপ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। খোদানাখাস্তা, আমাদের উপর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলে উহার প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল আমাদের অনুরোধ পত্র পাইয়া শেখুল জাম্মাল এব্‌নে মরজুক্‌ অতি হৃষ্টচিত্তে শরিফ ছাহেবের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করিল।

শুনা যায়, পূর্ব্বকালে কাফেলাসমূহের উপর বিশেষ অত্যাচার হইলে এবং শেখুল জাম্মালের কোন প্রকার অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া গেলে জেম্মারূপে রক্ষিত ব্যক্তির শিরশ্ছেদের আদেশ হইত

১৮ই আগস্ট—

অদ্য অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকার সময় জেদ্দা পরিত্যাগ করিলাম। বহুদিন পরে হজরত আক্‌দছ অদ্য কিছু সুস্থ বোধ করিলেন পথিমধ্যে তিনি আমাশয় ও জ্বর রোগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন রফিক মোহাম্মদ গোলাম হোছায়েন খান ছাহেবের তত্ত্বাবধান ও যত্নে তিনি অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রণা হইতে উপশম পাইয়াছিলেন উক্ত খান ছাহেবের সঙ্গে ট্রেভেলিং ডিস্‌পেন্সারি ছিল উহাতে আবশ্যকীয় হেকিমী

ও ডাক্তারী যথেষ্ট ঔষধ ছিল। তাঁহার নিকট আমরা চিরদিন ঋণী থাকিব

১৯শে আগষ্ট—

অদ্য আমরা "বাহরা" মঞ্জেলে অবস্থিতি করিলাম এই স্থানটি জেদ্দ ও মক্কার মধ্যবর্ত্তী আমাদের সহিত এক এরাকী সঙ্গী ছিল অদ্য তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

২০শে আগষ্ট—

শুক্রবার—অদ্য প্রাতে ৫টার সময় মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলাম ও ছৈয়দ হোছায়েন ছাহেবের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিলাম আমরা মোহ্‌রেম্ অবস্থায় থাকছিলাম পৌঁছিয়া সসম্মানে হেরম শরিফে প্রবেশ করিলাম। তৎপর মোয়াল্লেমের সহিত 'লাব্বায়েক' ও নির্দ্দিষ্ট দোওয়া পড়িয়া হাজরে আছওয়াদ তাজিমের সহিত চুম্বন করিলাম ও উক্ত হাজরে আছওয়াদকে বাম দিকে রাখিয়া ডান দিক হইতে দ্রুত বেগে যথাক্রমে সাতবার খানায়ে কাবা তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিলাম। প্রত্যেক তওয়াফ হাজরে আছওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া হাতীমের বহির্ভাগ দিয়া পুনরায় হাজরে আছওয়াদ আসিয়া শেষ করিতাম এখানে বলা আবশ্যক যে তওয়াফে জেয়ারত হাজীদিগের পক্ষে ফরজ, তওয়াফে রোখ্‌ছেত ওয়াজেব এবং অন্যান্য তওয়াফ মস্তাহাব বলিয়া গণ্য

তওয়াফান্তে মোকামে এব্রাহিমে দুই রেকাত নামাজ আদায় করিলাম এই নামাজ ওয়াজেব বলিয়া গণ্য নামাজান্তে চাহে জমজমে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় কেবলা মুখী হইয়া কয়েক দমে অতি শ্রদ্ধার সহিত জমজম পান করিলাম। মোয়াল্লেমের সহিত নির্দ্দিষ্ট দোওয়া পড়িলাম।

জেয়ারত অন্তে পুনঃ হাজরে আছওয়াদ চুম্বন করিয়া দোওয়া পড়িতে পড়িতে ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বত অভিমুখে অগ্রসর হইলাম এবং পূর্ব্বতন প্রথানুসারে ছইয়ী (১) করিলাম। হজরত কেবলার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠে ছইয়ী সম্পাদন করিলেন। ছইয়ী হেরম শরিফের কিয়দ্দূরে সম্পাদিত হয় এস্থানে হজরত হাজেরা নবজাত পুত্রের পিপাসা নিবারণার্থ অস্থির হইয়া আকুলচিত্তে একাকিনী দৌড়া দৌড়ি করিয়াছিলেন উহারই স্মরণার্থ হাজিগণ একাল পর্য্যন্ত এই ছুন্নত আদায় করিয়া আসিতেছেন এই ছইয়ী প্রথা হজরত হজমাইলের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে হেরম শরিফের বাবে ছাফা হইতে ছাফা পর্য্যন্ত মাত্র ১৬ কদম ফাছেলা (দূর) ছাফা হইতে মারওয়া ৪৪০ গজ মাত্র ফাছেলা এই স্থানের মধ্যে হাজিগণ ছইয়ী করেন ইহার অন্তর্বর্ত্তী মায়লে আখজার হইতে মায়লায়নে আখজারেন পর্য্যন্ত হাজীদিগকে তেজ কদম চলিতে হয় কথিত আছে, ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতে হজরত আদম ছফিউল্লা ও মারওয়া পর্ব্বতে আম্বারাত অর্থাৎ হজরত হাওয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাই পর্ব্বতগুলির ছাফা ও মারওয়া নামকরণ হইয়াছে অদ্য হেরম শরিফের মধ্যে জুম্মার নামাজ আদায় করিলাম জমায়াতে সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। নামাজিগণ পবিত্র কাবাগৃহের চতুর্দ্দিকে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া কাবাকে সম্মুখীন রাখিয়া নামাজ আদায় করিল এই কাবা জগতে এক প্রাচীনতম উপাসনালয়।

জেরুছালেমের বয়তুল মোকাদ্দেছ হজরত সোলেমানের সময় (খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয় ইহার তুলনায় কাবা শরিফ বহু প্রাচীন দ্বিতীয় হিজরীর পূর্ব্বে কোন বিশেষ দিকে মুখ করিয়া নামাজ

(১) দ্রুতবেগে চল

পড়িবার আদেশ ছিল না হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিষ্যগণ বয়তুল মোকাদ্দেছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন দ্বিতীয় হিজরীতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একটী মছজেদে পূর্ব্বতন প্রথানুসারে নামাজ পড়িতে ছিলেন, এমন সময় অহি (দৈববাণী) আসিল, "তোমার মুখ পবিত্র কাবাগৃহের দিকে ফিরাইয়া লও এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন, নামাজের সময় ঐ কাবার দিকে মুখ কর" (কোরান শরিফ ছুরা বকর, পারা ছাইয়াকুলের প্রথম অংশ) তদবধি মোছলেমগণ কাবা অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ আদায় করিয়া আসিতেছেন পৃথিবীর যে স্থানেই মোছলেমের বসতি হউক না কেন, এবাদত গৃহের দিকেই দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ আদায় করা আঁ হজরতের আদেশ

ভারতবাসিগণ পশ্চিমাভিমুখে নামাজ আদায় করে; যেহেতু কাবা গৃহ ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত। হেজাজ ভ্রমণ কালে কেবলা পরিবর্ত্তন ঘটে। আদনে প্রবেশ করিলে কেবলা উত্তর দিকে অবস্থিত হয় ও ক্রমে উত্তর পূর্ব্বে আইসে এবং জেদ্দা পৌছিতে পৌছিতে কেবলা পূর্ব্ব দিকে পরিবর্ত্তিত হয় মদিনা শরিফ হইতে কেবলা দক্ষিণ দিকে আসিয়া পড়ে। নজদ প্রভৃতি স্থান হইতে কেবলা দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিণত হয়। ইমন হইতে কেবলা সম্পূর্ণ পশ্চিমাভিমুখী হয় হেরম শরিফের মধ্যে কেবলা অভিমুখী হইয়া তওয়াফ করিতে হয় ও নামাজের সময় বৃত্তাকারে কাবাগৃহের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইতে হয় সুতরাং প্রত্যেক মোছলেমের স্মরণ রাখা উচিত, নামাজ কেবল কেবলা অভিমুখেই সম্পন্ন করিতে হয় সকল স্থানে পশ্চিমাভিমুখে নহে

যাত্রিগণ ভারত মহাসাগরের বক্ষে পশ্চিম দিক হইয়া নামাজ আদায় করিত ও সুয়েজ প্রণালীর মধ্যে প্রবেশানন্তর কেবলা (কাবা) অভিমুখে নামাজ পড়িত। প্রণালীর চক্রগতি অনুসারে প্রতিদিন কেবলা পরি-

বর্ত্তিত হইত অন্য স্বতন্ত্র কেবলা নির্দ্দিষ্ট হইল সকল নামাজীরই (উপাসকেরই) কাবাগৃহই একমাত্র লক্ষ্য প্রকৃত পক্ষে আমরা যতদিন হেজাজে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন কাহারও পশ্চিম দিকের কথা মনে পড়ে নাই কেবল কেবলা লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকিত এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কাবাগৃহ মোছলেমের উপাস্য নহে; ইহা একটা উপাসনালয় মাত্র নামাজের সময় কাবার চিন্তা করাও মহাপাপ কেবল নিরাকার আল্লাকে স্মরণ করিয়াই নামাজ সমাধা করা ইছ্‌লামের আদেশ

কাবাগৃহের "হাজরে আছওয়াদ" বা কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধেও ঐ কথা এই পবিত্র প্রস্তর খণ্ডকে আঁ হজরত সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন ও আল্লা তালার অনন্ত করুণার নিদর্শনস্বরূপ ইহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন এই প্রস্তর খণ্ড মোছলেমের আদরণীয় হইলেও উপাস্য নহে। তদুপরি চুম্বন বিভুপ্রেমের উচ্ছ্বাসমাত্র ইহাতে দ্বিত্ব বা বহুত্বের লেশ নাই এই প্রস্তর সম্বন্ধে হজরত ওমর (রা) বলিয়াছিলেন, "আমি জানি, তুমি একটী প্রস্তর ভিন্ন আর কিছুই নহ; হিতাহিত সাধন করিবার তোমার ক্ষমতা নাই যদি আমি রছুলুল্লাকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম, আমি কখনই তোমাকে চুম্বন করিতাম না।"

২১শে আগষ্ট—

অদ্য মোয়াল্লেম শেখ হোছেন ছাহেবকে আমাদের কামরার ভাড়া বাবত ৩৭০ টাকা দিলাম এতদ্ভিন্ন একটী তাঁবুর কেরায়া ৮ মাজদী দিলাম এতদ্ব্যতীত হজ্জ বদল জন্য আরও ৪২৲ টাকা দিলাম। এখানে ১০ টাকার নোট দিলে ৫ মাজদী ও ১০ হালালা পাওয়া যায় প্রতি হালালার মূল্য ভারতীয় আড়াই আনার সমান

মোয়াল্লেমগণ বড়ই চতুর। তাঁহারা সর্ব্বদা লাভের জন্য ব্যস্ত হোজ্জাজের মঙ্গলের জন্য ইঁহারা বিশেষ চিন্তিত নহেন। হিন্দুস্থানের বিশেষ বিশেষ স্থানের হোজ্জাজের জন্য বিশেষ বিশেষ মোয়াল্লেম মানানীত আছেন হোজ্জাজ পাইলেই ইঁহারা গ্রাস করিতে চান উটের ভাড়া, ঘর ভাড়া, জিনিসপত্রের খরিদ মূল্য সব কিছু হইতেই ইঁহারা কিছু না কিছু লাভ করিতে সর্ব্বদা উৎসুক কোন কোন দুশ্চরিত্র মোয়াল্লেম হোজ্জাজের আমানতী টাকা খেয়ানত করিতেও সঙ্কুচিত হন না। পরিচিত ও বিশ্বাসী মোয়াল্লেমের আশ্রয় লওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মোয়াল্লেম বেশ সচ্চরিত্র এবং বিশ্বাসী ছিলেন ইনি প্রতি বৎসর হিন্দুস্থানে আসিয়া থাকেন ও তত্রত্য অনেকেরই পরিচিত

ডাকখানা

মক্কা শহরের উপর একটী ডাকখানা অবস্থিত উহাতে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে শহরের মধ্যে কোন লেটার বক্স নাই প্রত্যেককে স্বয়ং ডাকখানায় উপস্থিত হইয়া কেরাণির হাতে পত্র দিতে হয় হিন্দুস্থানের জন্য প্রত্যেক পত্রে আড়াই আনার মাশুল ও আরবের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের জন্য দুই পয়সা মাশুল লাগে বিদেশীয় ডাক প্রতিদিন রওয়ানা হয় না। যখন জাহাজ যাত্রা করে, কেবল তখনই বিদেশীয় ডাক রওয়ানা করা হয়। চিঠিপত্র রেজিষ্টারীর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু নোট পাঠান নিরাপদ নহে।

অদ্য পোষ্ট অফিসে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানের পত্রাদি প্রেরণ করিলাম এখানে ডাকের বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে চিঠির সহিত টিকেটের মূল্য ডাকখানায় দিয়া আসিতে হয় প্রেরকের সম্মুখে চিঠির উপর টিকেট

লাগাম হয় না। সুতরাং অনেক সময় চিঠিপত্র ডাকখানার বাহিরে যায় না। ডাকের কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকেটের মূল্য আত্মসাৎ করিয়া পত্রগুলি নষ্ট করে।

অদ্য বৈকালে অশ্বতর পৃষ্ঠে জেন্নাতুল মোয়াল্লা জেয়ারত জন্য রওয়ানা হইলাম এবং হজরত আমেনা, হজরত খোদেজা, হজরত আবদুল মত্তালেবের মকবেরা জেয়ারত করিলাম তৎপরে মৃত্তিকার ঘর নিয়ে একটী প্রাচীন মকানে উপস্থিত হইলাম ঐ স্থানে জেনগণ আঁ হজরতের নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে ঐ মছজেদুল জেনে দুই রেকাত নফল নামাজ আদায় করিয়া আমরা পুনরায় মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম যে স্থানে আঁ হজরত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন পথিমধ্যে সেই স্থান সসম্মানে জেয়ারত করিলাম এই স্থান তুর্কী গভর্ণমেণ্টের সময় হইতে অতি মূল্যবান্ গালিচা প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে শোভিত আছে। এখনও বহুলোক জেয়ারতের জন্য ঐ স্থানে আগমন করিয়া থাকে

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মক্কটের নেতা খান বাহাদুর নছিব ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তাঁহার নিকট অবগত হইলাম যে, মক্কটের বাদশাহ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ বশীভূত।

২২শে আগষ্ট—

অদ্য মাননীয় সেবী আবদুল কাদের ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পবিত্র কাবার কুঞ্জিকা ইঁহাদের নিকট পুরুষানুক্রমে গচ্ছিত হইয়া আসিতেছে। কুঞ্জিকা সংরক্ষণার্থ একটী বৃহদাকার দ্বিতল গৃহ প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাকাল হইতে এই পরিবার উক্ত চাবী সংরক্ষণের জন্য সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। সেবী ছাহেবের বয়স অনূ্যন ৮০ বৎসর। তিনি কাবা শরিফের যে বর্ত্তমান বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন, তাহা হৃদয়-বিদারক। তিনি

আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ধনী ও উদারচেতা মোছলমানদিগকে কাবা শরিফের বর্ত্তমান দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আমরা যেন তাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম, বর্ত্তমান শরিফ কাবা শরিফের জন্য আশানুযায়ী খরচ পত্র দিতে অসমর্থ হেরম শরিফের রওনক (১ অর্থাভাবে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে সন্ধ্যাকালে যে সমস্ত হাজি নামাজের জন্য হেরম-শরিফে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের জন্য আর নামাজের কোন বন্দোবস্ত নাই। সন্ধ্যার পর মগ্‌রেবের নামাজান্তে আলোক অভাবে কোন লোক স্বীয় রফিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। হেরম শরিফের মধ্যে জায়তুন তৈলের বাতি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তৈলের অল্পতাহেতু হাজি-গণের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। যে সমস্ত খাদেম আছেন তাঁহারা বহুকাল হইতে স্ব স্ব প্রাপ্য পাইতেছেন না। এমন কি, সেবীর সঙ্গীয় ব্যক্তিগণও কাবাগৃহের সংরক্ষণ জন্য যথারীতি পুরস্কৃত হন না। হেজাজের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ভারতীয় ধনশালী প্রত্যেক মোছলেমের হেরম শরিফের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত

সেবী ছাহেবকে আমরা উত্তরে জানাইলাম যে, ভারতবর্ষীয় মোছলেমগণ অবগত নহেন যে, অর্থাভাব হেতু হেরম শরিফের তত্ত্বাবধানের কোন প্রকার ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার জন্য তুর্কীর সোলতান হেজাজের শরিফ আমির ও শেখগণই যথেষ্ট। হেজাজের বহি-র্ভাগ হইতে এখানে কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যকতা আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন আজমীর শরিফ এবং অন্যান্য স্থানের জন্য

(১) শোভা।

ভারতবর্ষীয় মোছলেমগণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, যে স্থান জগতের শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বদেশে সম্মানিত এবং সমগ্র ইছ্‌লাম জগতে পূজিত, সেই স্থানের জন্য কাহারও চিন্তা নাই, তাহার উন্নতিকল্পে সাহায্যার্থ কাহারও চেষ্টা নাই।

আমাদের নেতৃগণ প্যারিশে গিয়া অনর্থক কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না; আমাদের বাদশাহগণ বিলাত ভ্রমণে বা বিলাস ব্যসনে সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে স্থান হইতে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, যে স্থান হইতে সভ্যতা-রশ্মি দিগ্‌দিগন্তর বিস্তৃত হইয়াছে যে স্থানে হজরত আদম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শত সহস্র নবী পয়গম্বরের জন্ম দ্বারা ধন্য ও সম্মানিত হইয়াছে, এক কথায় বলিতে গেলে, যে স্থানের গৌরবে মোছলেম গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই স্থানের জন্য তাঁহাদের বা অন্য কোন মোছলেমের প্রাণ বিচলিত হইতেছে না। মোছলমানের অবনতির সহিত তাহাদের বিদ্যা, ধন, সভ্যতা সবই বিদায় লইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও হেজাজে ইছ্‌লামের গৌরব অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান তাই বলি, ভাই মোছ্‌লেম্‌গণ একবার অলসতা ত্যাগ কর, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, একবার মহাপুরুষের নাম স্মরণ কর তোমাদের প্রতি সমস্ত পৃথিবী নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া আছে। তোমরা কি জান না যে, ইছ্‌লাম রবি পুনঃ উদিত হইয়া স্বীয় ভাস্বর আলোকে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিবে? যদি প্রকৃত উম্মত নাম বাচ্য হইতে চাও, যদি মোছলেম বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, যদি খোদাওন্দ করিমের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাও, যদি ধরাবক্ষ হইতে অসত্য বিদুরিত করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে এস, একবার সেই প্রেমিক-প্রবর হজরতের (দঃ) প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বস্তু সংরক্ষণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও;

উহার গৌরব রক্ষার জন্য দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ কর আবার দিগ্-দিগন্তে মোছ্লেম ধ্বজা উত্থিত হউক। ' আবার ইছ্লাম আল্লাব বাণীতে পৃথিবীর দূরদূরান্ত মুখরিত করুক আমার অনুরোধ, অতি বিনীত অনুরোধ সমস্ত জীবন কালের মধ্যে সামর্থ্য থাকিতে একবার ঐ পবিত্র স্থানটী স্বচক্ষে দর্শন কর এই স্থানই হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইছ্মাইল, হজরত রছুল করিম জীবন পণ করিয়া, অগণিত শত্রুর মধ্যে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই একত্বের বীজ বপন করিয়া স্পেন হইতে সুমাত্রা পর্য্যন্ত নানাবিধ জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন এ স্থানের একজন মহাপুরুষ পৃথিবীর মধ্যে যেরূপ বিলোড়ন সংঘটন করিয়াছেন, জগতের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম সমবেত হইয়াও তাহার সমকক্ষতা করিতে অসমর্থ। এক সত্যতাই ইছ্লামের মূল। ইহারই প্রভাবে আজ ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ লোক ইছ্লামের বিজয় বৈজয়ন্তী তলে দাঁড়াইয়া মহা সত্য ঘোষণা করিতেছে একটী আত্মা দ্বারা যদি এমন অভাবনীয় কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, তবে কেন ভাই মোছলেমগণ, অনর্থক মোহনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছ? তোমরা কয়েকটী আত্ম যদি জীবন পণ করিয়া ইছ্লামের সত্যতা বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হও, আমার বিশ্বাস, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশও অগৌণে তোমাদের সত্যবাণীর অনুসরণ করিবে

ইতিহাস বিখ্যাত "গারে-হেরা" মক্কা নগরী হইতে চারি মাইল দূরে "জেবল নূর" নামক পর্ব্বতোপরি অবস্থিত "গারে হেরা" ছুফি জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে আঁ হজরত জীবনের প্রথম ভাগে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন ও একাগ্রতার সহিত আত্মচিন্তা করিতেন এই স্থানেই তিনি ঐশী বাণী প্রাপ্ত হন সাধারণের বিশ্বাস, আঁ হজরত কেবল

বক্তৃতা দ্বারাই সময় যাপন করিতেন ও শরিয়ৎ পালন জন্যই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তার কথা অনেকেই অবগত নহেন।

তিনি যেমন দিবাভাগে বাহ্য জগৎ লইয়া আন্দোলন করিতেন, তেমন রাত্রিকালে 'গারে হেবার' গাঢ় তিমিরে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিয়োজিত থাকিতেন তিনি রমজান মাস প্রায়ই 'গারে হেরা' মধ্যে অতিবাহিত করিতেন তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারেই উক্ত মাস এবাদতের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাঁহার মধ্যে শরিয়ৎ ও মারফৎ উভয়ই পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল তিনি পয়গম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং লোকের হেদায়েত জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হইত সাধারণতঃ লোকে শরিয়ৎ ও মারফৎ উভয় শিক্ষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না আঁ হজরতের সংসর্গে হজরত আবুবকর ও হজরত আলী অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরত আবুবকর যেমন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি সমাজ ও গার্হস্থ্য নীতি প্রভৃতি বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। হজরত আলী কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক নীতি লইয়াই সময়ক্ষেপ করিতেন রাজনীতিতে তাঁহার দক্ষতা ছিল না আঁ হজরতের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তাঁহার উপর সর্ব্বশেষেই শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তিনি অকৃত-কার্য্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সংসারে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই যাঁহারা আধ্যাত্মিক গুণে বিভূষিত তাঁহারা দুনিয়াবী চতুরতা হইতে দূরে অবস্থিত এবং অন্যদিকে যাঁহারা সংসারী বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা আত্মচিন্তা করিতে পরাঙ্মুখ। আঁ হজরত এই উভয় গুণেরই সমান অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তিনি যেমন আদর্শ ছুফি ছিলেন, তেমনি আদর্শ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন আত্মচিন্তার জন্য 'গারে হেরাই'

তদীয় চিল্লার (১) কাজ করিত এই স্থানেই তিনি একোদ্দেশ্যে চিন্তা নিরত থাকিতেন ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতেন। এখানেই তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি সৃষ্টি-কর্তার অনন্ত দয়ার অনন্ত মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সেই চিন্তাবলে দয়াময়ের সান্নিধ্যলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন

অদ্য পুনরায় আমরা কাবা তওয়াফ করিলাম এবং মকামে ইব্রাহিম নামক স্থানে নফল নামাজ আদায় করিলাম হাজিগণ প্রতিদিন প্রায় সারা দিবারাত্র কাবা পাক তওয়াফ করিয়া থাকে স্থানীয় লোকেরা কোন শুভ কাজের অনুষ্ঠান করিতে হইলে কিংবা কোন বিপদ হইতে পানা মাঙ্গিতে হইলেই এখানে আসিয়া তওয়াফ করে। পৃথিবীর আদিকাল হইতেই এই তওয়াফ রীতি প্রচলিত আছে মোশরেক ও মোমেন সকলেই এই পবিত্র গৃহের সম্মান করিয়া আসিতেছে তওয়াফ কালে বিশেষ বিশেষ দোওয়া পড়িবার নিয়ম আছে। উহার স্থূল মর্ম্ম, "কাবাগৃহকে সাক্ষী রাখিয়া সমস্ত গোনাহ হইতে দূর থাকা ও কৃত অপরাধের জন্য খোদাওন্দ করিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।"

কথিত আছে, একদা একটি স্ত্রীলোক কাবাগৃহের মধ্যে লোবান জ্বালাইতেছিল লোবান-দান হইতে কাবার আবরণ বস্ত্রে আগুন লাগিয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছাদের কতক অংশ পুড়িয়া যায়। পরে বন্যার জলে উহার প্রাচীর ভগ্ন হইয়া পড়ে কাবার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কোরায়েশ-গণ ইহার পুনর্নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হয়। কাবার প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সাবেক বুনিয়াদের উপর শাবল দ্বারা আঘাত করিলে উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। এই নিমিত্ত তাহারা আদিম ভিত্তিতে

---

(১)। নির্জ্জন বাস।

হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহারই উপর নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিল ইতিমধ্যে আফ্রিকাদেশে রোমকদিগের গির্জ্জা মোশরেকগণ পুড়াইয়া দিয়াছিল রোম সম্রাট্ জনৈক খৃষ্টান বণিকের জাহাজে উহার পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ছঙ্গে মরমর ও কাষ্ঠ প্রভৃতি পাঠাইতেছিলেন জাহাজখানি জেদ্দার মোহনায় পৌঁছিলে প্রবল তরঙ্গাঘাতে চড়ায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায় মাবিয়ার পুত্র অলিদ কতিপয় কোরায়েশ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠগুলি ক্রয় করিয়া লন কবাতি বংশীয় জনৈক সূত্রধর উক্ত কাষ্ঠ দ্বারা কাবাগৃহের ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় কোরায়েশগণ হজরত ইব্রাহিমের অনুকরণে কাবা নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই তিনি হাতিমের দিকে যে পরিমাণ দীর্ঘ করিয়াছিলেন, কোরায়েশগণ তাহা হইতে সাত হাত কম করিয়াছিল হজরত ইব্রাহিম কাবাকে ৯ হাত উচ্চ করিয়াছিলেন কোরায়েশগণ তদুপরি আরও ৯ হাত বাড়াইয়া মোট ১৮ হাত উচ্চ করিল হজরত ইব্রাহিমের সময় কাবা প্রাচীর ভূমি সংলগ্ন ছিল ; কোরায়েশগণ তাহা ভূমি হইতে উচ্চ করিল

এজিদের মৃত্যুর পর আবদুল্লা কাবার উচ্চতা আরও ৯ হাত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১০৩৯ হিজরী সনে অতিবৃষ্টি হেতু বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল উহাতে কাবাগৃহের দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তুরস্কের তৎকালীন সোলতান ও তৎপুত্র সোলতান মুরাদ খান স্তাম্বুল হইতে রাজমিস্ত্রী ও উপকরণাদি প্রেরণ পূর্ব্বক ১০৪০ হিজরীতে কাবার পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন ইঁহাদেরই নির্ম্মিত কাব বর্ত্তমান সময়ে যাত্রীদিগের এবাদত ও তওয়াফের স্থল।

কাবাগৃহটী চতুষ্কোণাকৃতি একটী বৃহৎ হর্ম্ম্য ইহা একটী কাল চাদর দ্বারা আবৃত। উহার সমস্ত অবয়বে "ইয়া আল্লা" লিখিত আছে। ঐ লেখা কাপড়ের বুনানীর সহিত পরিস্ফুট,—কোন প্রকার রং দ্বারা

লিখিত নহে। অতি পাকিজার সহিত এই বুনন কার্য্য সম্পন্ন হয়। হজ্জব্রতের পূর্ব্বেই মিশর গভর্ণমেন্ট সৈন্য সামন্ত সহ অতি ধুমধামের সহিত এই আবরণ খানি স্বর্ণপাত্রে করিয়া পবিত্র কাবাগৃহে পাঠাইয়া দেন হজ্জ সমাপনান্তে পূর্ব্ব আবরণ খানি কাবাগৃহ হইতে অপসারিত ও নূতন আবরণ খানি উহাতে সংযোজিত হয়। পূর্ব্ব আবরণ খানি সেবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ অতি উচ্চ মূল্যে ইহার অংশ সকল বিক্রয় করিয়া থাকেন হাজিগণ এক এক টুকরা লইতে ১০৲, ২০৲, ৫০৲ টাকা দিতে কুণ্ঠিত হন না ইহা অতি পবিত্র বস্তু মোছলেমগণ তবর্রূক স্বরূপ ইহ অতি যত্নে সংরক্ষণ করেন ও কেহ কেহ কাফনের সহিতও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এমনের বাদশাহ্ সর্ব্বপ্রথম কাবাগৃহে চাদর সংযোজিত করিয়াছিলেন আঁ হজরতও ইমনী পর্দ্দা লাগাইতেন হজরত ওমর মিশর হইতে কবাতী পর্দ্দা প্রস্তুত করাইয়া আনাইতেন তৎপর হইতে প্রত্যেক খলিফা চাদর যোগাইতেন মিশরের বাদশাহ্ সোলতান ছালেহ পর্দ্দার জন্য দুইটী পরগনা ওয়াকৃফ করিয়া দিয়াছিলেন। মিশরের খেদিভ-গণ উক্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তি দ্বারাই গেলাফের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন যখন তুরস্ক সোলতান সেলিম খাঁ জানিতে পারিলেন যে, উক্ত আয় দ্বারা গেলাফের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, তখন তিনি আরও কয়েকটি পরগনা উক্ত ওয়াকৃফের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন তদ্দারাই উহার ব্যয় অদ্যাপি নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, কাবাগৃহের বা হেরমের সংস্কার কার্য্যে ভারতীয় মোছলমানগণ যোগদান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে এখনও অগ্রসর হন নাই আবদুল্লা এব্‌নে জোবের কাবাগৃহের স্তম্ভের উপর সোণার তবক লাগাইয়া-ছিলেন। আবদুল মালেক এব্‌নে মারওয়ান ও তৎপর আমিন-অর-রসিদ

অপরিমিত অর্থ ব্যয়ে কাবাগৃহের দরজা ও চৌকাট স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন

কাবামন্দিরে একটী মাত্র দরজা আছে। ঐ দরজার চাবি সেবীর নিকট রক্ষিত যদি কেহ উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে চান, তবে তাঁহাকে সেবী বা তাঁহার নিয়োজিত লোকদিগের অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশের জন্য প্রত্যেক হাজিকে ১০৲ বা ১৫৲ টাকা খরচ করিবার আবশ্যক হয় যদিও এক্ষেত্রে টাকা পয়সা আদান প্রদান যুক্তি সঙ্গত নহে, তথাপি অভাব হেতু ইহা প্রচলিত হইয়াছে। আমরা বিনা ব্যয়ে যাওয়ার অনুমতি স্বয়ং সেবী ছাহেব হইতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু উক্ত পাবগৃহে প্রবেশ করা সমীচীন মনে করি নাই প্রবেশের সময় এত ভিড় হয় যে, কাবাগৃহের সম্মান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে একের কাঁধের উপর অপরে চড়ে এবং ধাক্কা খাইয়া কেহবা ভিতরে কেহবা বাহিরে পড়িয়া যায় মোট কথা, যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঐখানে প্রবেশ করা উচিত, তাহা হয় না কেহ কেহ কাবগৃহে প্রবেশ করিয়া উপরে, নীচে, চারিদিকে তাকাইতে থাকে ইহা বেআদবীর একশেষ। যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ও সম্মানিত, সেই স্থানে এইরূপ ব্যবহার অতি গর্হিত আমি স্বয়ং হাজিগণের মুখে শুনিয়াছি যে কেহ কেহ ঔৎসুক্য হেতু কাবগৃহে প্রবেশ করত উপর দিকে তাকাইয়াছিল এবং তাহার ফলে এক সপ্তাহ মধ্যেই উহাদের চক্ষু হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করে ও কাবাশরিফ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাড়ীতে না পৌছিতেই তাহাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় আমি কুতুবদিয়ার জনৈক হাজিকে স্বয়ং অন্ধ দেখিয়াছি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, কাবাগৃহে প্রবেশ করত লোকের নিষেধ সত্ত্বেও উর্দ্ধদিকে তাকাইবার ফলে তিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে

যতগুলি হাজি এইরূপ বেআদবী প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে

আমরা মক্কা শরিফে অবস্থান কালে প্রায় প্রতিদিনই কাবাগৃহ তওয়াফ করিতাম ও প্রায় প্রতি ওয়াক্তেই হেরম শরিফে আসিয়া নামাজ আদায় করিতাম এতদ্দেশে জমায়াত লইয়া যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হয়, মক্কা ও মদিনা শরিফে সেরূপ সঙ্কীর্ণতা দেখা যায় না। নামাজিগণ বিনা আপত্তিতে যখন যে জামায়াত উপস্থিত পান, তখনই সেই জমায়াতে শরিক হন। চারি মহল্লার জন্য পৃথক পৃথক এমাম নিযুক্ত আছেন হানিফী এমাম সংখ্যা ৬০ জন, শাফেয়ী ২০, মালেকী ১০ এবং হাম্বেলী ৬। এক জমায়াতে ৩০,০০০ ব্যক্তি নামাজ আদায় করিতে পারেন নামাজীদিগের মধ্যে নানা দেশ ও সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত থাকেন, যথা তুর্কী, আরবী, বর্ম্মী, চীনী, হিন্দী, যাভী, আজমী বোখারী কাবুলী, বেলুচী, মগরেবী, কুর্দী, শামী, রুমী, ইরাকী, মিছরী, ইউরোপী ইত্যাদি। জুম্মার নামাজের জন্য প্রত্যেক মজহাবের পৃথক পৃথক এমাম আছেন উঁহারা পর্য্যায়ক্রমে নামাজ পড়েন হজ্জের সময় কখনও লক্ষাধিক লোক জমায়াতে শরিক হন ইহা হেরম শরিফের একটী জেন্দা মাজেজা বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। স্ত্রীলোকদিগের নামাজের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কাবাশরিফের মিনারায় চারিদিকে মোয়াজ্জেনগণ সুললিত স্বরে আজান দিয়া থাকেন

খোদ্দামে হেরম।

হেরমের কার্য্যে এমাম, খতীব, মোয়াজ্জেন ও হাফেজ ব্যতীত বহু সংখ্যক মশালচি ও ঝাড়ুকশ নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক দ্বারে এক কিম্বা দুইজন বাওয়াব বা দ্বারবান নিযুক্ত আছে উঁহারা জায়েরীনদিগের জুতার হেফাজত করে। উঁহাদের প্রশংসা এই যে, প্রত্যহ সহস্রাধিক হোজ্জাজ ছাতা, ছড়ি ও জুতা উঁহাদের হেফাজতে রাখিয়া নামাজে শরিক

হন প্রত্যাগমন কালে দ্বারবানগণ উঁহাদের চেহারা দেখিবামাত্রই প্রত্যেকের জুতা প্রভৃতি বাছিয়া দিতে সমর্থ হয়। কোন প্রকার টিকেটের বন্দোবস্ত না থাকিলেও কখনও বিলম্ব বা ভুল হইতে দেখা যায় না। খোদ্দামগণ মাসিক বেতন ব্যতীত পূর্ব্বে তুর্কী গভর্ণমেণ্ট হইতে যাবতী ব্যয় ও খেয়াক পাইতেন হেরম শরিফের জন্য তুর্কী গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতেন

ইহুদি ও নাছরার মোকাদ্দছ স্থান সমূহে উহার দশমাংশও ব্যয়িত হয় কিনা সন্দেহ

হাজরে আছওয়াদ।

এই পাক প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৭ ইঞ্চি ইহা মৃত্তিকা হইতে চারি ফিট উচ্চে কাবাগৃহের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে দেওয়ালের বহির্দ্দিকে প্রোথিত এই কোণ হইতেই তওয়াফ আরম্ভ হয় ও এইখানেই শেষ হয়

হাতিম।

পূর্ব্বে ইহা কাবাগৃহের অন্তর্গত ছিল উহার সংস্কারের পর এই স্থানকে তাহা হইতে পৃথক করা হইয়াছে ইহা খানায়ে কাবার সংলগ্ন ও উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানকে মোতাবার্রক (১) জ্ঞানে অনেক জায়েরীন এখানে নফল নামাজ আদায় করেন

মকামে ইব্রাহিম।

খানায়ে কাবার পূর্ব্বদিকে তওয়াফ ভূমির সংলগ্ন স্থান 'মকামে ইব্রাহিম' নামে অভিহিত ঐ স্থানে যে প্রস্তর খণ্ডটি আছে, তাহার উপর দাঁড়াইয়া

(১) পবিত্র।

হজরত ইব্রাহিম কাবার তামীর (গঠন কার্য্য) করিয়াছিলেন। মকামে ইব্রাহিম অতি মোতবার্রক স্থান বলিয়া পরিগণিত জায়েরীন তওয়াফের পর এই স্থানে নফল নামাজ আদায় করিয়া থাকেন। এখানে দোওয়া কবুল হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

চাহে জম্‌জম্।

কাবা পাকের পূর্ব্বদিকে মকামে ইব্রাহিমের নিকট পবিত্র জম্‌জম্ কূপ অবস্থিত ইহার জল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ইহা পাকাশয়ের সর্ব্বব্যাধির মহৌষধ। এই কূপ হইতে প্রতিদিন সহস্রাধিক গ্যালন জল উত্তোলিত হয় তবুও উহার হ্রাস দৃষ্ট হয় না আভ্যন্তরীন কোন নহরের সহিত ইহার সংযোগ আছে বলিয়া অনেকের ধারণা ইহার গভীরতা ৬০ গজ এবং ইহার মুখের প্রসার ৪ গজ। হোজ্জাজ ইহার জল অতি শ্রদ্ধার সহিত পান করেন এই পাক পানিতে অনেকে নয়নসুক কাপড় সিক্ত করিয়া কাফন স্বরূপ ব্যবহার জন্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যান। অসংখ্য টিনের পাত্রে জম্‌জমের পানি নানা দেশে প্রেরিত হয় ইহা তবর্‌রুক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার স্বাদ ঈষৎ কষায়। ফজরের নামাজান্তে অনেকে আদরের সহিত খাড়া হইয়া এই জল পান করেন ইহাতে পাকাশয়ের ক্ষতি না করিয়া বরং উহাকে সুস্থ রাখে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই পানিতে ব্যাধিনাশক কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে।

গেলাফে কাবা।

প্রাচীন কালে যখন মিশর দেশ তুর্কী সোলতানের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল, তখন হইতেই এই গেলাফ মিশর হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত। সোলতানের প্রাপ্য হইতে এই বহুমূল্য গেলাফের মূল্য কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট খাজানা সোলতানের দরবারে প্রেরণ করিবার আদেশ ছিল।

সোলতানের কর্ত্তৃত্বের অবসান হইলেও আজ পর্য্যন্ত মিশর হইতে গেলাফ আসিবার পক্ষে কোন বাধা ঘটে নাই।

চেরাগ।

হেরম শরিফের মধ্যে অগণিত চেরাগ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আছে। ঐগুলি কাচের গোলকের মধ্যে সুরক্ষিত তাহাতে জয়তুন তৈল জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে গোলকগুলি তওয়াফ ভূমির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে দোলায়মান গোলকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তওয়াফ ভূমিতে	২৪৫
মেহরাবে	৩০০
মছল্লা চতুষ্টয়ের উপর	১২০
মিনারের উপর	৬০
মকামে ইব্রাহিম	৩০
জম্‌জম্ কূপে	৩৫
অন্যান্য স্থানে	২১০

কবুতর।

হেরম শরিফের মধ্যে বহুসংখ্যক কবুতর দৃষ্ট হয়। হোজ্জাজ ইঁহা-দিগকে যব ও গোধূম খাওয়াইতে আনন্দ বোধ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি কবুতরের একত্র সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও চবুত্রা (১) বা কাবা পাকের গেলাফ কখনও অপরিষ্কৃত হইতে দেখা যায় না। এত দেশে কোন স্থানে দুই চারিটী কবুতর থাকিলেও স্থানটি গলিজ হইয়া উঠে। হেরম শরিফে শত সহস্র কবুতর সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না।

মক্কা শরিফের মাহাত্ম্য।

মক্কা নগরী মোছলেম জগতে অতি পবিত্র স্থান এই স্থান শেষ

নবীর জন্মস্থান ও ইছ্‌লামের কেন্দ্রভূমি। এখানে পবিত্র কাবা অবস্থিত। এখানে হজরত ইছ্‌মাইলের (আঃ) পবিত্র সমাধি স্থান। এখানে নির্ব্বাসিতা ইছ্‌মাইল জননী হাজেরার প্রতি বিভু অনুগ্রহের স্মৃতিচিহ্ন পূত-সলিল জম্‌জম্‌ কূপ বিরাজমান। ইহার অনতিদূরে মিনার উপত্যকা ভূমিতে হজরত ইব্রাহিমের বিভুঃপ্রেমের অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্থান নিকটবর্ত্তী আরফাত ভূমি আদম-হাওয়ার (আঃ) মিলন স্থান এই স্থান পবিত্রতার আধার। এই স্থানই মোছ্‌লেম জগতের বাৎসরিক সম্মিলন স্থান হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী

হেরম শরিফে অনেকগুলি দরজা আছে। প্রত্যেকটীর আকৃতিই একরূপ। তজ্জন্য আগন্তুকদিগের পক্ষে উহার প্রবেশ দ্বার নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা কষ্ট সাপেক্ষ। হেরম শরিফের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। উহাতে লক্ষাধিক লোক সমাবিষ্ট হইতে পারে। বৃহৎ জমায়াতে শারিক হইলে এবং অভিজ্ঞ লোক না থাকিলে নবাগত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দরজা ঠিক করিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তথায় এদেশের কোন স্বেচ্ছাসেবক বা কর্ম্মচারী নাই, যাহার নিকট এইরূপ পথভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপদেশ লইতে পারে। আমাদের একজন সঙ্গী সমস্ত দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া অবশেষে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত জনৈক যাত্রীর সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁহারই সাহায্যে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়।

হেরম শরিফ সংস্কারের অভাব হেতু ক্রমে শোভাহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার আভ্যন্তরীন চাকচিক্য দিন দিন অদৃশ্য হইতেছে। ইহার তুলনায় মদিনা মনুওয়ার রওজা শরিফ সমধিক শ্রীযুক্ত ও সৌষ্ঠবশালী।

মক্কা মোয়াজ্জমার ভার বরাবরই স্থানীয় শরিফের উপর ন্যস্ত ছিল এবং এখনও আছে। তাঁহার মনোযোগিতার অভাব হেতুই হউক কিংবা

অসামর্থ্য বা কার্পণ্য হেতুই হউক, হেরম শরিফের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়-তর হইতেছে বলিতে হইবে। ভারতে যে সকল ধনকুবের আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই জগদ্বিখ্যাত পবিত্র হেরম শরিফের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে পারেন এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া মোছলেম জগতে সম্মানিত হইতে পারেন। তাঁহাদের দৃষ্টি একবার এই পুণ্যভূমির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক

মক্কাবাসগণ হেরম শরিফ তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্তে তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন। অনেকেই মনে করেন যে অনতিবিলম্বেই কোনরূপ একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিবে অর্থ কৃচ্ছ্রতা হেতু শরিফ ছাহেব শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিতে অক্ষম জেদ্দা শরিফে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়, তজ্জন্য শুল্ক দিতে হয় উক্ত শুল্ক শরিফ ছাহেবের প্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন জেদ্দা বন্দরের অতি নিকটে একটী কোয়ারেন্টিনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য যাত্রীদিগের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ। এতদ্ব্যতীত হজ্জ যাত্রীদিগের নিকট হইতে উটের যে ভাড়া লওয়া হয়, তাহারও একাংশ শরিফ ছাহেবের প্রাপ্য। উহার আর একাংশ মোয়াল্লেমের প্রাপ্য এবং কিয়দংশ শেখুল জাম্মালের প্রাপ্য। অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, দরিদ্র উষ্ট্রচালককে তাহারই উপর নির্ভর করিতে হয়।

হজ্জব্রত সমাপন জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে মোছলেমগণ এই দূরদেশে আসিয়া উৎপীড়িত হয়, হতাহত হয় ও অনেকে শুশ্রূষা, ও তত্ত্বাবধান অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবল 'দীনের' জন্য, কেবল ইছলামের আদেশ পালন জন্য লক্ষ লক্ষ লোক ধন-সম্পত্তি, পুত্র-পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র খোদাতায়ালা করিমের রহমের উপর নির্ভর করিয়া সহস্র সহস্র যোজন দূরে আসিয়া শত্রুগণ দ্বারা লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হয়। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট অঙ্গে দ্বিতীয় পাদ

প্রতি বৎসর বিনা অপরাধে অনর্থক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার গণনা করিবে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই যে লক্ষ লক্ষ দুর্ব্বল প্রাণ প্রতি বৎসর তপ্ত বালুকার উপর পরিচর্য্যা অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাঁহাদের জন্য কোন সভাসমিতি এই পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপও করেন নাই মোছলেম জগতের পক্ষে ইহা কি কর্ত্তব্য নহে যে, কোন সমিতি গঠন করত হাজীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে অকালে কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করেন? কত দাতব্য ঔষধালয় কত দেশে স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, কত শত সহস্র মুদ্রা দুর্ভিক্ষাদি নিবারণকল্পে ব্যয়িত হইতেছে, আর এই নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের জন্য কি কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না? আয় খোদাওন্দ। তোমার কি এই ইচ্ছা যে তোমার নাম লইয়া, তোমার প্রেরিত মহাপুরুষের আদেশ পালন করিবার জন্য অগণিত ধর্ম্মপরায়ণ নিঃসহায় মোছলেম প্রতি বৎসর এভাবে প্রপীড়িত হইতে থাকিবে? একবার তাহাদের উপর তোমার করুণাবারি বর্ষণ কর, সত্যের ধ্বজা অনন্ত আকাশে উড্ডীন হউক, ভ্রাতৃবৎসলতার আদর্শ সমস্ত পৃথিবীতে অনুসৃত হউক; ইছলামের সত্যতা প্রতি ঘরে ঘরে ঘোষিত হউক; একত্ব সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হউক; সার্ব্বভৌমিক প্রেমিকত্ব প্রতি হৃদয়ে জাগরিত হউক, তোমার অনন্ত মাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত হউক।

মক্কা একটী অতি প্রাচীন সহর। এখানে এমন অনেক পুরাতন এমারত আছে, যাহা দ্বারা ইহার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কীদিগের সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শরিফ ছাহেবের ও ইংরেজের যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এখানকার অনেক প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়াছে। লোক জনের অবস্থা যুদ্ধের পর হইতে অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হজ্জব্রতে অধিক লোক

সমবেত হইত না তজ্জন্যই মক্কাবাসিগণ দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছেন। হজ্জব্রতই ইহাদের একমাত্র জীবনোপায় হাজিগণ বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া এদেশবাসীর স্বচ্ছন্দতা সাধন করে যাত্রী না আসিলে হাটবাজার বন্ধ হয়, ব্যবসায় নষ্ট হয়, জিনিসপত্রের বিনিময় চলে না দারিদ্র্যপীড়ন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এই সহরে অনেক মোছলেমের বসতি তাহাদের অবস্থা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল প্রত্যেকেরই দ্বিতল ত্রিতল সুশোভিত সুবিস্তৃত প্রাসাদ ছিল এখন অর্থাভাব হেতু এগুলি ক্রমে বিক্রীত হইতেছে কোন কোন গৃহের কাষ্ঠের সরঞ্জামাদি জ্বালানী কাঠরূপে ব্যবহৃত হইতেছে৺ সংস্কার অভাবে কোন কোন গৃহ ভূপতিত হইতেছে পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বৈদেশিক আমদানি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে মোট কথা, সহরের চাকচিক্য দিন দিন কমিয়া আসিতেছে

মক্কা শরিফের ফজিলত সম্বন্ধে নানাবিধ হাদিছ বর্ণিত আছে। এই স্থান অন্যান্য স্থান হইতে অনেক কারণে শ্রেষ্ঠ এখানেই আঁ হজরতের জন্মস্থান এখানেই তিনি নবুয়ত পাইয়াছিলেন এই স্থানেরই ন্যায় কও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল এই স্থানেই কাবাশরিফ অবস্থিত ও সমগ্র মোছলেমের কেবলা বলিয়া গৃহীত নিম্নে কয়েকটী হাদিছ বর্ণিত হইল :—

(১) মক্কা মোয়াজ্জমা মদিনা তাইয়েবা ও বাইতল মোকাদ্দছ ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত স্থান 'দজ্জাল' পয়মাল করিবে ফেরেস্তাগণ উক্ত তিনটী স্থানের দ্বার সমূহের হেফাজত জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে।

(২) মক্ক শরিফের একটী রোজা অন্যস্থানের লক্ষ রোজা রাখার তুল্য, এক খতম কোরাণ লক্ষ খতমের তুল্য

(৩) হাশরের দিন সর্ব্বাগ্রে আঁ হজরত (দঃ), আবুবকর (রা), তৎপর হজরত ওমর (রাঃ) তৎপর জেন্নাতুল বাকির "মদফুন" (১) সমূহ এবং তৎপর মক্কাবাসিগণ আহুত হইবেন

কাবা শরিফ জেয়ারতের ফজিলত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হাদিছ সমূহ বর্ণিত আছে :—

(১) যখন কেহ হজ্জ্‌যাত্রার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তখন আল্লাতালা উহার জিম্মাদার ও জামিন হন। যদি কেহ হজ্জ্‌ সমাপনান্তে ফিরিয়া আইসে, আল্লাতালা তাহাকে পরিশ্রমের ফল প্রতিদান করেন, আর যদি উহার মৃত্যু হয়, তবে উহার রুহ্‌ জেন্নতে দাখিল হয়

(২) যে ব্যক্তি কাবা শরিফ জেয়ারতের নিয়ত করিয়াছে এবং পথিমধ্যে কোন নিষিদ্ধ কার্য্য করে নাই, সে যেন মাতার উদর হইতে (নিষ্পাপ) বহির্গত হইয়াছে

(৩) যে ব্যক্তি সাতবার খানায়ে কাবা তওয়াফ করে ও দোওয়া কালাম ব্যতীত অন্য কথা না বলে, তাহার দশটী গুনাহ্‌ মাপ হয় ও দশটী নেকী লিখিত হয় এবং তাহার জন্য (বেহেস্তের) দশটী দরজা বোলন্দ হয়।

মক্কাবাসিগণ সাধারণতঃ হ্রস্বকায় ও অধিকাংশই ঈষৎ মলিন বর্ণ তাহাদের স্বভাব উগ্র বাক্‌চতুরতা অত্যধিক সত্যপ্রিয়তা, পাত্রবৎসলতা ও আতিথেয়তায় ইহারা মদিনাবাসী হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট মদিনাবাসিগণ সাধারণতঃ দীর্ঘকায়, অধিকতর সৌন্দর্য শালী, ধর্ম্মপরায়ণ মিষ্টভাষী, দয়ালু ও অতিথি ভক্ত। প্রাচীনকালের কোরায়েশ ও আনছারীদিগের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইত, বর্ত্তমান সময়েও মক্কা ও মদিনাবাসীদিগের মধ্যে সেরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আঁ হজরতের (দঃ) ছোহবতে (সংসর্গে)

(১) সমাধিস্থ ব্যক্তিগণ।

থাকিয়া আনছারী ও মোহাজেরিণগণ যেরূপ চরিত্রগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মদিনাবাসীদিগের ব্যবহারে এখনও সেই পবিত্র ছোহবতের ঈষৎ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও মদিনা ভূমিতে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা একমাত্র আঁ হজরতের স্মৃতির উপর দেহ মন উৎসর্গ করেন। পক্ষান্তরে দুঃখের বিষয় এই যে, মক্কা নগরীতে এখনও অনেক মোছলেম দৃষ্ট হয় যাহারা এ যাবৎ আরফাত প্রান্তরে উপস্থিত হন নাই বা হেরম শরিফে পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করিবার অবসর পান নাই।

মক্কার বাজার।

হেরম শরিফ হইতে অল্প দূরে প্রশস্ত বাজার অবস্থিত। সেখানে অনেক মালদার সওদাগর কারবার করিয়া থাকেন। এই বাজারে দামেস্ক ও বাগদাদ হইতে রেশমী কাপড়, দিল্লী হইতে কারচুপি, মোরাদাবাদ হইতে বর্ত্তন, ইস্তাম্বুল হইতে জায়নামাজ, ইয়মন হইতে ছোরা, বসরা জব্ব ও আর মূল্যবান জহরত ও পাথরাদি যাহা পৃথিবীর অন্য কোন কোন স্থানে একত্র পাওয়া যায় না, তাহার যথেষ্ট আমদানী এখানে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মেওয়াজাত বহু পরিমাণে আমদানী ও রফতানী হয়। মক্কার দোকানদারদিগের কথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা প্রতি কথায় আল্লা ও রছুলের কছম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের কছমের কোন বিশেষ মূল্য নাই। মদিনা মনওয়ারার দোকানদারদিগের ভদ্রতা ও সত্যবাদিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মদিনাবাসিগণ মক্কাবাসী হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

আরবের পর্দ্দা।

আরব দেশে হিন্দুস্থানের ন্যায় পর্দ্দার বিশেষ কঠোরতা নাই। পথ ঘাটে, বাজারে ও দোকানে স্ত্রীলোকগণ ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে

সর্ব্বাঙ্গ বোরকাপরিহিত, কিন্তু এতদ্দেশের ন্যায় আপাদমস্তক বোর কাবস্ত্র আচ্ছাদিত নহে স্ত্রীলোকের সকল প্রকার গার্হস্থ্য কর্ম্ম এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহেও যোগদান করে কিন্ত অপরিচিত লোকের সহিত খানাপিনা বা কথাবার্তাও বলে না শরিফজাদি মহিলাগণ রাত্রিতে ব্যতীত পর্দ্দার বহির্গত হন না পর্দ্দার বিরুদ্ধবাদিগণ মোছলেম রমণীদিগের পর্দ্দা সম্বন্ধে যে সকল তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন তাহা আরববাসিনীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য নহে আমাদের দেশে পর্দ্দা সত্বেও যে সকল কুপথ দৃষ্টিগোচর হয়, আরব দেশে তাহা নাই

মক্কার তবরেরাকাত।

মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে হাজিগণ নিম্নলিখিত তবরেরাকাত লইয়া আসেন।

তছবী, ছোরমা জমজমী, গেলাফে কাবা, মেহেদী, খাকেশাফা ও জায়নামাজ তছবী নানাবিধ বস্তুর পাওয়া যায় যথা: আকিকুল বাহার জয়তুন, খেজুরের গোটলি, উটের বা মাছের অস্থি ছঙ্গে ছোলেমানী, ছঙ্গে ইছুদ ইত্যাদি

২৩শে আগষ্ট (সোমবার ৮ই জেলহজ্জ)

অদ্য হেরম শরিফ তওয়াফ অন্তে আমরা মিনার জন্য রওয়ানা হইলাম মক্কা পরিত্যাগের পূর্ব্বে মাতা স্ত্রী, পুত্র ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পক্ষে কাবা পাক তওয়াফ করিলাম ও তাঁহাদের জন্য দরবারে এলাহিতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলাম এখানে বলা আবশ্যক যে, নফল নামাজ হইতেও তওয়াফের ছওয়াব ও বুজর্গী অধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া

থাকে চারি শত বৎসর কাল পূর্ব্বে ছোলতান মুরাদ বেন্ আহ্মদ খাঁ কর্ত্তৃক পবিত্র কারাগৃহের সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল তদবধি ইহার বিশেষ সংস্কার সাধিত হয় নাই

কারাগৃহের কুঞ্জিকা হাঁ হজরত সর্ব্বপ্রথম ওছমান বেন তাল্হা নামক ব্যক্তির উপর ছোপর্দ্দ করিয়া ছিলেন ইহাঁরই বংশধরগণ 'শেবী' নামে অভিহিত ইহাদেরই নিকট পুরাকাল হইতে উক্ত গৃহের চাবি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে

মিনা মক্কা শরিফ হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত অদ্য এখানে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম পরদিবস প্রাতে এখান হইতে আরফাতে রওয়ানা হইলাম

২৪শে আগষ্ট —

অদ্য প্রাতে আমরা মিনা পরিত্যাগ করিয়া বিয়ন্দর অশ্বপৃষ্ঠে, বিয়ন্দর উষ্ট্রোপরি পবিত্র আরফাত ময়দানে বেলা ১০ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইলাম উক্ত ময়দানে কয়েকটি বস্ত্রাবাস দৃষ্ট হইল আমরাও স্বীয় বস্ত্রাবাসে অবস্থিতি করিলাম প্রাতঃকাল হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল কি এক অপূর্ব্ব প্রেরণাতে উদ্দীপিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিভিন্ন পরিচ্ছদ-পরিহিত বিবিধ বর্ণের লোক স্ব স্ব ভাষায় স্বীয় প্রসন্নতা ও উৎফুল্লতার পরিচয় দিতে দিতে আবেগভরে "লাব্বায়ক শব্দে পর্ব্বতের গুহা কন্দর মুখরিত করিয়া জবালে রাহ্মত' নামক পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইতে লাগিল এই পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত অনেকগুলি সোপান নির্ম্মিত আছে দ্বিপ্রহর না হইতেই প্রশস্ত মাঠভূমি লোকে লোকারণ্য হইল উষ্ট্র ও অশ্বতর-

সমস্ত আরোহীদিগের প্রেরণায় সতেজে নিবিত হইল সে দেহের যৌবন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসার প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অসংখ্য লোক প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ উপেক্ষা করিয়া উপর্যুপরি অবস্থান করিতেছিল। সকলেরই লক্ষ্য ছিল, একমাত্র আরফাত ময়দানে হাজেরা দান ও পর্ব্বত শিখরে উচ্চোপরি উপবিষ্ট খতিবের দিগ্দিগন্তভেদী খোৎবা শ্রবণ। মক্কা নগরীর বাদশাহ শরিফ হোছাইন ছাহেব খতিবের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বালক, যুবক, ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, পুরুষ ও স্ত্রী সকলে একত্র সমবেত। ঊর্দ্ধে প্রখর সূর্য্যতাপ নিম্নে উত্তপ্ত বালুকারাশি। সকলেই এহ্‌রামপরিহিত। কেবলমাত্র কটি দেশে একটী ক্ষুদ্রায়তন বস্ত্র বেষ্টনী ও পৃষ্ঠোপরি একটী ক্ষুদ্র অবগুণ্ঠন —হয় এই বিপুল জনসঙ্ঘ ইছলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার পরিচয় দিতেছিল। সকলেই একমুখে উচ্চরবে 'লাব্বায়েক' শব্দে মহাপ্রভুর দরবারে হাজিরী গাহিতে ছিলেন। সকলেই সন্তপ্ত হৃদয়ে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই হিংসা, দ্বেষ, অভিমান ও অহঙ্কার চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বেশে বিনয়নম্রবচনে আশ্রয়হীন মেষশাবকের ন্যায় কাহার উদ্দেশে প্রাণের অন্তস্থল হইতে গভীর ভাব জ্ঞাপন করিতেছিল। সেই দৃশ্য প্রকৃতই ভাষায় অবর্ণনীয়। শরীরে স্পন্দন, পরিচ্ছদে আড়ম্বর নাই। কাহারও দুনিয়াবী কোন লক্ষ্য নাই, আছে কেবল প্রাণভরা আহ্বান, আছে কেবল ইছলামের ভ্রাতৃত্ব, আছে কেবল বাৎসল্য ও সহানুভূতি। মানব যে নিঃস্বার্থভাবে 'আল্লাহখোদা' পায় উৎসর্গ করিতে পারে, মোছলেম যে ধন, জন ও দেশ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে, সকল মোছলেম যে একত্র সমবেত হইয়া বিশ্বস্রষ্টার গুণকীর্ত্তন করিতে পারে, অদ্য আরফাত প্রান্তরে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে

ছিল হে মোছলেম ভ্রাতৃগণ যদি একবার ইছলামের সত্যতা উপলব্ধি করিতে চাও, যদি একবার আত্মবিসর্জ্জনের সুখানুভব করিতে চাও, যদি একবার হজরত রছুল করিম (দঃ) এর আদেশবাণী প্রতিপালন করিতে চাও, যদি একবার কোরানের মাহাত্ম্যের পরিচয় লইতে চাও, তবে জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ঐ মহা দরবারে যোগদান করিয়া জীবন সার্থক কর যদি একাগ্র চিত্তে মহাপুরুষের আজ্ঞা পালন কর, তবে সত্যের দোহাই দিয়া বলিতে পারি, 'হাস্তীর' শৃঙ্খল চিরতরে টুটিবে, জাগতিক সম্বন্ধযুক্ত হৃদয়ের তমোরাশি দূরীভূত করিবে, একত্বের প্রতিভাস উহাতে প্রতিফলিত করিবার সহায়তা করিবে। এই সমারোহ কে পরম দিব্য সমারোহ, যাহার অভাবনীয় অনুপম দৃশ্য দেখিতে অদৃশ্য দেশ হইতে ফেরেস্তাগণ উপস্থিত হন, যাহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয় সে দৃশ্য অতি মনোহর, অতি পবিত্র, অতি হৃদয়াকর্ষক সে তীর্থে রোগ নাই, শোক নাই, যন্ত্রণা নাই, আর্ত্তনাদ নাই সে তীর্থে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ অথচ কোন হা হুতাশ নাই, মৃত্যু ভয় নাই, ক্রন্দন নাই সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পারলৌকিক সুখের কামনায় উন্মত্ত।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বোক্তরূপে অবস্থিতির পর আমরা মছজিদে ওমার অভিমুখে রওয়ানা হইলাম ঐ মছজেদ আরফাত হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া যাত্রিগণ পদব্রজে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া অতি কষ্টে চলিয়াছিল ধর্ম্মের আদেশ পালনের জন্য কেহই বিষম কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই ঐ স্থানে জোহর ও আছর নামাজ একত্রে সম্পন্ন হইল মছজেদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা তাঁবুতে উপস্থিত হইলাম এমন সময়ে পর্ব্বত শিখরে মাননীয় খতিব ছাহেব খোৎবা পাঠ আরম্ভ করিলেন

খোৎব সমাপ্তির পর তোপের ভীষণ নিনাদ আরফাত ময়দান প্রকম্পিত করিয়াছিল তৎপর যাত্রিগণ আরফাত ময়দান পরিত্যাগ করিলা সন্ধ্যাগে খতিব ও শরিফ উষ্ট্রপৃষ্ঠে রওয়ানা হইলেন বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত ঘোটক ও উষ্ট্র শরিফের পশ্চাতে রওয়ানা হইল একটীর উপর রাজকীয় আচ্ছ' ও স্বর্ণছত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল বেশভূষায় শরিফ ও দরিদ্র যাত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না কেবলমাত্র স্বর্ণছত্রই তাঁহার যাত্রা ঘোষণা করিতেছিল

আরফাত

আরফাত একটী প্রশস্ত ময়দান ইহার পরিমাণ ১২ বর্গমাইল খানায়ে কাবা হইতে ইহা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত মছজেদে ওমর হইতে আরফাতের সীমা আরম্ভ হয় রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ এই সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে আরফাতের মধ্যে নাহ্‌রে জোবেদ অবস্থিত। উহা হইতে পাক ড্রেন দ্বারা আরফাত ময়দানে জল সরবরাহ হয় বাগ্‌দাদাধিপতি খলিফা হারুণ অর-রসিদের প্রধান মহিষী প্রাতঃস্মরণীয় জোবেদ খাতুন এক কোটী সাত লক্ষ মেছকাল ব্যয়ে ৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নহর খনন করাইয়াছিলেন ইহা তায়েফের সন্নিকটস্থ নহরে হোনায়নের সহিত মিলিত হইয়াছে একদিকে অত্যুচ্চ হোনায়ন পাহাড় কাটাইয়া উক্ত নহরে মিলিত করা হইয়াছে অন্য দিকে বিস্তৃত ময়দান ওয়াদিয়ে নোমান হইতে নহর বহির্গত হইয়া আরফাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে অবস্থাপন্ন হোজ্জাজ স্ব স্ব তাঁবু লইয়া আরফাতে উপস্থিত হন তাঁবুর বাহিরে রাস্তা ভুলিবার সম্ভাবনা, যেহেতু আরফাত ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় মোয়াল্লেম ব্যতীত তাঁবু হইতে বাহিরে যাওয়া অনুচিত

মছজেদে ওমর আরফাত ময়দানের সীমার বহির্গত হাজিগণ ঐ মছজেদে জোহরের নামাজ সম্পন্ন করে দ্বিপ্রহর প্রায় এক ঘটিকার সময় আজান হয় তৎপর খোৎবা পাঠান্তে চারি রকয়াৎ নামাজ জোহর জমায়াতে আদায় করিতে হয় উহার পরই চারি রকয়াৎ নামাজে আছর খতিবের সহিত আদায় করিয় 'জাবালে রাহ্‌মৎ' অভিমুখে যাত্রা করিতে হয় এই পাহাড় আরফাতের নিকটবর্ত্তী ইহার উচ্চতা ৩০০ ফুট ইহারই উপর ঔ হজরত আখেরী হজ্জ উপলক্ষে তৎকালীন মোছলেমদিগকে শেষ অছিয়ত ফরমাইয় ছিলেন ইহার উপরিভাগে একটী স্তম্ভ আছে ঐ স্থানে মেম্বরের উপর এমাম ছাহেব উপবেশন করিলে মোয়াজ্জেন আজান দেন তৎপর এমাম দুইটী খোৎবা পাঠ করেন ও হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়গুলি বর্ণনা করেন পূর্ব্বে তুর্কীর ছোলতানের পক্ষ হইতে এমাম প্রেরিত হইতেন অধুনা শরিফ ছাহেবের পক্ষ হইতে এমাম আসিয় খোৎবা পাঠ করেন ঐ সময় হোজ্জাজ পাহাড়ের চারিদিক ঘিরিয় খোৎবা শ্রবণ করে যখন এমাম ছাহেব "লাব্বায়েক" বলিয় উঠেন, তখন পাহাড়ের উপরিস্থ সমস্ত হোজ্জাজ কোণে আনন্দভরে রুমাল উড়াইতে থাকে ও উচ্চ স্বরে "লাব্বায়েক" শব্দ আবৃত্তি করে যে সমস্ত যাত্রী খোৎবা পাঠ কালের তৎপূর্ব্বে আরফাত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারা পূর্ণ হজ্জের ছওয়াব (পুণ্য) পাইবার অধিকারী হয় এই ময়দানে সময়মত প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে হজ্জ অসম্পূর্ণ থাকে হজ্জব্রত সম্পাদন জন্য 'জাবলে রাহ্‌মতের' উপর উপস্থিত হওয় আবশ্যক নাহে আরফাত ময়দানে হাজিরী দিলেই হজ্জব্রত সমাধা হয় হজ্জের জন্য বিশেষ কোন নামাজ নির্দ্দিষ্ট নাই, আরফাতে অবস্থিতি কালে তক্বিরে তশরীক, লাহাওল ও দরুদ পড়া আবশ্যক ৯ই জেলহজ্জ

হাজিদিগকে আরফাত ময়দানে উপস্থিত হইতে হয়। জাবালে রহমতে হজরত আদমের (আঃ) তওবা কবুল হইয়াছিল। এই জন্যই ইহা 'জাবালে রহমত' বা করুণা পর্ব্বত নামে অভিহিত। এই পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র 'লাব্বায়েক' ও দরুদ শরিফ পড়িতে হয়। সূর্য্যাস্তে লাব্বায়েক ও অস্তাগফার পড়িতে পড়িতে মজদলফায় উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থান আরফাত হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরফাত ময়দান পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা 'মজদলফ' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং মগরেব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করিলাম। নামাজান্তে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মজদলফ প্রান্তরে কঙ্কর সংগ্রহ করিলাম এবং পর দিবস প্রাতে ঐগুলি লইয়া মিনাতে উপস্থিত হইলাম।

২৫শে আগষ্ট—

আজ জেলহজ্জ চাঁদের দশম দিবস। এই দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় মিনায় উপস্থিত হইলাম এবং ঐ স্থানে একটী প্রস্তর শলাকার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া সাতটী প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলাম। মিনা ভূমিতে এইরূপ তিনটী স্থানে প্রাচীন প্রথা অনুসারে এবলিছকে লক্ষ্য করিয়া কঙ্কর ছুঁড়িতে হয়। মিনায় আসিয়া হাজিগণ সাধারণতঃ কোরবাণী সম্পাদন করেন।

তওরাতে 'মারিয়া' কোরবাণী স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মারিয়া মারওয়ার অপভ্রংশ। ছাফা ও মারওয়া মক্কার অন্তর্বর্ত্তী দুইটী পর্ব্বতের নাম। তিনি হজরত মারওয়া ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানকে হজরত ইব্রাহিমের পুত্রের কোরবাণী স্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইহা মাওতাও এবনে মালেকের বর্ণিত হাদিছে উল্লিখিত আছে, কিন্তু

ও হজরতের সময় হইতে কোরবাণী মিনাতে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বহু শতাব্দী [illegible] কিংবা তৎসংলগ্ন স্থানে তাহার অনুষ্ঠান নিরবচ্ছিন্ন ছিল না বলিয়া আঁ হজরতের সময় কাবার সীমা মিনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

বাইবেল হইতে জানা যায় হজরত আদম (আঃ) ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। হজরত আদম যে সময়ে সনাতন ইছলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা লয়প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমে পৌত্তলিকতা ও জড়োপাসনা তাহার স্থানাধিকার করে। এই দুঃসময়ে [প্রায় ২০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে] হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ইরাক প্রদেশস্থ বাবেল নগরে নূহ নবীর বংশে পয়দা হন। তিনি ইহুদি বা খৃষ্টান ছিলেন না। তিনি 'হানিফ' [ঈশপ্রেমিক] মোছলেম ও খলিলুল্লা [আল্লার বন্ধু] ছিলেন। তাঁহার পিতা আজর, তৎকালীন বাবেলাধিপতি নমরুদ ও তাঁহার প্রজাবৃন্দ ঘোর পৌত্তলিক এবং চন্দ্র সূর্য্যাদির উপাসক ছিল। হজরত ইব্রাহিম আঁ হজরতের ন্যায় প্রকৃতির গতি হইতেই খোদার একত্ব উপলব্ধি করেন। রাজা নমরুদ রাজৈশ্বর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে খোদা বলিয়া ঘোষণা করিত। প্রজাবৃন্দ তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করিত। হজরত ইব্রাহিম এই ভীষণ ধর্ম্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উহাদের অক্ষমতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজাদেশে হজরত ইব্রাহিম প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আল্লাহ তাআলা আদেশ করিলেন, "হে অগ্নি, তুমি শীতল হও। ইব্রাহিমকে নিরাপদে রাখ।" শত্রুগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত ইব্রাহিমের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, "তুমি স্বদেশ আত্মীয় স্বজন ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমার [illegible]

তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, তুমি আমার আশীর্বাদ লাভ করিবে, তোমার নাম মহৎ হইবে, তোমাদ্বারা জগদ্বাসী আমার আশীর্বাদ লাভ করিবে।

হাদিছে বর্ণিত আছে, যখন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদের অগ্নি পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু স্বীয় মাতা পিতাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি হতাশ হইয়া হারানে স্বীয় পিতৃব্যের নিকট গমন করিলেন। তদীয় পিতৃব্য তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত নিকটে রাখিলেন ও স্বীয় কন্যা "ছারার" সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) পিতৃব্যের ধনসম্পদ ও কন্যার আকর্ষণে স্বীয় ধর্ম প্রচার হইতে বিরত থাকিবেন। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম পিতৃব্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ঐশী বাণী প্রচারার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুৎও তাঁহার অনুগমন করিলেন। উভয়ে মিশরে পৌঁছিলে এই সংবাদ তথাকার নরপতি ফেরাউনের কর্ণগোচর হইল। মিশরাধিপতি অতিশয় অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। হজরত ছারার অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে হস্তগত করিবার প্রয়াসী হইলেন। বাদশাহের চরিত্রহীনতার বিষয় অবগত হইয়া হজরত ইব্রাহিম স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, তুমি আমার দীনী ভগ্নী। খোদাতালা নিশ্চয়ই তোমাকে জালেম হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।'

জালেম বাদশাহ কৌশলক্রমে লোকদ্বারা হজরত ছারাকে স্বগৃহে আনিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিবি ছারা বলিলেন, 'হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁহার দীনী ভাই।' হজরত ছারা বাদশাহ গৃহে নীত হইলে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তাহা জানিতে পারিয়া নামাজে খাড়া

হইলেন এবং খোদাতা'লার দরগাহে প্রার্থনা জানাইলেন যখন হজরত ছারা জালেমের কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি কিছু সময় প্রার্থনা করিয়া নামাজে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অতি কাতরভাবে খোদাতালার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলেন পরক্ষণেই জালেম বাদশাহের উপর দোওয়ার প্রভাব বিস্তৃত হইল তাঁহার হস্তদ্বয় অসাড় হইয়া পড়িল এবং তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন বাদশাহের এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া হজরত ছারা ভয় বিহ্বল হইয়া আল্লাতালার নিকট তাঁহার রোগমুক্তির প্রার্থনা করিলেন বাদশাহ সুস্থ হইয়াই পুনরায় কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইলেন, আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন পুনরায় সংজ্ঞালাভের পর বাদশাহ হজরত ছারার ঐশীবল উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বীয় রূপবতী কন্যা হাজেরাকে তাঁহার পরিচারিকা স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন হজরত ছারা প্রত্যাগমন করিয়া স্বামীকে সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন ইহাতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) সুখী হইলেন ও মিশর ত্যাগ করিয়া প্যালেষ্টাইনে (কেনানে) যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তথাকার লোকসমূহ হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে বাসস্থান নির্ম্মাণ ও শস্যাদি উৎপাদন জন্য আবশ্যক ভূমি প্রদান করিল তথায় তিনি সত্যবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং হজরত লুৎকে ছদম নগরে পাঠাইয়া দিলেন

এদিকে হজরত ছারা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেও তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হইল না পুত্র কামনায় প্রণোদিত হইয়া তিনি হাজেরাকে বিবাহ করিতে স্বামীকে বাধ্য করিলেন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বিবাহে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে ইহাতে তাঁহার (বিবি ছারার) ঈর্ষানল উদ্দীপিত হইবে, কিন্তু হজরত ছারা সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা পোষণ

করিবেন না। অঙ্গীকার করার পর তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরেই হাজেরার গর্ভে হজরত ইসমাইল পয়দা হইলেন। তখন হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) বয়স ৮৬ বৎসর। হজরত ছারা তাহাকে অত্যন্ত নিবিষ্টমনে লালন করিতে লাগিলেন। বিবি হাজেরা কেবল শিশুকে লালন করিতেন মাত্র। শিশু দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাছে হজরত ছারা ঈর্ষান্বিত হন, এই ভয়ে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) শিশুর প্রতি দৃকপাত করিতেন না। একদা হৃষ্টচিত্তে শিশুকে তিনি হাজেরার নিকট হইতে স্বীয় ক্রোড়ে লইলেন এবং অপার স্নেহবশে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। এই দৃশ্য বিবি ছারার অসহনীয় হইয়া উঠিল এবং তিনি হিংসাপরবশ হইয়া হজরত হাজেরার নাক কান ছেদন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আল্লাতায়ালার অপার করুণা হইতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কখনও বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার উপর আদেশ হইল, হাজেরার নাক কান ছিদ্র করিয়া তাহা অলঙ্কারে সুশোভিত কর। ইহাতে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে এবং বিবি ছারার প্রতিজ্ঞা পালন হইবে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ঐশী আদেশ হৃষ্টচিত্তে পালন করিলেন। তদবধি স্ত্রীজাতির অলঙ্কার স্পৃহা জন্মিয়াছে।

কিন্তু হজরত ছারার ঈর্ষানল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে তিনি স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রসহ হাজেরার জনমানবশূন্য মরুভূমিতে নির্বাসন দাবী করিয়া বসিলেন। বিবি ছারার এ কথা শুনিয়া হজরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বীয় পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন বিচলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি আদেশ আসিল, 'এই বালক ও উহার মাতার জন্য ব্যথিত হইও না। ছারা যাহা বলিতেছে, উহাতে সম্মত হও। তোমার পুত্র হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব।' সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া করুণাময়ের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তিনি বিবি

হাজেরাকে শিশুপুত্রসহ বর্তমান কাবাগৃহের নিকট ছাড়িয়া আসিলেন। তিনি এক মশক পানি ও কিঞ্চিৎ খেজুর উহাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণার্থ রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বিবি হাজেরা স্বামীর পশ্চাৎ অনুধাবন করত বলিলেন, "আমাকে এই দারুণ মরুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় চলিলেন? ইহা কি আল্লার হুকুম? তদুত্তরে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হাঁ বলিয়া অগ্রসর হইলেন, বিবি হাজেরার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না, যেহেতু তিনি বিবি ছারার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, শিশুপুত্রকে মাতার সহিত সেই বিশাল মরুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াই তিনি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন। বিবি হাজেরা খোদার উপর নির্ভর করিয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থান বাইবেলে 'পারণ' নামে অভিহিত। এদিকে মশকের পানি নিঃশেষ হইয়া আসিল। শিশু তৃষ্ণায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মাতা অস্থির হইয়া নিকটবর্ত্তী ছাফা পর্ব্বতে জলান্বেষণে দৌড়িয়া গেলেন এবং তথায় পানির সন্ধান না পাইয়া মারওয়া পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে সাতবার উভয় পর্ব্বতের মধ্যে বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন ও পিপাসার্ত্ত শিশুর জন্য এলাহির নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে হজ্জযাত্রিগণ ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বত মধ্যে সাতবার ছয়ী করেন ও সময়োপযোগী দোওয়া পাঠ করেন। কুত্রাপি জলের সন্ধান না পাইয়া তিনি অবশেষে শিশু ইছমাইলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আসিয়া দেখিলেন, শিশুর পদাঘাতে মৃত্তিকা হইতে স্বচ্ছ পানি বহির হইতেছে। বিবি হাজেরা তাহা দেখিবামাত্র 'জমজম' বলিয়া উঠিলেন। ইবরানি ভাষায় ইহার অর্থ প্রতিরোধ কর। সেই হইতেই এই পানি 'জমজম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যাহা

হউক বিবি হাজেরা উহার চারিদিকে ঘিরিয়া দিলেন। ক্রমে কয়েকজন ওমনবাসী জোরহামবংশীয় সওদাগর এই স্থানে জলের অনুসন্ধানে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা এই স্থানের খুবী ও উন্নত দেখিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে এই স্থান আবাদ হইয়া উঠিল। বালক ইছমাইল সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রতিবেশী সওদাগরদের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আল্লাহ তালার আদেশ অনুসারে তাহার খৎনা ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই সময় হইতেই ইহুদিদিগের মধ্যে খৎনা বিধি প্রচলিত হইয়াছে। তৎপর এই বণিক সম্প্রদায়ের সরদার স্বীয় কন্যাকে বিবাহ সূত্রে হজরত ইছমাইলকে অর্পণ করিল। একদা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রিয়পুত্র ইছমাইলের গলদেশে ছুরিকা চালন করিতেছেন। হজরত ইব্রাহিম জাগরণের পর মনে করিলেন যে তিনি পুত্র কোরবাণীর জন্য খোদাতালা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন। তওরাতেও কোরবাণীর বিষয় উল্লেখ আছে। এব্রাণী ভাষায় কোরবাণী অর্থ “নজর কর” জবেহ কর নহে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে হজরত ইব্রাহিম দৃষ্ট স্বপ্নের অর্থ এই যে, কাবার সেবার জন্য পুত্র ইছমাইলকে উৎসর্গ করিতে হইবে। যাহা হউক, হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নের তাবীর (১) গ্রহণ না করিয়া স্বপ্নকেই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কোরাণ মজিদেও উল্লেখ আছে, “হে ইছমাইল, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমাকে জবেহ করিতেছি। তুমি বল তোমার মত কি?” ইছমাইল বলিলেন, “আপনার উপর যে আদেশ হইয়াছে, আপনি তাহা সম্পূর্ণ করুন। খোদা চাহে ত আমি পশ্চাৎপদ হইব না।” [ছুরা ছাফ্ফাত—২ রুকু] হজরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রের নিকট

---

(১) ব্যাখ্যা

স্বপ্নাদেশ সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিলেন। তৎপুত্র ঐশ আদেশ সম্পাদনে পিতাকে অনুমতি দিলেন এবং 'অম্লানবদনে পিতার সহিত এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিলেন, পথিমধ্যে এব্লিছ হজরত ইব্রাহিমকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিবার মানসে গোপনে বালক ইছ্মাইলের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোরবাণী হইতে বিরত রাখিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। বালক পিতার নিকট গিয়া ইহা জানাইলেন। তদুত্তরে হজরত ইব্রাহিম নিবৃত্তকারীর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলেন। হজরত ইব্রাহিম তাহাই করিলেন। ইহারই স্মরণার্থ হজ্জ্যাত্রীদিগকে 'মিনায়' শয়তানকে লক্ষ্য করত রামি অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে হয়। পুত্র এব্লিছের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া আল্লাতালার আদেশ পূর্ণ করিবার জন্য ও পিতার প্রতিজ্ঞা সম্পাদনে সহায়ত করিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত কোরবাণীর স্থানে (মিনায়) পৌছিলেন। এই স্থান কাবাশরিফ হইতে ছয় মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) পাছে স্বপ্নাদেশ পালনে অসমর্থ হন, এই ভয়ে পুত্র পিতাকে বস্ত্রাবরণে স্বীয় চক্ষু আবৃত করিবার জন্য ও বালকের হস্তদ্বয় রজ্জুদ্বারা বাঁধিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বালকের কথানুযায়ী স্বীয় চক্ষু আবৃত ও পুত্রের হস্তপদ বন্ধন করিয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণধার ছুরিকা হজরত ইছ্মাইলের কোমল শরীরে বিদ্ধ হইল না। ইহাতে ধৈর্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ভক্ত বালক পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! অপত্য স্নেহ হৃদয়ে স্থান দিবেন না, বিপরীত দিক্ দিয়া কেন আমার গলদেশে ছুরিকা চালন করিতেছেন? সত্বর আমাকে কোরবাণী করিয়া জগতে ধন্য হউন, এই মহা পরীক্ষা অবহেলা করিবেন না।" ইব্রাহিম ছুরিকা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া পুনরায় সজোরে চালন করিলেন। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয়, এবারও রক্তপাত হইল না যেমন সাম দৈববাণী হইল ইব্রাহিম ক্ষান্ত হও, আর তোমার প্রাণপ্রতিম ইছ্মাইলকে বলিদান করিতে হইবে না তোমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে তুমি নিষ্ঠ প্রেমিক, একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হও নাই ইছ্মাইলের পরিবর্ত্তে তোমার পশ্চাৎবর্ত্তী দুম্বাকে কোরবাণী কর জগতে তুমি ধন্য পরবর্ত্তী লোকগণ তোমার গুণকীর্ত্তন করিবে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব এবং আকাশের গ্রহনক্ষত্র ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, তোমার বংশধরগণ শত্রুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিবে এবং তোমার সন্তান সন্ততি দ্বারা জগতের সমগ্র জাতি আমার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে

আল্লাহ্ তায়ালা কোরাণ মজিদে বলিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু (বিভু নামে) উৎসর্গ না কর যাবৎ কেহ সাধুতার সীমায় উপনীত হইতে পারিবে না হজরত ইব্রাহিম ও ইছ্মাইল এই মহাবাণীর সত্যতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ইহা মানবহৃদয়ে চির জাগরুক রাখিবার উদ্দেশ্যেই জগতে কোরবাণী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এই মহাকীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মোছলমানগণ অতি সমারোহে পবিত্র ঈদল আজহার দিন কোরবাণী ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই ঘটনার পর হইতে নরবলির স্থানে মেষ, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি বলির অবতারণা হইল আশেক মাহ্বুবের জন্য পৃথিবীর প্রিয়তম বস্তু বলিদান করিতে ইতস্ততঃ করে না ইহাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ঈদৃশী প্রীতিভক্তি, ঈদৃশী পিতৃভক্তি, এরূপ ত্যাগ ও ধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত একমাত্র ইছলাম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই ইছলামই এরূপ আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দেয়, ইছ্মাইল এরূপ নির্ভরতার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল

আমরা দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ছাগল ক্রয় করিয়া কোরবাণীব্রত সম্পন্ন করিলাম, তৎপর এহ্‌রাম পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলাম

কোরবাণী।

লক্ষ লক্ষ দুম্বা ও বক্‌রী মিনাতে কোরবাণী হয় কোরবাণীর পর মাংস গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, অন্যথা স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা থাকে সাধারণতঃ কোরবাণীর মাংস কেহ খায় না তবে এক আধ টুকরা মাত্র হাজিগণ ইচ্ছানুসারে আহারের জন্য লইয়া থাকে অবশিষ্ট সমস্ত মাংস গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় মাংস পচিবার পূর্ব্বেই হাজিগণ মিনা পরিত্যাগ করিয়া কাবা শরীফে উপস্থিত হয় সুতরাং স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে না

কোরবাণী হজের অঙ্গীভূত কোন অনুষ্ঠান নহে হাজিদিগের পক্ষে এই দিনে ঈদলআজহা নামাজ ওয়াজেব নহে, কোরবাণীও ওয়াজেব নহে কোরবাণীর পর মস্তক মুণ্ডন বা চুল কর্ত্তন করিতে হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ মিনায় যে সমস্ত মেওয়াজাত বিক্রয় হয়, তাহার সমস্তই তায়েফ হইতে আমদানী হয় তায়েফের মেওয়াজাত সমস্ত আরব মধ্যে প্রসিদ্ধ আঙ্গুর, আনার, ছেব প্রভৃতি প্রতি পুষ্ট ও সুস্বাদু হজের সময় মিনাতে ফলাদি যথেষ্ট পরিমাণে ঐস্থান হইতে আমদানী হয় তায়েফ মহারাজ সৈনিকগণের একটি কেন্দ্র আছে মক্কা হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার আছে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যেমন দার্জ্জিলিং, শরিফের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তায়েফও ঠিক তদ্রূপ সন্ধ্যার পর মিনার অনতিদূরে কাপ্তেন নাছিরউদ্দিন আহ্‌মদ, ডাক্তার আহ্‌মদ, ইনস্পেক্টর হাছন এবং আরও

কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলাম তিন হইতে আরফাত প্রান্তরে যাওয়াকালে কাপ্তেন নাছিরউদ্দিন আহ্মদের শকটে গুলি আসিয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে গুলি শকটস্থিত কোন লোকের গায়ে লাগে নাই। অপর এক সংবাদ আসিল যে তিনশত হায়দারাবাদের যাত্রী মক্কা হইতে আরফাত ময়দানে আসিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জেদ্দা হইতে পদব্রজে আসিবার সময় পানীয় ও খাদ্যাভাবে যাইট্জন দেহত্যাগ করিয়াছিল। অভাব হেতু যাত্রিগণকে পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। মাত্র কয়েকজন যাত্রী উষ্ট্র পাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন প্রখর সূর্য্যতাপে সর্দ্দি গর্ম্মী রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আরফাত প্রান্তরেও কয়েক জন দেহত্যাগ করিয়াছিল। অতিকষ্টে তাহাদের সমাধি কিন্তু প্রান্তরের বালুকা মধ্যে সমাধ হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, জেদ্দা হইতে মক্কা অশ্বতর পৃষ্ঠে মাত্র এক রাত্রির পথ এবং মক্কা হইতে আরফাত প্রান্তর মাত্র ২৩ ঘণ্টার রাস্তা হইলেও এই সকল স্থানে শরীফের পক্ষ হইতে পবিত্র হজ যাত্রীদিগের দফন কাফনের কোন সুব্যবস্থা নাই। সামাজিক কার্য্য ও সভা সমিতিতে আজকাল যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবকের দলও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে লক্ষাধিক লোক প্রতি বৎসর সমাগত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত পালন করে, সেই পবিত্রক্ষেত্রে হেজাজের বাদশাহ কিম্বা ভারতীয় ও অন্য দেশীয় নেতৃগণ স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইবার চিন্তা বা আবশ্যকতা বোধ করেন না। প্রতি বৎসর কত পবিত্র রূহ্ অসহ্য কষ্টে পড়িয়া এখানে দেহত্যাগ করে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? এই বৎসর দয়ালু ভারত গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে হজ্জ যাত্রী-দিগের সাহায্যার্থে জেদ্দা নগরীতে নানাবিধ ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন এবং ডাক্তারখানার পর্য্যবেক্ষণ জন্য মিশর হইতে কয়েকজন হৃদয়বান

ডাক্তারও প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু হেজাজের বাদশাহ সন্দেহ হেতু ঔষধের বাক্সগুলি জেদ্দা হইতে মক্কা বা আরফাত ময়দানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন নাই এই হেতু বহু মূল্যের ঔষধগুলি জেদ্দা নগরেই পড়িয়া থাকে অবশেষে হাজিগণ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ঔষধপত্র পরিত্যাগ করত অতি কষ্টে মক্কায় ও আরফাত প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া হজ্জব্রত সম্পাদন করেন ভারতবর্ষে অগণিত মোছলমানের বসতি, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অসহায় হজ্জ যাত্রীদের জন্য তাঁহাদের কাহারও অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয় না ভারতবর্ষ হইতে বহু মূল্যের ঔষধ প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু একটী ভারতীয় চিকিৎসকও নিঃসহায় হাজিদিগের সেবার্থে উপস্থিত হইলেন না যে দেশের ভ্রাতৃবাৎসল্য এত অল্প, সে দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়

হজ্জের সময় মক্কা নগরী জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে অনেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালক স্বস্ব আত্মীয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয় অগণিত লোক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় কেহ কেহ আহার্য্য ও পানীয় অভাবে দেহত্যাগ করে, কেহ কেহ অসহ্য সূর্য্য তাপে ক্লিষ্ট হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও পথিমধ্যে বেদুইনদিগের করতলগত হয় কেহ কেহ দস্যুদিগের হস্তে লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু হায় সভ্য জগতের একটী প্রাণীও ইহাদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বা কোন প্রকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না কত নির্দ্দোষ লোক ধর্ম্মের জন্য অজ্ঞাতে পৃথিবী বক্ষ হইতে চিরতরে চলিয়া যাইতেছে, কেহ তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না ইহাই কি ইছ্‌লামের শিক্ষা? যে ইছ্‌লাম উদারতা ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার জন্য জগদ্বিখ্যাত, সেই ইছ্‌লামকে আজ এরূপ কলুষিত ও নিষ্ঠুরতা পরিপূর্ণ দেখিলে কাহার হৃদয় না দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে?

২৬শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার —

আমরা অদ্য পুনরায় তিনটি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করিলাম। এই দিন প্রাতঃকালে আমাদের নিকটবর্ত্তী এক হাজি টাকার থলি বালিশের নীচে রাখিয়া কূপে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নানের পর আসিয়া উক্ত টাকার আর কোন সন্ধান সে পায় নাই। কি দুর্ভাগ্য! যে পবিত্র স্থানে শত সহস্র যাত্রীর সমাগম, সেই স্থানে এইরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। ঐ অপহৃত ব্যক্তি বঙ্গদেশীয় ছিল। বঙ্গদেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ দুর্ব্বল, সুতরাং ইহারাই অধিক পরিমাণে বিপন্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতে যত লোক পরিণত বয়সে হজ্জ যাত্রা করে, অন্য কোন দেশ হইতে তত নহে। মিসর হইতে অনেক হজ্জ যাত্রী আসে। তাহারা সাধারণতঃ সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই হজ্জব্রত সমাপন করে। ইহারা অধিকাংশই ধনী, সুতরাং পথিমধ্যে আহার বিহারের কোন কষ্ট পায় না। পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, ইরান ও এরাক হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ইহাদের অধিকাংশই বলিষ্ঠ, যুবক ও শিক্ষিত। বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অতি অল্পই হজ্জব্রত পালন করে। এই জন্যই বাঙ্গালী হাজির প্রতি দস্যুদিগের অত্যাচার অধিক। ইহারা সাধারণতঃ দুর্ব্বল, অশিক্ষিত ও আতিথ্যকুণ্ঠ। ইহাদিগকে বেদুইনগণ ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং ইহারাই সাধারণতঃ ঘৃণাব্যঞ্জক "হিন্দী বওয়া" নামে অভিহিত হয়। ইহাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ইহারা যে স্থানে থাকে, সে স্থানকে অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন রাখে ও সর্ব্বদা তর্ক, বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদ করে। ইহাদের বিশ্বাস, হজ্জব্রত সমাপন করিলে পাপরাশি দেহ হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যায়। তাই অনেকেই সমস্ত জীবন ধর্ম্মাদেশ উপেক্ষা করিয়া 'গোর আজাব" ভয়ে মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপ কালিমা প্রক্ষালন করিতে মক্কা যাত্রা করে। অন্যান্য দেশীয় লোকের

এহ্রামের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষ করে, শরীর মন ও আত্মা পূত রাখে দিবারাত্র নমাজ, তেলাওয়াত ও জেকের আজকারে অতিবাহিত করে তাহার প্রায়ই অতিথি পরায়ণ, অপেক্ষাকৃত ধনী, সম্মানিত ও শিক্ষিত বেদুইনগণ ইহাদিগকে বাঙ্গালীদিগের ন্যায় উপহাস করে ন

২৭শে আগষ্ট শুক্রবার—

এই দিবস অপরাহ্নে মিন পরিত্যাগ করিয় আমর সন্ধ্যাকালে মক্ক নগরীতে উপস্থিত হইলাম

২৮শে আগষ্ট শনিবার—

অদ্য প্রাতে হুজুর সহ সেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ইহার হস্তে পবিত্র কাবা গৃহের চাবি অর্পিত আছে ইহারা পুরুষানুক্রমে কাব গৃহের সম্মান রক্ষ করিয় আসিতেছেন হজরতের পূর্ব্বে ইহারই পূর্ব্ব পুরুষগণ কাবাগৃহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই প্রথ অবলম্বনে হজরত মক্ক নগরীতে প্রবেশ করিয় যখন কাবাগৃহের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেবীর পূর্ব্ব পুরুষদিগের হস্তেই কাব গৃহের চাবি অর্পণ করিয়াছিলেন এযাবৎ কত বাদশাহ জন্ম গ্রহণ ও পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্র কাবাগৃহের চাবি এই সেবীর পূর্ব্ব পুরুষগণের হস্তেই সর্ব্বদা ন্যস্ত রহিয়াছে ইহার নিকট কাবাগৃহের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হইলাম পূর্ব্ব কালে ইহার জন্য যেরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই বলিলেও চলে কাব গৃহের ইমাম, মোয়াজ্জেন ও খাদেমগণ সকলেই বিপন্ন কেহই সম্পূর্ণ প্রাপ্য বেতন পান না এমন কি সেবীর পরিবারও অনাহারে ক্লিষ্ট কাবাগৃহের আলোকের বন্দোবস্ত অসম্পূর্ণ, জীর্ণ সংস্কারও অসন্তোষ

জনক। মোট কথা, কাবাগৃহের অবস্থা মদিনার রওজা শরীফ হইতে বহুপরিমাণে শোচনীয়। এই মহাপবিত্র ধর্ম্মাগারের জন্য হেজাজের শরীফ আশানুরূপ বন্দোবস্ত করিতে অশক্ত বা কুণ্ঠিত। আক্ষেপের বিষয়, কোটি কোটি মোছলমান পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত থাকিলেও কেহই এই মহাগৃহের সংরক্ষণ জন্য চিন্তা করেন না, কেহই কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিতেও অগ্রসর হন না। প্রবাদ আছে, কাবাগৃহের ভিত্তি যে কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর অবস্থিত, সেই কৃষ্ণ প্রস্তর খোদাতালার আদেশানুসারে আকাশ হইতে আরব ভূমি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং হজরত আদম হইতে কাবাগৃহের সূচনা হয়। পরে হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক উহা সংস্কৃত হয়। তৎপর ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইলে (দঃ) হজরত উহার পুনঃ সংস্কার সাধন করেন।

* মানুষ বিশ্বাস করে যে আকাশ হইতে অগ্নিময় উল্কাপাত হইয়া থাকে। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, ঐসমস্ত উল্কাপাত গ্রহ ও উপগ্রহের সংঘর্ষণে ঘটিয়া থাকে এবং বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহা তাপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে এবং কোন কোনটী প্রস্তরবৎ হইয়া ভূপতিত হয়। কলিকাতার মিউজিয়মের বা যাদুঘরে এই প্রকার বহু প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত আছে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে এরোলাইট (Aerolite) বা উল্কাপ্রস্তর বলে। যদি এরোলাইটে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে আকাশচ্যুত কৃষ্ণপ্রস্তরে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইবে কেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। একথা সর্ব্ববাদী যে, মানবসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এই কাবাগৃহের সৃষ্টি এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি সুনিশ্চিত।

২৯শে আগষ্ট রবিবার—

অদ্য আমরা "মছজিদ আয়েষা" নামক প্রার্থনাগারে অশ্বতর পৃষ্ঠে

উপস্থিত হইলাম হজরত এইস্থানে অশ্বের পৃষ্ঠে শুভাগমন করিতেন সেইজন্য হাজিগণও এইস্থানে পদব্রজে বা অশ্বের পৃষ্ঠে আসিয়া থাকেন এই দিবসে আমরা তওয়াফে ওমরা ও "ছায়ীএ ওমরা সম্পাদন করিলাম

৩০শে আগষ্ট সোমবার—

এই দিবস প্রাতঃকালে আমাদের জনৈক সঙ্গী পথিমধ্যে পথহারা হইয়াছিল কাবা শরীফের প্রকোষ্ঠগুলি একই আকার ও আয়তন বিশিষ্ট যে দরজা দিয়া হাজিগণ তথায় প্রবেশ করে, প্রত্যাগমন কালে অনেক সময় তাহারা ভ্রম বশতঃ তৎপরিবর্ত্তে অন্য দরজা দিয়া বহির্গত হইয়া বিপন্ন হয় যেখানে শত সহস্র লোকের দৈনিক সমাগম, সেখানে এইরূপ ভ্রম কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে দুঃখের বিষয়, শরীফের পক্ষ হইতে এমন কোন বন্দোবস্ত নাই, যাহাতে কেহ পথহারা হাজিদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সাহায্য করিতে পারে যেখানে এক ব্যক্তি অপরের ভাষা বুঝিতে পারে না, যেখানে কেহ নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেখানে স্বেচ্ছা সেবকের আবশ্যকতা কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়

৩১শে আগষ্ট মঙ্গলবার—

আজ সন্ধ্যাকালে আমরা মক্কানগরী হইতে বিদায়ের জন্য কাবা শরীফ তওয়াফ করিলাম হজ্জ সমাপনান্তে খোদাতালার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অতি দুঃখের সহিত সবিনয়ে কাবা পাক পরিত্যাগ করিলাম

যেস্থান জগতের শীর্ষ স্থানীয়, যেখানে সভ্যতার রশ্মি সর্ব্বপ্রথমে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেস্থানের মাহাত্ম্য পাবনী সর্বত্র বিঘোষিত, যেস্থান দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক সুদূর দেশ হইতে সমবেত হয়, সেই পবিত্র কাবা মন্দির হইতে বিদায় লইতে যাইয়া প্রাণে অতীব কঠিন আঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম। জীবনে আর কখনও সেই মহাদরবারে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইবে কিনা, কে বলিতে পারে? ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকে যে এই পাক ভূমি পৃথিবীর অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। অতি পুরাকালে এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয় এবং তদবধি এই স্থানের মাহাত্ম্য ও গৌরব সকল শ্রেণীর মধ্যেই সমভাবে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। যখন আরববাসিগণ মূর্ত্তিপূজায় নিমগ্ন ছিল, তখনও এই স্থানে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাণিজ্যহেতু ও মোবারক স্থান দর্শন ব্যপদেশে দূর দূরান্তর হইতে চলিয়া আসিত। প্রতিবৎসর অতি আড়ম্বরের সহিত এখানে মেলার কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইহার একদিকে ভূমধ্যসাগর ও অপরদিকে বিস্তৃত আরব সাগর। উহাদের সাহায্যে বিভিন্ন মহাদেশ হইতে লোক আসিয়া এখানে সমবেত হইত এবং বণিক মেলায় যোগদান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত। আরববাসিগণ যখন ঘোর অজ্ঞানে তমসাচ্ছন্ন ছিল, যখন আত্মকলহ ও কন্যাহত্যা তাহাদের নিকট প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, তখনও পবিত্র কাবাশরীফের চতুর্দ্দিকে তওয়াফ করিয়া তাহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিত। কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে সে কাবাপ্রাঙ্গণে তওয়াফ আবশ্যক মনে করিত। কি ধনী, কি নির্ধন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি সভ্য কি অসভ্য, কি মোছলেম, কি মোশরেক সকলেই তওয়াফ করিয়া কাবা প্রাঙ্গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। এই স্থানের মাহাত্ম্য হজরতের সময় হইতে ক্রমেই অপরিসীমভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রকৃতই

এই স্থান অতি পবিত্র ও ইতিহাস চিরদিন ইহার গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিবে

২রা সেপ্টেম্বর—

অদ্য আমরা অতি প্রত্যুষে জেদ্দা শরীফ পৌঁছিয়াছিলাম স্থানের অভাব ও হাজিগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বহু আয়াসের পর একটীমাত্র কামরা পাইয়াছিলাম উহার দৈনিক ভাড়া ৭৲ টাকা ষ্টিম্ নেভিগেশন অফিসে উপস্থিত হইয়া রিটার্ণ টিকেটের পরিবর্ত্তে নূতন টিকেট লইলাম তজ্জন্য পুনরায় ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হয় নাই আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে সে দিন টিকেট পাওয়া যাইত না এবং তৎপর দিন প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব হইত হেজাজ ভূমিতে প্রতি পদে পদে দয়াময়ের ফজল ও করম অনুভব করিয়াছিলাম মানুষ সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়া বিলাসব্যসনের মধ্যে তাহার এহছান সহজে অনুভব করিতে পারে না যেখানে মানুষের সাহায্য অপ্রাপ্য, যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু সম্মুখীন বোধ হয়, যেখানে অভাব ও বিপদ একমাত্র সঙ্গী, সেই স্থানে তাঁহার দয়ালু পরিচয় সহজেই অনুমান করা যায়

জেদ্দাশরিফ হইতে মদিনা মনুওয়ারা ও তথা হইতে মক্কা মোয়াজ্জমা পর্য্যন্ত মরুভূমির উপর, প্রখর সূর্য্যের নীচে তপ্ত বায়ুর মধ্যে যিনি মাসাবধি একবার ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি দয়াময়ের অনুগ্রহ বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন এমন দিন অতি অল্পই অতিবাহিত হইয়াছে যে দিন পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে নাই দিবারাত্র বিস্বাদ কূপের জল পান, অহর্নিশ জল সিক্ত বস্ত্র ব্যবহার, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রতিদিন জাগরণ এবং সময়ে সময়ে স্বহস্তে পানীয় জল ও কাষ্ঠাহরণ,

বত মানুষের শরীরকে কখনও সুস্থ থাকিতে দিতে পারে? অথচ ভঙ্গুর শরীরের উপর দৈনিক এইরূপ অত্যাচার ও উক্তরূপ নিশাকালে দস্যুদিগের আতঙ্ক মনঃপ্রাণ একেবারে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিত। রাত্রি সুপ্রভাত হইবে, এইরূপ আশা কখনই হইত না। আশ্চর্যের বিষয় এই, এরূপ অবস্থাতেও দেহ-জীবন একত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। পথে মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন বিশেষ পরিচয় পাই নাই। যখনই হেজাজ শরীফ ছাড়িলেই ব্যায়ামের সূত্রপাত হইল। জাহাজে ভ্রমণের অভাব নাই, সেবার একটী নাই, পথ্যের অন্ত নাই, তাই বুঝি দুর্দিন বুঝিয়া পীড়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। যে মরুভূমির মধ্যে কোন প্রকার পরকীয় সাহায্য নাই, সেখানে একদিনের জন্যও পীড়া হয় নাই। ধন্য কৃপাময়ের কৃপা! তাঁহার রহস্য বুঝিবে কে? মানুষ অবোধ, তাই সে সংসারের মধ্যে আয়াস বিলাসে লালিত পালিত হইয়া এতটা বড়াই করে। এই বড়াই ভাঙ্গিবার জন্য হেজাজ একটী মহৌষধ।

৩রা সেপ্টেম্বর—

এই দীর্ঘ প্রবাসের পর আজ মাতৃভূমির কথা মনে পড়িল। এখন বোধ হইল, রাত্রি নিরাপদে অতিবাহিত হইবে। জাহাজে চাপিলে বোম্বাই নগরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে না বলিয়া সকলেরই মনে সাহস সঞ্চার হইল। তাই অতি আনন্দ সহকারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরা ডাক লইবার জন্য সেখানকার পুলিশ অফিসার হোসেন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইঁহার নিবাস হিন্দুস্থানের মধ্যে। লোকটি অতি অমায়িক ও ভদ্র, ব্রিটিশ এজেন্টের অধীনে কাজ করেন। উর্দু, আরবী ও ইংরেজী এই ত্রিবিধ

ভাষায় ইনি বিশেষ দক্ষ বহুকাল পরে তাঁহার সহিত মনোভাবের আদান প্রদান করিতে সক্ষম হইয় সমস্ত শরীর কৃতজ্ঞত রসে আপ্লুত বোধ করিলাম ইনি আমাদের নিরাপদ যাত্রার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ঋণী আহার বিহারের পর জিনিষপত্র প্যাকিং হইতে লাগিল হিসাবপত্রও মীমাংসিত হইল

৪ঠা সেপ্টেম্বর—

অদ্য পোর্টে যাত্রীদের ভয়ানক ভিড় কোন পুলিশ অফিসার দৃষ্টিগোচর হয় নাই যে দুই একটী লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই হিন্দীভাষায় অনভিজ্ঞ সুতরাং যাত্রীদিগের পক্ষে কথোপকথনের কোন সুযোগ ছিল না কেবলমাত্র একটী ছোট পোল ছিল যাত্রীর সংখ্যা ১২০০ বার শত তথায় কোন দোভাষী লক্ষিত হয় নাই পরিচর্য্যা বা পরিদর্শনেরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না যাত্রীদিগের টিকেট বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যও কোন লোক দেখা যায় নাই চারিদিকে কেবল গণ্ডগোল, দুর্ব্বলের ক্রন্দন ও বলবানের ভ্রূভঙ্গি শরীফের পক্ষ হইতে যে দুই একজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানিতেন না সুতরাং যাত্রীদিগের প্রার্থনা বা অনুনয়ে কাহারও হৃদয় দ্রবীভূত হইল না ব্রিটিশ পক্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রজার সুবিধার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয় অনেক দুর্ব্বল রোগগ্রস্ত যাত্রী জাহাজে চাপিয়া মৃত্যুর কবলে পতিত হয় ঐ সমস্ত লোককে পোর্ট পরিত্যাগ করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে যেমন বোম্বাই ও করাচী নগরে হাজিদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে,

জেদ্দা বন্দরেও তেমন ব্যবস্থা এক আবশ্যক। হাজিদিগের নিকট হইতে জাহাজ ভাড়া বাবত অতিরিক্ত টাকা লওয়া হয়। উহার কিয়দংশ তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জেদ্দা বন্দরে ব্যয়িত করা অযৌক্তিক নহে।

অদ্য প্রাতে খোদাওন্দ করিমের নাম এবং করিয়া তাঁহার প্রভূত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অন্তরে আমরা জাহাজে চলিলাম। মনের মধ্যে কি এক অতি বিচিত্র ভাব আসিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। এক দিকে ভারতবর্ষের অন্যদিকে হেজাজের চিন্তা, একদিকে মিলনের মধুর আশা অন্যদিকে বিচ্ছেদের তীব্র যন্ত্রণা।

অদ্য জাহাজে তিনটি লোকের মৃত্যু হয়। দুর্বলতাই মৃত্যুর প্রধান কারণ। ইহাদের মৃত্যুতে কেহ বিচলিত হয় নাই। অনেকেরই বিশ্বাস হাজিদিগের জীবন মূল্যহীন। ইহাদের জীবনে মরণে কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। সাধারণতঃ নির্ধন, অশিক্ষিত দুর্বল ব্যক্তিগণই বঙ্গদেশ হইতে হজ্জব্রতের জন্য যাত্রা করিয়া থাকে। ইহাদের মৃত্যুতে পৃথিবীর বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। "যে পর্যন্ত শিক্ষিত ও ভদ্রলোকগণ ধর্মপরায়ণ না হইবে, সে পর্যন্ত এই কলঙ্ক দূরীভূত হইবে না। প্রকৃতই হাজিদিগের ব্যবহার অতি কুৎসিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাদ-বিসংবাদ লইয়াই থাকে। হজ্জব্রত সমাপন হইলেই ধর্মাদেশ পালিত হইল ও জীবনের শেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। হজ্জব্রত জীবনকে যে নূতন ছাঁচে গড়িতে পারে, সে বিশ্বাস অনেকেরই নাই। হজ্জব্রতই যে ভক্তির (অহং জ্ঞানের) শৃঙ্খল ছেদন করিতে পারে তাহা অনেকেরই ধারণাতীত। হজ্জব্রতই যে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের সহিত মানবকে নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে,

হজ্জব্রতই যে রছুল পাকের সাহায্যে মহাপ্রভুর সহিত এনছানের মিলন সংঘটন করিতে সক্ষম, এক কথায় হজ্জ্ব্রতই যে ইছলামের পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, এসব কথা তাহার কেহই চিন্তা বা অনুধাবন করে না

জাহাজের উপর বোম্বাই মেডিকেল কলেজের ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র সৈয়দ হোছায়নের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তাঁহার নিকট যাত্রীদিগের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম তিনি বলিলেন যে, জেলহজ্জ চাঁদের চতুর্থ দিবসে জেদ্দা বন্দরে এক যাত্রী জাহাজ আসিয়া পৌছে হজ্জ অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় হাজিগণ অতি ব্যস্ততার সহিত মক্কাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য চেষ্টা করে দুঃখের বিষয়, মক্কা পথের গেইট বা সিংহদ্বার শরীফ সাহেবের আদেশানুসারে ঐ সময়ে বন্ধ ছিল তাঁহার পুত্র মদিনা শরীফ হইতে মক্কা নগরীতে আসিতেছিলেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত উষ্ট্র আরোহীসহ প্রেরিত হইয়াছিল তদ্ধেতু উষ্ট্রের ভাড়া অত্যধিক হইয়া পড়ে ফলে তিন চারি শত হাজিকে তপ্তবালুকার উপর দিয়া পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল তাঁহারা মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ মধ্যে তপ্তবালুকার উপর দিয়া যাত্রা করত যথাসময়ে আরফাত ময়দানে উপস্থিত হইতে কৃত-সংকল্প হইলেন পথিমধ্যে এইরূপে ইঁহাদের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপরায়ণ হাজিদিগের জীবনের জন্য কেন মহাত্মার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না কর্তৃবর্গ সম্ভবতঃ মনে করেন, মৃত্যুই হাজিদিগের পক্ষে স্বাভাবিক ও জীবনধারণ অস্বাভাবিক হাজীদিগের সম্বন্ধে যাহাদের এই প্রকার ধারণা, তাহাদের নিকট দয়া ও সহানুভূতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র

৫ই সেপ্টেম্বর—

অদ্য জাহাজ কাপ্তান এ মিঃ পৌঁছিয়া তাঁহার সেক্রেটারি অফিসার জাহাজে উঠিলেন ও একেক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জাহাজ ছাড়িবার অনুমতি দিলেন। দুঃস্থ হাজিদিগের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিল না। রুগ্ন ব্যক্তিদের সুব্যবস্থার জন্য তিনি কোন আদেশ করিলেন না। ডাক্তার সাহেব জাহাজ দেখিতে আসিয়াছিলেন, জাহাজ দেখিয়াই চলিয়া গেলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—

অদ্য আমরা 'বাবেল মণ্ডেব' অতিক্রম করিলাম। স্থানে স্থানে পাহাড় ও বাতিঘর দৃষ্ট হইল। ক্রমে এডেনে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেক কাল পরে মৎস্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। জাহাজের নিকট শাক সবজি ফলমূল ও সামুদ্রিক মৎস্যাদি লইয়া ছোট ছোট নৌকা আসিয়া লাগিল। আমরা নৌকাসমূহ হইতে মৎস্যাদি খরিদ করিলাম। এখানে জাহাজ অনেকক্ষণ অবস্থিতি করিল।

৭ই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর

আমরা ক্রমে সকোত্রা (Socotra) অতিক্রম করিলাম। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা আরোহীদিগের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়াছিল। জাহাজ আরবদেশ হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। যাহারা হেজাজের প্রখর সূর্য্যতাপে অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা সামুদ্রিক শৈত্যে অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমাদেরও শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

১০ই হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর—

জাহাজ ধীরগতিতে আপন মনে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপ্তান

সাহেব সংবাদ দিলেন, জাহাজ পরদিন প্রত্যূষে বোম্বাই পৌঁছিবে আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কাপ্তান সাহেবের নিকট পৌঁছিলাম। তিনি জাহাজের গতি, সমুদ্রের গতি, বায়ুপ্রবাহের গতি অঙ্কের সাহায্যে নির্ণয় করিয়া বলিয়াদিলেন যে, প্রত্যূষে সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নঙ্গর করিবে তিনি সদয় হইয়া চার্টগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন সমুদ্রের মধ্যে কোন লাইন দিয়া জাহাজ চলিবে, তাহার স্থিরতা আছে কম্পাস সাহায্যে জাহাজ সেই লাইন দিয়া চালিত হয় মধ্যাহ্নে সূর্য্যের ও সন্ধ্যাকালে ধ্রুবতারার উচ্চতা নির্ণয় করিয়া জাহাজের গতি পরীক্ষা করা হয় পরীক্ষিত দ্রাঘিমা লাইন অনুসারে জাহাজ চালনা করা হয় বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাহাজের গতি সম্পূর্ণ শাসনাধীন করিতে পারিয়াছে অশিক্ষিত নৌকার মাঝি এক মাইল পথ কখনও ইপ্সিত লাইন অনুসারে চালাইতে পারে না, কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন শিক্ষাবলে প্রবল ঝটিকার মধ্যে ঘোর অমাবস্যার রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া চার্ট প্রদর্শিত লাইনে জাহাজ পরিচালন করিতে সক্ষম হন

জাহাজ সাধারণতঃ গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১১.৫৩ মাইল চলিয়াছিল জলপ্রবাহের ও বায়ুপ্রবাহের গতির তারতম্য অনুসারে জাহাজের গতির তারতম্য হয় কোন্ ঋতুতে জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহের শক্তি কি পরিমাণ হইবে, পরস্পরের সাহায্যে বা প্রতিকূলতায় জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় কতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে, চার্টে তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে সুতরাং যে কোন দিন, যে কোন সময় কাপ্তান গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে উপকূল ভাগ হইতে জাহাজের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারেন

জেদ্দা হইতে এডেন পর্য্যন্ত ৭০৩ মাইল ও এডেন হইতে বোম্বাই ১৬৬০ মাইল জাহাজ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১টার সময়

জেদ্দা বন্দর পরিত্যাগ করিয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৪ সাড়ে চারিটার সময় বোম্বাই নগরে উপস্থিত হই।

১৩ই সেপ্টেম্বর—

অদ্য প্রাতে অন্নপথ্য করিলাম এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কোন কার্য্যে যোগদান করিতে পারি নাই। আরোহিগণ হেজাজ ভ্রমণের অসুবিধা লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সমক্ষে পেশ করিবার জন্য একটী আবেদন প্রস্তুত করিয়াছিল। পথিমধ্যে যাত্রিদিগের যে সমস্ত বিপদ ঘটিয়াছিল এবং দস্যুগণ যে পরিমাণ লুটপাট করিয়াছিল, তাহার বিশদ বর্ণনা উক্ত দরখাস্তে লিপিবদ্ধ ছিল। নিরীহ মোছলেম হজ্জযাত্রিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে হেজাজ ভ্রমণের কঠোরতার লাঘব হইতে পারে, তাহার বিশেষ আভাসও উহাতে ছিল।

আমাদের কাফেলা কেবল মাত্র ১৫০টি উষ্ট্র দ্বারা গঠিত ছিল। প্রত্যেক উষ্ট্রের উপর সাধারণতঃ দুই দুইজন আরোহী ছিল। অন্যূন ৩০০ শত আরোহীর নিকট হইতে দস্যুগণ হেজাজ ভ্রমণ কালে সাড়ে সাত হাজার টাকা ভয় প্রদর্শন করিয়া আদায় করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত অনেকের রসদ লুটপাট হইয়াছিল, কেহ বা হত কেহ বা আহত হইয়াছিল। আমরা ভাগ্যবলে নিরাপদে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন দস্যুদলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

জেদ্দা হইতে মদিনা পর্য্যন্ত রাস্তা বড়ই কষ্টবহুল। ঐ রাস্তায় যাতায়াতে প্রায় মাসেক সময় লাগে। এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হাজিদিগকে কেবল বেদুইন উষ্ট্র চালকদিগের আশ্রয়াধীন থাকিতে হয়

তাহাদিগের অনুগ্রহনিগ্রহের উপর যাত্রিদিগের সুখ দুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে পথিমধ্যে রেল নাই, ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই পুলিশ নাই, কেল্লা নাই, আলো নাই, নিশান নাই, আছে কেবল তপ্ত বালুকা, উষ্ণ বায়ু, নির্ম্মম আততায়ী ও বারিহীন মরু খাদ্যাদি পথিমধ্যে অপ্রাপ্য কেবল মঞ্জেলে পৌঁছিলেই জলের কূপ, দুই চারিটি খর্জ্জুর বৃক্ষ ও জনবসতী অবলোকিত হয় দস্যুগণ অনেক সময় কাফেলার সঙ্গে সঙ্গে চলে এবং কখন কখনও পর্ব্বত শিখর হইতে আক্রমণ করে কোন বিপদ ঘটিলে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কাফেলা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। কোন স্থানে রাস্তা অতি দুর্গম, কোন স্থানে পানীয় জল অতি বিস্বাদ, কোন স্থানে কেবলমাত্র খর্জ্জুরই একমাত্র আহার্য্য

এই সকল অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য প্রতি মঞ্জেলে একটি ছোট খাট পুলিশ ষ্টেশন থাকা আবশ্যক উক্ত ষ্টেশনে আহার্য্য ও পানাদের বন্দোবস্ত এবং একটী সাধারণ রকমের দাওয়াখানা থাকা অত্যাবশ্যক মৃত্যুর সংকারের জন্য সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। প্রত্যেক কাফেলার সহিত কয়েক জন দ্বিভাষী, কয়েক জন রক্ষক সৈন্য এবং কিছু ঔষধাদিও থাকা উচিত দুঃস্থ, রুগ্ন ও অপহৃত যাত্রিদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকা উচিত কোন হজযাত্রী দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে শরীফকে ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য করা আবশ্যক। একটি সমিতি গঠন করিয়া তৎকর্ত্তৃক আরোহিদিগের যাতায়াতের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। একজন শরীফের খামখেয়ালির উপর শত সহস্র যাত্রীকে ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যাহাতে বেদুইন শেখগণ যাত্রিদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তজ্জন্য

কার্য্যের নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। [illegible] হইতে স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছাভাবে টাকা জমা পোষ্ট আফিস বা ব্যাংকে রাখিতে পারা যায়, [illegible] বিদেশ [illegible] বন্দোবস্তের সংস্কার সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। [illegible] মদিনা পর্যন্ত তাড়িৎবার্তার বন্দোবস্ত থাকা অবশ্যক। [illegible] রেলওয়ে লাইন যথা নিয়মে পরিচালিত হওয়া বিশেষ দরকার। বেদুইনদিগের দস্যুবৃত্তি যাহাতে প্রশমিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বিধান করা আবশ্যক। মোয়াল্লেম ও শেখ সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা অতীব প্রয়োজন। তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর নির্ভর করিয়া আগত যাত্রিদিগকে সমর্পণ করা উচিত নহে। যাত্রী জাহাজের অসুবিধা দূর করা অত্যাবশ্যক। ডাক্তারী পরীক্ষা প্রণালীর সংস্কার প্রয়োজন। রুগ্ন ও অশক্ত লোকদিগকে জাহাজে উঠিতে দেওয়া অসঙ্গত।

যে পর্যন্ত হেজাজ পথে শান্তি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত না হয়, সে পর্যন্ত কাফেলা রওয়ানা করিবার অনুমতি যাহাতে দেওয়া না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বৃটিশ গভর্নমেন্টের একান্ত কর্তব্য। জেদ্দা, মক্কা ও মদিনা নগরীতে তিনটী সমিতি থাকা আবশ্যক। এই সকল সমিতি স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করিয়া আরোহিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যাহাতে শান্তির সৃষ্টি হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। প্রতি হজ্জের পূর্ব্বেই বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিশেষভাবে দেখা উচিত যে, হজ্জব্রত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে সম্পন্ন হইতে পারে কিনা। মোট কথা, ভারতীয় হেজাজ যাত্রিদিগের সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আরও সুচারুরূপে পালন করা উচিত। হজ্জ সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্য্যে ভারত গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তাহা পূর্ব্ব হইতে হাজিদিগকে জ্ঞাপন করা উচিত। [illegible]

গ্রিমেজ্ না আসিলে তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক। অনেক ভারতবাসীর ভ্রান্তবিশ্বাস যে, হজ্জের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জেদ্দার ব্রিটিশ কনসালের উপর ন্যস্ত, সুতরাং ভারতীয় যাত্রিদিগের কোন অসুবিধার আশঙ্কা নাই। তাহারা এই ভ্রান্তবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া যখন হেজাজ ভূমিতে উৎপীড়িত হন তখন স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন এবং উহার শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করে। প্রতি বৎসর যে যে কারণে হাজিগণ জাহাজের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সাধারণ অসাবধানতা হেতু যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহাও সাধারণকে জ্ঞাপন করা উচিত ও পরবর্ত্তী যাত্রিগণকে স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিবার ও আবশ্যক ব্যয়ের অনুমান করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ হাজিদিগকে কি কি আসবাব সঙ্গে লইতে হইবে তাহার আভাস জাহাজে যাত্রার পূর্ব্বে প্রটেক্টর অব্ পিলগ্রিমজের পক্ষ হইতে সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করা উচিত। রাস্তার অভাব অসুবিধা ও তাহাদিগকে যথা সময় জানিতে দেওয়া আবশ্যক। ভারতবাসীর ধর্ম্মক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে যথা সম্ভব সুযোগ ও সাহায্যদান করিয়া তাহাদের হৃদয় আকর্ষণ করা কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য।

১৫ই সেপ্টেম্বর—

আমরা অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় বোম্বাই মেইল যোগে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

১৮ই সেপ্টেম্বর—

অদ্য প্রাতে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া আমি স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

উপসংহার।

আরবদেশ প্রাচীন ভূভাগের কেন্দ্রস্থল। ইহার অধিকাংশ স্থান মরুময়। মধ্য আরবের মরুস্থান ও উপকূলস্থ ভূভাগ কথঞ্চিৎ উর্ব্বর এবং সকল স্থানে বেদুইন জাতি স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে।

হেজাজ আরবের অন্তর্গত। অধিকাংশ ভূমি অনুর্ব্বর মরু, মদিনা ও জেদ্দা হেজাজের মধ্যস্থিত। ইহাদেরই প্রাধান্য হেতু হেজাজের গৌরব। পূর্ব্বে হেজাজ তুর্কী রাজ্যের একটী প্রদেশ ছিল। হেজাজের আমির হোসেন এফেন্দি আলি তুর্কী সুলতানের শাসনাধীন ছিলেন। ইউরোপীয় যুদ্ধের পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ দেশের নরেশের নামে "হেজাজ রাজ" এই উপাধি ধারণ করেন। তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক যথেষ্ট কর পাইয়া থাকেন। বেদুইন জাতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শেখ বা দলপতি আছে। দলপতিগণ আমীরের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও স্বাধীনভাবে থাকিতে ভালবাসে। অধিকাংশ লোক দরিদ্র সুতরাং রাজস্বের আয় অতি অল্প।

আমির পণ্যদ্রব্য হইতে শুল্ক লন। তদ্ব্যতীত যাত্রিগণ হইতে নির্দ্ধারিত হারে স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগের নিকট হইতে উষ্ট্রচালকগণ যে ভাড়া পাইয়া থাকে, তাহার এক অংশ আমিরের প্রাপ্য ও এক অংশ শেখ জাম্মাল বা উষ্ট্রচালক দলপতির প্রাপ্য। অবশিষ্ট অংশ উষ্ট্রচালকের প্রাপ্য। উষ্ট্রের খাদ্যের ব্যয় বহন করিয়া সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহার দ্বারাই দরিদ্র উষ্ট্র-চালক স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণ করে। যাত্রিগণ কাফেলা ব্যতীত

মক্কা ও মদিনায় গমনাগমন করিতে পারে না। অন্ততঃ ৩০০ যাত্রী না হইলে আমির কোন কাফেলা রওনা হইতে অনুমতি দেন না।

২। মদিনার পথ বিপদসঙ্কুল, উচ্চ মরু মধ্যে ও গিরি মধ্যে অবস্থিত। কাফেলা অপরাহ্নে রওনা হইয়া পরবর্ত্তী প্রাতে কোন কূপের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, ইহাকে মঞ্জেল বলা হয়। জিদ্দা হইতে মদিনা পৌঁছিতে অন্যূন ২ সপ্তাহ লাগে। কাফেলা প্রতিদিন ১৫।১৬ মাইল অতিক্রম করে। মক্কা ও মদিনা উভয় স্থানে যাতায়াতের জন্য ৪।৫ সপ্তাহ আবশ্যক। জাহাজে যাতায়াত করিতেও এইরূপ সময় লাগে। সুতরাং হজব্রত সম্পাদন করিতে অন্যূন ৩ মাস সময়ের আবশ্যক। তদ্ভিন্ন মক্কা, মদিনা ও জিদ্দায় অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র সময় আবশ্যক। প্রতি বৎসর আহার্য্য দ্রব্য মহার্ঘ হইয়া পড়িতেছে এবং উটের ভাড়াও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যাঁহারা অল্পব্যয়ে হজব্রত সম্পাদন করিতে চান, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ৬০০৲ টাকা লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক এবং যাঁহারা সচ্ছলভাবে সহিত পর্য্যটন করিতে চান, তাঁহাদিগকে অন্যূন ১২০০৲ টাকা লইয়া যাওয়া আবশ্যক। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত আছে কিনা সংবাদ লওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় হেজাজ ভূমি বড়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আমির যাত্রিদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর যাত্রিদিগের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। তুর্কী গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে যাত্রিদিগের আরাম ও শান্তি ছিল। বেদুইনগণ তুর্কীর শাসনকে ভয়ের চক্ষে দেখিত। ঐ সময় উটের ভাড়া অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। যাত্রিদিগের সুখ দুঃখে তুর্কী গবর্ণমেণ্ট

নিযুক্ত প্রকাশ করিবেন। তুর্কী গবর্ণমেন্ট মক্কা ও মদিনার সংরক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতেন এবং ইছলামের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। হাজিদের তথা যাত্রিগণের রক্ষণে ও তুর্কী গবর্ণমেন্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তুর্কীর সুলতান ও খলিফ বলিয়া অভিহিত। হাজিগণের ও ধর্ম্মপালন উভয়ই তাহার মুখ্য কর্ত্তব্য। শান্তির সেবা এবং রাজস্বের জন্য নয়, তিনি হেজাজের শাসনের ভার স্বীয় উপর গ্রহণ করেন। তুর্কী গবর্ণমেন্ট তুরস্কের রাজস্ব হইতে হেজাজের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহাদের অর্থের লোভ ছিল না। ধর্ম্ম সেবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই মোছলেম জগৎ তুর্কী গবর্ণমেন্টকে হেজাজের প্রভুত্ব পদে পুনঃ স্থাপন দেখিতে সমুৎসুক। অথচ আমিরের নিকট হইতে কখনও মক্কা মদিনার সমৃদ্ধির আশা করা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর মোছলেম অধিবাসিগণের সুখ দুঃখ মক্কা মদিনার উন্নতি অবনতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যে, এই দুইটি পবিত্র স্থান সমৃদ্ধ, উদার ও দানশীল মোছলেম রাজের কর্তৃত্বাধীন থাকে এবং যাত্রিগণ প্রতি বৎসর অবাধে হজব্রত সম্পাদন করিতে পারে। মোছলেমগণ ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। ধর্ম্মের জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তাহারা পার্থিব জীবন হইতে ধর্ম্মজীবনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। তাহারা স্বীয় শরীরের উপর সর্ব্ব প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কাহাকেও ইছলামের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিতে প্রস্তুত নহে। যে দিন মক্কা মদিনার উপর বিপ্লব ঘটিবে, সেই দিন মোছলেম জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁহার

মোছলেম প্রজাবর্গ ধর্মভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শক্ত করিবার তত্ত্বাবধান সুপ্রতিষ্ঠিত মোছলেম রাজত্ব হস্তে ন্যস্ত করুন এবং উহা যেন উত্তরোত্তর উন্নতির পথ মুক্ত রাখিয়া মোছলেম প্রজাবর্গের কল্যাণকর হউক। মোছলেমগণ ধর্মতঃ ও কর্মতঃ চিরদিন রাজভক্ত। তাহারা সকল শ্রেণীর সকল ধর্মের রাজপুরুষকে আলিঙ্গন করিতে কখনও দ্বিধা করে না। তাহারা খোদার নিয়োজিত রাজপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহাদের পবিত্র মছজিদ ও উপাসনার স্থানগুলি সমস্ত পৃথিবী ধর্মপরায়ণ ও দায়িত্বগ্রাহী মোছলেম সম্রাটের তত্ত্বাবধানে থাকে ইহাই তাহাদের একান্ত ইচ্ছা। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রত্যেক মোছলেমের আদর্শ। তাহার নিয়োজিত ধর্মবিধি প্রত্যেকের পালনীয়। হজরতের পবিত্র পরিচ্ছদ ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নগুলি বংশ পরম্পরা বংশে বংশে হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছে। যদিও তুর্কী সুলতানগণ হজরতের বংশধর নহেন, তবুও তাঁহারা হজরতের ঐ সকল নিদর্শনগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই জন্যই তাঁহাদের উপর মোছলেম জগৎ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে হজরতের মৃত্যুর পর মাত্র ৩০ বৎসর কাল (৬৩১ খৃঃ হইতে ৬৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত) খেলাফত অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্থ খলিফ হজরত আলীর পর খেলাফত প্রকৃত পক্ষে সমাপ্ত হইলেও উম্মিয়া ও আব্বাছীয় বংশধরগণ উহার দাবী করিয়াছিলেন এবং ৭০০ বৎসর কাল খলিফ নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছিলেন। হজরতের প্রবর্ত্তিত ইছলাম বিধি তাঁহারা সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে আব্বাছীয় খলিফা মতাওয়াক্কেল তুর্কী সুলতান সেলিমকে খেলাফত অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি অটোমান সুলতানগণ মোছলেমগণের সম্মানের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন।

ইহার পৌত্তলিকদিগের পবিত্র স্থানগুলি সংরক্ষণ করিয়া সকলের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। হজরতের প্রতিনিধিগণও এই রূপ তাঁহাদের নিকট হস্তার্পিত হইয়া আসিয়াছে। এই সকলের রক্ষক বর্ত্তমান না থাকিলেও উহার আছে, এমন কি নিদর্শন আছে এবং উহা রক্ষার জন্য তুর্কী সুলতানের ক্ষমতা ও প্রভাব নিত্য। যদি ইহাদের দ্বারা মুসল কামান বা অন্য কোন মোছলেম নরপতিগণের হস্তে রক্ষিত হয়, তবুও সমগ্র মোছলেম জগৎ তাঁহাদের ন্যায় তাঁহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আর্, রাব্বেল্ আলামীন! তোমার প্রতি প্রিয় বন্ধু যেস্থানে সমাহিত আছেন, যেখানে তিনি হজরত সম্পাদন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং যেখানে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের পবিত্র আত্মা বিরাজ করিতেছে, সেই সমস্ত স্থান তোমার শত্রু কুসংস্কারের নির্যাতন হইতে রক্ষা কর, অবমানন হইতে মুক্ত কর, অনাচার হইতে অব্যাহতি দাও। আর্, রহমান অর্ রহিম! যে পবিত্র স্থানে হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুছা হজরত ইছা, একেশ্বর বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই স্থানের ইজ্জত বজায় রাখিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা কর। আর্হামার্ রাহেমীন মোজ্নবীন! তুমি যে স্থানে সত্য ধর্ম্মের প্রথম বিস্তার করিয়াছিলে, সেই স্থান পাপস্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিতে সুবিধা কর। আর্, ইয়াদল্ মোমেনীন! হজরত আদম কর্ত্তৃক যে একেশ্বর উপাসনার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার গৌরব রক্ষা রাখিবার জন্য মোছলমানের অন্তরোধ কর। আর্ খাতেমন্নবীয়ীন! যে মহাসত্য তুমি ঘোষণা করিয়াছ, তাহা সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইতে দাও।